Contents

একটি লিখিত ডিবেট/বিতর্ক

মাযহাব ও তাক্বলীদ

বঙ্গানুবাদ : কামাল আহমাদ

সালাফী পাবলিকেশন্স, ঢাকা

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

একটি লিখিত ডিবেট/বিতর্ক

মাযহাব ও তাক্বলীদ

[হানাফী আলেম তাক্বী উসমানী ও মাস'উদ আহমাদের
মধ্যকার একটি লিখিত ডিবেট]

মূল
মাস'উদ আহমাদ

বঙ্গানুবাদ
কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়
সালাফী পাবলিকেশন্স, ঢাকা

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মাযহাব ও তাক্বলীদ

বঙ্গানুবাদঃ কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়
সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
দোকান নং ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইলঃ ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

© অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশঃ অগাস্ট ২০১২ ঈসায়ী

অক্ষর সংযোজন
শহীদ আল-মোবারক
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, ঢাকা

মুদ্রণঃ আল-মোবারক প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

বিনিময়ঃ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	৫
ভূমিকা	৭
চিঠির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ	৮
শরী'আতের বিকৃতি 'বড় কুফর'	৮
সিরাতে মুস্তাক্বীম (সোজা) না মুনহানী (বক্র)?	৯
'উলূল আমর'-এর অনুসরণ	১১
অনুসরণের সঠিক দাবী	১৩
ফিক্বহী মাসায়েলে মানবরচিত সিদ্ধান্ত	১৪
মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের বিরোধীতা	১৬
হানাফী মাযহাব ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত	১৭
তাক্বলীদ ও শিরক	১৮
তাক্বলীদ বিদ'আত	২২
ইমাম সাহেব ও তার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের বিধান	২২
ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে অনেক ফিক্বহী মাসায়েলের উদ্ভব হয়েছে	২৩
ইজতিহাদের মর্যাদা বনাম ফিক্বাহর মনগড়া মাসায়েল	২৪
তাক্বলীদ এবং আল্লাহর অলী	২৬
মাযহাব ও তাক্বলীদ	২৮
'তাক্বলীদ' শব্দটি নিয়ে সংশয়	২৮
তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপিত আয়াতের বিশ্লেষণ	৩৫
কুরূ' শব্দের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি	৩৫
বর্গা চাষের হাদীস নিয়ে সংশয় নিরসন	৩৭
ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ	৪৩
ইসলাম সুস্পষ্ট ও সংশয়মুক্ত	৪৫
সালাফদের অনুসরণ বনাম মাযহাবের অনুসরণ	৪৬
শরী'আত প্রণেতা বনাম শরী'আতের ব্যাখ্যাদাতা	৪৯
তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতের সহীহ ব্যাখ্যা	৫৩

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

তাক্বলীদের স্বপক্ষে উপস্থাপিত হাদীস এবং এর বিশ্লেষণ	**৬০**
আবূ বকর ও উমার ﷺ-এর ইক্তিদা সম্পর্কীত হাদীস ও তার দাবী	৬০
সাহাবীদের যামানায় তাক্বলীদ ছিল– ধারণা খণ্ডন	৬৫
ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণ বৈধকে অবৈধ করতে পারেন না	৭৮
ফিক্বাহ নিজেই বিকৃত	১০৩
ফারানের মন্তব্য	১৩২
পরিশিষ্টাংশ– ১ **তাক্বলীদের শরী'আতী অনিষ্টতা**	**১৩৫**
ভূমিকা	১৩৫
'উলূল আমরের অনুরসরণ	১৪৬
আল্লাহ ﷻ-এর বাণী: "আহলে য়িকিরদের কাছে জিজ্ঞাসা কর"	১৫৫
তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপিত হাদীস	১৫৮
"সাহাবাযুগে মুক্ত তাক্বলীদ"	১৬২
তাক্বলীদ ও অনন্যপায় অবস্থা	১৮১
হাদীস যাচায়-বাছায় বনাম তাক্বলীদ	১৮৯
উপসংহার	২১০
পরিশিষ্টাংশ– ২ **অনুবাদকের সংযোজন**	**২১২**
কিতাব তথা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে মতপার্থক্য জিইয়ে রাখা কুফর	২১৪
মতপার্থক্য নিরসরনের পদ্ধতি	২১৬
সহীহ হাদীস পরস্পরের বিরোধী নয়?	২১৭
যে সমস্ত বিষয়ে শরী'আত নিরব সে সমস্ত ক্ষেত্রে করণীয়	২১৯

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد ــــ

মহান রব্বুল 'আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, 'মাযহাব ও তাক্বলীদ' সম্পর্কীত একটি ব্যাপক তথ্যমূলক বই পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। যা হানাফী আলেম তাক্বী 'উসমানী এবং মাস'উদ আহমাদের মধ্যকার একটি লিখিত ডিবেট/বিতর্ক। মাস'উদ আহমাদের মূল বইটির নাম "আত-তাহক্বীক্ব ফী জওয়াবে আত–তাক্বলীদ"। আশা করি এই বইটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে 'মাযহাব ও তাক্বলীদ' সম্পর্কে ভুল ধারণার নিরসণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটির প্রথমাংশে 'মাসিক ফারানের' সম্পাদক মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব ও মুফতী তাক্বী 'উসমানীর মাযহাব মানার স্বপক্ষের দলিল ও যুক্তির-জবাব দেয়া হয়েছে। মুফতী তাক্বী 'উসমানী'র বইটি পরবর্তীতে 'তাক্বলীদ কী শর'য়ী হাইসিয়াত'[১] কিছুটা বর্ধিত ও সংস্কারসহ বই আকারে প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্টাংশ-১ সেটার ধারাবাহিক জবাব। তবে অবশ্যই প্রথমাংশকে সামনে রেখে পাঠককে এই অংশটিও পড়তে হবে। যেসব বিষয় শরী'য়াতী দলীলের মানে উত্তীর্ণ হয় না এমন কোন কিছুর জবাব দান করা থেকে লেখক ক্ষেত্রবিশেষে বিরত থেকেছেন। এরপরেও আমরা তার বাদ দেয়া অংশগুলোরও সাধ্যমত জবাব সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছি।

সবশেষে বাংলা ভাষায় মুফতী তাক্বী 'উসমানী সাহেবের বইটির শেষাংশে সংযোজিত "ফিকাহ শাস্ত্রে মতানৈক্যের স্বরূপ– লেখকঃ মাওলানা সাঈদ আল-মিসবাহ" এর জবাব সংক্ষেপে কেবল ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে দেয়া হয়েছে।

পাঠক পর্যালোচনার খাতিরে উভয় বইকে সামনে রাখবেন এবং নিজের থেকেই আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতা যাচায় করবেন। প্রকাশকের

---

[১]. বইটির বাংলা অনুবাদ ঃ 'মাযহাব কি ও কেন' অনুবাদক– আবূ তাহের মিসবাহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুরোধে তাড়াহুড়া করে ছাপানোর কারণে কিছু ভুল চোখে পড়তে পারে। আশাকরি সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আল্লাহর কাছে এই দু'আই করছি, তিনি যেন কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত ইলম অর্জন ও তার প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে সিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর রাখেন, সাথে সাথে সত্য গ্রহণে সব ধরনের মানসিক সংকীর্ণতা দূর করে দেন। আমিন!!

নিবেদক
কামাল আহমাদ
পুরাতন কসবা, কাজীপাড়া, যশোর- ৭৪০০।
ই-মেইলঃ kahmed_islam05@yahoo.com

https://www.facebook.com/178945132263517

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

কিছুকাল পূর্বে "তালাশে হক্ব" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে "মাসিক ফারান" পত্রিকায় সম্পাদক মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব জুন' ১৯৬৪ ঈসায়ী সংখ্যায় লিখেছেন:

"এটি (তালাশে হক্ব) মাস'উদ আহমাদ সাহেব (বি,এস,সি,) ও নওয়াব মুহীউদ্দীন সাহেবের মধ্যে "তাক্বলীদে শাখসী" (ব্যক্তির অন্ধ-অনুসরণ) ও অন্যান্য মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েলের উপর একটি লিখিত মুনাযারা– যা গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে।"

মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব "তালাশে হক্বের" ব্যাপারে যে খেদ (বিদ্বেষ) প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কে ধারণা পাবার জন্য নিচের উদ্ধৃতি লক্ষণীয়:

"এই গ্রন্থে (তালাশে হক্ব) এতটাই অশ্লীল কথা ও অনর্থক বিষোধগারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে তা পাঠ করে বুঝা যায়, এই যামানাতে..... "তালাশে হক্বের" লেখক (মাস'উদ আহমাদ সাহেব) যে দ্বীনি মেজাজ রাখেন তা সুস্পষ্টভাবে অজ্ঞতার নামান্তর।" (মাসিক ফারান, পৃ: ৩২)

মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের উদ্ধৃতিটির মাধ্যমে নিন্দা ও তিরষ্কারের পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু "তালাশে হক্বে" যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল তার জবাবের সন্ধান মিলল না।

মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব তাঁর পর্যালোচনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটি চিঠি প্রেরণ করেন। বর্ণিত চিঠিটি প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তা একজন দেওবন্দি 'আলেমের খিদমতে পাঠিয়ে দেন– যেন তিনি এর জবাব দেন। মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব এ ব্যাপারে নিজের পত্রিকা "ফারান" মে, ১৯৬৫' সংখ্যায় লিখেছেন:

"এই (মাস'উদ আহমাদের) চিঠি আমি শায়েখ তাক্বী উসমানী ﷾(উস্তাদ দারুল 'উলূম করাচী)-এর খিদমতে পাঠিয়ে ছিলাম। (তিনি) প্রেরিত আবেদনের প্রেক্ষিতে গবেষণা, জ্ঞানান্বেষণ ও পাঠদানে ব্যস্ত থাকা

https://www.facebook.com/178945132263517

সত্ত্বেও একটি বিস্তারিত আলোচনা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই আলোচনার মাধ্যমে বর্ণিত চিঠির জটিল প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।"

মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবকে বর্ণিত (আমার) যে চিঠিটির কারণে পিছু হটতে হয়েছিল– তা পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য নিচে পেশ করা হল।

চিঠির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

"তালাশে হক্বে"র উপর "ফারানে"র সম্পাদক মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের পর্যালোচনাটি পাঠ করে আমি বিস্মিত হয়েছি। পর্যালোচনাটি কেবল অস্পষ্ট ও দলিল বিহীনই ছিল না, বরং উপহাসের ছলে ফেক্বাহতে আবিস্কৃত অপ্রীতিকর মাসায়েলের উপর নির্ভর করে পর্যালোচনাটি সৌন্দর্যমণ্ডিত করার চেষ্টাটুকুও করেন নাই।

শরী'আতের বিকৃতি 'বড় কুফর'

ফারানঃ মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব লিখেছেনঃ "আমাদের মতে নওয়াব মুহিউদ্দীন সাহেব যখন হানাফী ছিলেন তখনও তিনি মুসলমান[২] ছিলেন।" (ফারান, জুন– ১৯৬৪, পৃঃ ২৯)

জবাবঃ "মুক্বাল্লিদ (অন্ধ ব্যক্তিপূজারী) যে একজন মুসলিম– মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব তা প্রমাণ করতে পারেন নাই। তাহলে এটা কিভাবে মানা যাবে যে, "তিনি যখন হানাফী ছিলেন তখন মুসলিমও ছিলেন।" "তালাশে হক্বে" এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাক্বলীদ (ব্যক্তিপূজা) শিরক।[৩] সুতরাং

---

২ মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব 'মুসলিম'–কে মুসলমান লিখেছেন। তাই আমরা 'মুসলমান' শব্দটিই অনুবাদে উল্লেখ করলাম। অন্যথায় আমরা 'মুসলিম" শব্দের প্রয়োগই সহীহ ও যথার্থ মনে করি। কেননা কুরআনে একবচনে 'মুসলিম' ও বহুবচনে 'মুসলিমীন' শব্দটির ব্যবহার আছে। মুসলমান শব্দটি আরবী শব্দ নয়। এটি উর্দূ ও বাংলাতে মুসলিম শব্দের ভুল প্রয়োগ। (অনুঃ)

৩ শিরক, কুফর দুই ভাগে বিভক্ত। কোনটি ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করে– যেমন বড় শিরক ও বড় কুফর। আর কোনটি কবীরা গুনাহ– যেমন ছোট শিরক

https://www.facebook.com/178945132263517

হানাফী হবার কারণে ঈমান যে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা সুস্পষ্ট। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের বিরোধী ফিক্বহী মাসায়েল মানা, সুন্নাতের বদলে এর স্থানে বিদ'আতী তরীক্বা প্রচলন করা, উম্মাতের মধ্যে চারটি ফিরক্বার সৃষ্টি হওয়া এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ঘটনা ঘটা, ফিক্বাহর নিজস্ব কৃত্রিম মাসায়েলকে শরী'আতে ইলাহী মনে করা, বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা কি দ্বীন ও ঈমানের ক্ষতি নয়?

সিরাতে মুস্তাক্বীম (সোজা) না মুনহানী (বক্র)?

ফারান: 'সিরাতে মুস্তাক্বীম'-তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত 'দ্বীন ইসলাম'। হানাফী, শাফে'য়ী, মালেকী, হাম্বলী ফিক্বহী মাযহাবসমূহ ও মসলকে আহলে হাদীস এই সিরাতে মুস্তাক্বীমের (দ্বীনে হক্ব) মধ্যবর্তী স্থানে। আর দলগুলোর অবস্থান সম্পর্কে বেশীর চাইতে বেশী বলা যায় যে, এগুলো সংকীর্ণ পথ। যা এই সিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং পুনরায় ঐ স্থানে গিয়েই মিলেছে। এর মধ্যকার কোন মসলকই (দল) বাতিল নয়।

জবাব: মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের কথামত যদি ঐ দলগুলো সিরাতে মুস্তাক্বীমের সাথে মিলে গিয়ে থাকে তবে কেন তাদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য ও যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে, তাছাড়া আজ পর্যন্ত তারা আলাদা-আলাদাই থেকে গেল? সিরাতে মুস্তাক্বীমে মিলে গেল এবং আলাদা-আলাদাও থাকলো– এটা এক আজব ঘটনা!!

যদি আমি (তর্কের খাতিরে) ধরে নিই, এই মাযহাবগুলো সিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বের হয়ে পুনরায় একত্রে মিলে গেছে, তবে প্রশ্ন আসে যে,

---

ও ছোট কুফর। যখন কেউ শরী'আতি বিধানের মোকাবেলায় মানব রচিত অথবা আলেমদের নামে ফতোয়া ও মাসায়েল মেনে চলে তথা– (ক) হালাল বা জায়েয মনে করে, (খ) শরী'আতের সুস্পষ্ট বিধানকে অস্বীকার, বিরোধীতা ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে– তখন তা তাদেরকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে। যা ইয়াহুদী আলেমদেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন "তাফসীরঃ হুকুম বিগয়রি মা-আনঝালাল্লাহ" –অনুবাদ ও সঙ্কলন: কামাল আহমাদ।

https://www.facebook.com/178945132263517

তারা কেন বের হল? সোজা রাস্তা ছেড়ে সংকীর্ণ পথে চলল এবং পুনরায় সোজা রাস্তায় এসে মিলল, শেষাবধি এ থেকে লাভবান হবার উদ্দেশ্যইবা কি?

পূণরায় একথাও গভীরভাবে লক্ষণীয়, এই সংকীর্ণ পথগুলো মুস্তাক্বীম (مستقيم –সোজা) না মুনহানী (منحنى –বক্র)। যদি সোজা হয় তবে তো এটা অসম্ভব যে, এক সরলরেখা অন্য সরলরেখার দু'টি স্থানকে ছেদ করে। জ্যামিতির সাধারণ ছাত্র– যে এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ সেও বলবে, এটা হবে না। সুতরাং এই সংকীর্ণ পথগুলো কখনো সিরাতে মুস্তাক্বীমের সাথে মিলতে পারবে না। আর এই সংকীর্ণ পথগুলো যদি বক্র হয় তবে সুস্পষ্ট যে, সেটা সোজা পথ নয়। এ কারণে এটি সিরাতে মুস্তাক্বীমও নয়। বিস্ময়ের বিষয় হল, মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব এই সংকীর্ণ পথগুলোকে হেদায়েত বলে মনে করেন– যদিও হাদীসে এরকম চারটি সংকীর্ণ পথকে গোমরাহীর পথ বলা হয়েছে।

জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ ﷛ থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ–এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডানদিকে দুটো রেখা টানলেন এবং বাঁ দিকেও দুটো রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে হাত রেখে বললেন: هذا سبيل الله ثُم تلا هذه الآية "এটা আল্লাহর রাস্তা।" অতঃপর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله

"এটাই সিরাতে মুস্তাক্বীম। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে, তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।" (সূরা আন'আম ঃ ১৫৩ আয়াত)[৪]

অন্য হাদীসে (সাহাবী ইবনে মাস'উদ ﷛) থেকে বর্ণিত হয়েছে, كُلُّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ "প্রত্যেক সংকীর্ণ পথের উপর শয়তান রয়েছে

৪. **সহীহ:** ইবনে মাজাহ– باب اتباع سنة رسول الله (صـــ) ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/১১] (অনু:)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

যে (লোকদেরকে) নিজেদের দিকে ডাকছে।" [আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী, মিশকাত (এমদা) ১/১৫৯ নং][৫]

এখন আমরা হাদীসকে মানব না মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবকে মানব? "তালাশে হক্বে" লেখা হয়েছিলঃ "এখন বলুন– ফেক্বাহর কিতাবসমূহে যেসব (বিধান) আছে তার সবই কি আল্লাহর ﷻ'র পক্ষ থেকে (নাযিলকৃত)? যদি হয় তবে চোখ বুঝে মেনে নিন, আর যদি না হয় এবং অবশ্যই নয়– তবে এর অনুসরণ হারাম। (তালাশে হক্ব পৃঃ ৩৬, খোলাসায়ে তালাশে হক্ব পৃঃ ৩১)

"তালাশে হক্বের" আলোচ্য উদ্ধৃতির উপর পর্যালোচনা করতে যেয়ে মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব বলেছেন–

'উলূল আমর'-এর অনুসরণ

ফারানঃ "মাস'উদ সাহেব কতটা নির্বোধের মত কথা বলেছেন, কুরআনুল কারীমে যখন আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর অনুসরণের সাথে, অনুসরণের পরে বা অনুসরণ হিসাবে 'উলূল আমর'-এর অনুসরণ করার হুকুম এসেছে। তখন 'উলূল আমর'–এর অনুসরণ কি হারাম হয়? তাক্বলীদের বৈধতা তো কুরআনুল কারীমের এই আয়াতের মাধ্যমেই এসেছে।

জবাবঃ বিস্ময়ের বিষয় হল, মাহারুল সাহেব এই আয়াতের মাধ্যমে তাক্বলীদের বৈধতা প্রমাণ করেছেন, অথচ এ আয়াত থেকে ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়। বুঝতে পারলাম না– মাহারুল সাহেব আল্লাহর হুকুমকে ফরয থেকে দূরে সরিয়ে কিভাবে বৈধ বা জায়েয হিসাবে গণ্য করলেন?!

নিঃসন্দেহে কুরআনুল কারীমে 'উলূল আমর'–কে অনুসরণ করার হুকুম আছে। এখন জিজ্ঞাসা হল, এই অনুসরণ দ্বীনি হুকুমের বিষয়ে না

---

[৫]. **হাসানঃ** আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/১৬৬ নং] (অনুঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

রাষ্ট্রীয় হুকুমের বিষয়ে? যদি দ্বীনি হুকুমের বিষয়ে হয় তবে তার আদেশের মর্যাদা শর'য়ী আইনের মর্যাদা রাখে। তখন মতপার্থক্যের সুযোগ থাকল কোথায়? আর 'উলূল আমর'–এর সাথে যে মতপার্থক্য হলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ফেরার নির্দেশ দেয়া হল কেন? এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তার নির্দেশ শর'য়ী কানুন হবে আবার তার সাথে মতপার্থক্য করা যাবে– অথচ এটা অসম্ভব। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তার হুকুম দ্বীনি হুকুমের মর্যাদা রাখে না। এই হুকুম খণ্ডন করা যেতে পারে এবং কুরআন ও হাদীস থেকে বিশ্লেষণ করে সহীহ মাসআলার উপর আমল করা যেতে পারে; বরং এটাই করা জরুরী। আল্লাহ ﷻ'র হুকুম অনুযায়ী فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ "আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরে যাও" (সূরা নিসা ঃ ৫৯) – হুকুমটি ফরয। আর আমীরের সাথে মতপার্থক্য করা এবং পূনরায় পর্যালোচনা করে হক্ব বোঝা দু'টি বিষয়ই বিদ্যমান আছে, আর এ দু'টি বিষয়ই তাক্বলীদের বিপরীত।[৬] মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব কর্তৃক একে তাক্বলীদ বলা ও এই আয়াত থেকে দলিল নেয়া– দিনকে রাত বলার নামান্তর।

পক্ষান্তরে আমীরের অনুসরণ যদি বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশের বিষয়ে হয়– তবে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, শরী'আতি আইন শুধুমাত্র আহকামে ইলাহী, যা অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে।

তাছাড়া এ আয়াতে امراء ('উমারা)-এর অনুসরণের বর্ণনা এসেছে, আলেমদের নয়। যদি এটাও মেনে নিই– তবে এর থেকে আলেমদের অনুসরণ ফরয হয়, কিন্তু এর থেকে কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, চার ইমামদের মধ্যে কোন একজনের তাক্বলীদ করতে হবে। 'খাস' দাবীর প্রমাণে 'আম দলিল যথেষ্ট নয়।

---

৬. অনেকে সাংগঠনিক আমীরের সাথে মত-পার্থক্যকেও দ্বীন থেকে বহিষ্কার হবার কারণ মনে করেন। আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাদের দাবীও খণ্ডিত হল। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুসরণের সঠিক দাবী

ফারান: এভাবে ফিক্বাহর ঐ সমস্ত মাসায়েল যা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক অথবা তার সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী নয়– সেগুলোর ইত্তিবা' ও তাক্বলীদ জায়েয, সেগুলো কেন হারাম হবে? (ফারান, পৃ: ৩০)

জবাব: এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হলো, কুরআন ও সুন্নাত মোতাবেক হলে সেগুলোর ইত্তিবা' শুধুমাত্র জায়েয হবে কেন, আর তা আবশ্যকীয় (ফরয) নয় কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল– যে মাসায়েল কুরআন ও সুন্নাত মোতাবেক সেগুলোর ইত্তিবা'তো কুরআন ও সুন্নাতেরই ইত্তিবা'। কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী সব কথাইতো (যার যার মান অনুযায়ী) আমল করা ওয়াজিব (ফরয)। এরমধ্যে আয়িম্মা ও ফুক্বাহাগণের প্রয়োজনটা কোথায়? বাকী থাকল ঐ মাসায়েল যা কিতাব ও সুন্নাতের বিরোধী – সেগুলোর ইত্তিবা' আপনাদের মতেও হারাম। কিন্তু মুক্বাল্লিদগণ তো সবগুলোর উপর আমল করা জরুরী মনে করে। এখন বলুন, কিতাব ও সুন্নাতের বিরোধী মাসায়েলের উপর 'আমল করা কি জায়েয? এই আমল করাকে জরুরী মনে করার কারণে সে কুফরীর দোষে দোষী হয়, না হয় না?

যদি কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী মাসায়েলের উপর আমল করা হারাম হয়, তবে মুক্বাল্লিদ এটা কিভাবে বুঝবে যে অমুক অমুক মাসায়েল (কুরআন–সুন্নাহর) বিরোধী? এ ব্যাপারে তাদের পর্যালোচনার অনুমতি আছে কি? যদি অনুমতি থাকে তবে তারা মুজতাহিদ (গবেষক) হল, নাকি মুক্বাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী) হল? আর যদি অনুমতি না থাকে, তবে তো তারা কিতাব ও সুন্নাতের বিরোধী আমল করতে বাধ্য হবে। কেননা ঐ হারাম কাজটি করা শুধুমাত্র তাক্বলীদের কারণেই হয়। সুতরাং তাক্বলীদ হারাম, আর হারামকে হালাল বা ওয়াজিব বলা কুফরী।

মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের কথা হল, "আয়িম্মায়ে উসূলে ফিক্বাহ হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য।" আপনি হানাফী মাযহাবের পক্ষে যে কথা বলেছেন তা হানাফীগণ গ্রহণ করে নাই। আপনি তাক্বলীদের যে অর্থ নিয়েছেন– সে অর্থে হানাফী ফিক্বাহবিদগণ কি এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন?

https://www.facebook.com/178945132263517

ফিক্বহী মাসায়েলে মানবরচিত সিদ্ধান্ত

ফারান: ফিক্বাহতো– আল্লাহ ﷻ'র তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তার ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত বর্ণনা।

জবাব: খুব ভাল কথা–

১. নারীদের বুকের উপর হাত বাঁধা আর পুরুষদের নাভীর নিচে[৭] –এটা আল্লাহর নাযিলকৃত কোন হুকুমের ব্যাখ্যা?

২. সালাতে মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করে পড়া[৮] –এটা কোন আয়াত?

৩. বিত্‌র এক বা পাঁচ রাক'আত আদায় না করা[৯] –এটা কোন অহী?

৪. পশু, মৃতনারী এবং নাবালিগ কন্যার লজ্জাস্থানকে বিছানার ছিদ্র ভাবা[১০] –এটা কোন হাদীস বা আয়াতের ব্যাখ্যা? একে জ্ঞানশূন্যতা বা ঈমানহীনতা বলে।

৫. যদি কোন ব্যক্তি পশু, মৃতনারী বা নাবালিগ কন্যার সাথে সহবাস করে আর বীর্য বের না হয়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না[১১] –এটা কোন হাদীসে আছে?

---

৭. হিদায়াহ (করাচী ঃ কুরআন মহল) ১/১০২ পৃ; ইলমুল ফিক্বাহ ২/৭১ পৃঃ। (লেখক)

৮. ويُحسن ذلك لاجتماع عزيْمتة (হিদায়াহ ১/৯৬ পৃঃ); والقصد مع لفظه افضل (শরহে বেক্বায়াহ ১/১৫৯)। (লেখক)

৯. الوتر ثلث ركعات وجبت (শরহে বেক্বায়াহ ১/১৯৯ – প্রকাশক ঃ আনওয়ার মাহমুদী প্রকাশানালয়)। (লেখক)

১০. মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব নিজেই লিখেছেন ঃ "পশুর মলদারে কাপড় প্রভৃতি দ্বারা বানানো খোলকে চার পাবিশিষ্ট আসনের ছিদ্রের সাথে ক্বিয়াস করা হবে। যেখানে কেবল (লিঙ্গ) প্রবেশের কারণে গোসল ফরয হয় না। (ফারান– জুন' ১৯৬৪ পৃঃ ৩০) (লেখক)

https://www.facebook.com/178945132263517

এ ধরণের অসংখ্য মাসায়েল রয়েছে যার সাথে আল্লাহর নাযিলকৃত শরী'আতের দূরতম সম্পর্কও নেই। এ জাতীয় মাসায়েলকে কি আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে?

[সংযোজন: মাযহাবী ফিক্বাহতে এমন অনেক মাসআলা রয়েছে– যা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে নেই। অথচ তারা সেটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত তথা আল্লাহর হুকুম ও রসূলের সুন্নাত মনে করে আমল করে। এ পর্যায়ে এ ধরণের ইয়াহুদী আমল সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

"অতএব, তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যেন এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। অতএব তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম), তাদের কিতাব লেখার জন্য এবং তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম), তাদের উপার্জনের জন্য।"[সূরা বাক্বারাহ ঃ ৭৯ আয়াত]

প্রায় একই মর্মে আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"তোমরা আমার আয়াতকে সামান্য ও নগণ্য বিনিময়ে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।" (সূরা মা'য়িদা ঃ ৪৪-৪৭ আয়াত)

সুতরাং আলেম, হাকিম বা শাসক যে কেউ–ই আল্লাহ যা নাযিল করেন নি, এমন কিছুকে আল্লাহ হুকুম বলে গণ্য করলে সে সুস্পষ্ট কাফির। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে এ ধরণের মিথ্যারোপ ও অস্বীকার না করে কেবল ভিন্ন বিধি-বিধান হুকুমদাতা ও পালনকারী কেবলই ফাসিক্ব। অথচ এই পার্থক্য না বুঝার কারণে অনেকে মানব রচিত মাযহাবী ফিক্বাহর মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের বিকৃতিকে মেনে নিচ্ছেন। পক্ষান্তরে শাসক– যারা নিজের বিধানকে আল্লাহ নাযিলকৃত বলেন না– তাদেরকে কাফির

---

১১. بخلاف البهيمة (হিদায়াহ ১/৩১); لا وطى بَهيمة بلا انزال (শরহে বেক্বায়াহ ১/৮৩), ولا عند وطء بَهيمة او ميتة او صغيرة غير مشتهاة (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুখতার ১/১২২ পৃষ্ঠা –কোয়েটা, মাতবু'আতে মাকতাবাহ মাজেদীয়াহ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৯ হিঃ) (লেখক)

https://www.facebook.com/178945132263517

বলছেন। অথচ তারা কখনই ইবরাহীম ﷺ ও মূসা ﷺ-এর ন্যায় নিজ নিজ শাসকের ভুল ধারণাগুলো সংশোধনের চেষ্টাটুকুও করেন নি। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "তাফসীর হুকুম বি-গয়রি মা-আনঝালাল্লাহ" -কামাল আহমাদ। - অনুবাদক]

মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের বিরোধীতা

ফারান: অন্যান্য ফিক্বহী মাযহাবগুলোর মতো হানাফীদেরও জামা'আতবদ্ধ সালাতে সূরা ফাতিহার বর্ণনা রয়েছে। পার্থক্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, হানাফীগণ ইমামের ক্বিরাআত সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করেন। (ফারান, পৃ: ৩০)

জবাব: রসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তাদীদেরকে বলেছেন:

لَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ (وفى رواية) فَإِنَّه لَا صَلٰوة لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا

"যখন আমি জেহরী ক্বিরাআত করি তখন তোমরা কুরআন থেকে কোন কিছু পাঠ করো না সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না।"[১২] বলুন, এই হাদীসের বর্ণনানুযায়ী ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট মনে করা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুমের সুস্পষ্ট বিরোধী হয় কি না? যদি বিরোধী হয়, তবে فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ الخ.... এ আয়াতের[১৩] আলোকে বিরোধী সিদ্ধান্ত মানা কি কুফর নয়? যদি এটা কুফর না হয়- তবে কুফর কোন জিনিসের নাম? আমাদের তো ঐ আক্বীদা যা আল্লাহ ﷻ আলোচ্য আয়াতে বলেছেন। যা আপনারাও জানেন।

---

১২. আবূ দাউদ, দারা কুতনী; এর সনদ হাসান (দারা কুতনী ১/১২১পৃ:)। তাছাড়া ইমাম বুখারী তাঁর জুঝউল কিরাআতে (পৃ:১৮) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান।

১৩. "আপনার রবের কসম! সে ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে হাকিম না মানে। অতঃপর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [সূরা নিসাঃ ৬৫]

https://www.facebook.com/178945132263517

হানাফী মাযহাব ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত

ফারান: "হানাফী নিয়মের সালাত ভুল নয়।" (ফারান, ৩০ পৃ:)

জবাব: অবশ্যই ভুল। যদি আপনারা সহীহ বলে মনে করেন তবে নিচের বিষয়গুলোর স্পষ্ট দলিল প্রমাণ দিন:

১) হানাফীরা মুখে নিয়্যাত করে– যা বিদ'আত।

২) হানাফীরা রুকুতে যাওয়ার সময় রফ'উল ইয়াদাঈন করে না।

৩) রুকু' থেকে উঠার সময়ও করে না।

৪) তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে রফ'উল ইয়াদায়ীন করে না।

অথচ রফ'উল ইয়াদাঈনের হাদীস প্রমাণিত। এর বিপরীতে এমন কোন সহীহ হাদীস নেই যেখানে এটা স্পষ্ট যে, রসূলুল্লাহ ﷺ রুকু'তে যাওয়ার সময়, রুকু' থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে রফ'উল ইয়াদাঈন করতেন না।[১৪]

৫) জলসায়ে ইস্তিরাহাত (আরামের বৈঠক) করে না, অথচ এটা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং এর বিরোধী ক্বিয়াস আছে। তবে কোন মারফু'[১৫] হাদীস নেই।

৬) শেষ বৈঠকে 'তুওয়াররুক' (বাম পাকে ডান পায়ের নিচে ঢুকিয়ে দেয়া এবং বাম নিতম্বের উপর বসার) পদ্ধতিতে বসে না।

৭) ফরয সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে শুধুমাত্র চুপ করে থাকাবস্থায় দাঁড়ানোকে যথেষ্ট মনে করে। অথচ এটা কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়, বরং সহীহ হাদীসের দাবীবিরোধী।

আসল কথা হল, এ জাতীয় অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা সুস্পষ্ট সুন্নাতের বিরোধী বরং বিদ'আত। সুতরাং হানাফীদের সালাত ভুল।

---

১৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ "মাসায়েলে রফ'উল ইয়াদায়ীন" – মূলঃ মাস'উদ আহমাদ, অনুবাদঃ আবূ জিহাদ, সম্পাদনাঃ কামাল আহমাদ।

১৫. যে হাদীসের সনদ রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে তাকে মারফু' হাদীস বলে।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদ ও শিরক

ফারান: "তাক্বলীদের মধ্যে শিরকের কোন গন্ধ নেই।" (ফারান, পৃ: ৩০)

জবাব: এ বিষয়ে "তালাশে হক্বে" দলিলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। আফসোস! যদি মাহারুল সাহেব ঐ সমস্ত দলীলের জবাব দিতেন।

চার ইমামের মধ্যে কোন একজনের তাক্বলীদ বিদ'আত। আর বিদ'আত দ্বীনের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন করা। দ্বীনের মধ্যে সংযোজন একমাত্র আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। তাই তাক্বলীদ দ্বীনকে বৃদ্ধি করে এবং তাক্বলীদকে হক্ব মান্যকারী "শিরক ফিশ্ শারি'য়াত"[১৬] এর দোষে অভিযুক্ত।

কোন মানুষকে হিদায়াতের আদর্শ ও 'মেয়ারে হক্ব' বানিয়ে পাঠানো আল্লাহ ﷻ'র কাজ। স্বয়ং জনগণ কোন মানুষকে হিদায়াতের আদর্শ ও 'মেয়ারে হক্ব' বানানোর মাধ্যমে নিজেরা নিজেদেরকে সার্বভৌমত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এটা শিরক নয়তো আর কি?

কোন ইমাম ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে মা'সুম নয়। কোন ইমামের শতভাগ কথাই সহীহ হতে পারে না। এ কারণে কোন ইমামের গোলামীর 'ক্বিলাদা' (লাগাম) নিজের গলায় লটকানোর অর্থ হলো– তাহক্বীক্ব (গবেষণা/ পর্যালোচনা) ছাড়াই তাঁর কথা মানা। আর যা ভুল সে ব্যাপারে কী হবে, সেগুলো (মুক্বাল্লিদ) মানবে এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের (সুন্নাহর) দিকে (সমাধানের জন্য) ফিরে যাবে না। বরং (কুরআন ও সুন্নাহতে) ফিরে যাওয়াকে জায়েয মানে না। যদি এটা শির্ক–কুফর না হয় তবে কুরআনের বাণী: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ "তারা (ইয়াহুদী ও নাসারাগণ) তাদের আহবার (আলেম) ও রুহবানদের (পীরদের) রব বানিয়েছে" (সূরা তাওবা ঃ ৩১) –এই আয়াতে কোন শিরকের অর্থ নেয়া হয়েছে?

---

১৬. এর বিভিন্ন স্তর ও প্রকারভেদ আছে। কখনো ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে আবার কখনো কবীরা গোনাহর অধিকারী হয়। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ ﷻ তো পরিষ্কারভাবে বলেছেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ

"তাদের কি এমন কোন শরীক (দেবতা) আছে, যারা তাদের দ্বীনের মধ্যে শরী'আত (বিধান) দেয় যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি?"[১৭]

কেননা, ফিক্বাহর কিতাবের বিকৃত মাসায়েল কখনই আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়। সুতরাং সেগুলো মানা শিরক এবং সে সবকিছুই তাক্বলীদের কারিশমা। এ কারণেই তাক্বলীদ শিরকের ভিত্তিও বটে।

[সংযোজন: নিম্নোক্ত কারণে শরী'আতি বিধান বিকৃত করলে বড় শিরক ও কুফর সংঘটিত হয়।

১) মনগড়া বা মানবরচিত বিধানকে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান বিবেচনার কারণেঃ

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"তোমরা আমার আয়াতকে সামান্য ও নগণ্য বিনিময়ে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহ'র নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।" (সূরা মা'য়িদা ঃ ৪৪-৪৭ আয়াত)

---

১৭. সূরা শুরা– ২১ আয়াত। এই আয়াতের দাবী হল, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য বিধানকে আল্লাহর বিধান বলে চালানো। যা বিকৃত উলামারা করে থাকে। অর্থাৎ যা ইসলামী আইন নয় তাকে ইসলামী আইন বলে চালানো। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের অবস্থা ভিন্ন। তারা আইনকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে না। বরং নিজেদের সংসদের তৈরী আইন বলে। এ কারণে শিরক নেই– তবে এটা সুস্পষ্ট কুফর। আর এই কুফর দুই ভাগে বিভক্ত। কখনো তা আমলগত কুফর আবার কখনো তা আক্বীদাগত কুফর। আর শাসকদের আমলগত কুফরের সীমা যখন আক্বীদাগত কুফরে পরিণত হয় –তখন তারাও উলামাদের মত উক্ত আয়াতের দাবীর অন্তর্ভূক্ত হয়। বিস্তারিত দেখুন– "তাফসীর হুকুম বি-গয়রি মা-আনঝালাল্লাহ।"

https://www.facebook.com/178945132263517

আয়াতটির শানে-নুযূলে প্রমাণিত হয়, ইয়াহুদীরা রজমের বিধানকে পরিবর্তন করে ভিন্ন বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলেছিল।

এমর্মে অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

"অতএব, তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যেন এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। অতএব তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম), তাদের কিতাব লেখার জন্য, এবং তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম), তাদের উপার্জনের জন্য।" [সূরা বাক্বারাহ ঃ ৭৯ আয়াত]

সুতরাং প্রমাণিত হল, যখন কোন আলেম বা হাকিম বা অন্য যে কেউ এমন কোন বিধান বা ফতোয়া দেয় যা আল্লাহ নাযিল করেন নি। অথচ জনগণের মাঝে তা আল্লাহর বিধান হিসাবে প্রচার করে। তখনই কেবল উক্ত আয়াতগুলোর হুকুম প্রযোজ্য। যা বিভিন্ন মাযহাবী ফিক্বাহ, ফতোয়া ও সূফীদের তরীক্বাতে দেখা যায়। অথচ সেগুলোর পক্ষে আল্লাহ ﷻ কিছুই নাযিল করেন নি।

২) আল্লাহ ﷻ'র প্রতি মিথ্যারোপ এবং অস্বীকার করার কারণে ঃ পূর্বোক্ত পন্থায় আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

"তার চেয়ে অধিক যালেম কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে এবং তার কাছে সত্য আগমনের পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। কাফিরদের বাসস্থান কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার ঃ ২৪ আয়াত)

৩) হারামকৃত বস্তুকে হালাল এবং হালালকৃত বস্তুকে হারাম ঘোষণা করার কারণে :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণভাবে যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে তারা সফল হবে না।" (সূরা নাহালঃ ১১৬ আয়াত)

https://www.facebook.com/178945132263517

বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে হালাল ও হারামের ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। যা তাক্বলীদ জায়েযকারী আলেমদের থেকে সৃষ্ট হয়েছে।

৪) বিচারক, আলেম-উলামা, পীর-দরবেশদেরকে হালাল ও হারাম করার হক্বদার গণ্য করার কারণে ঃ আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"তারা তাদের আহবার (আলেম) ও রুহবান (সূফীদের)–দের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩১ আয়াত)

নবী ﷺ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

"এমন নয় যে, তারা এদের ইবাদত করত। বরং এরা যদি তাদের জন্য কিছু হালাল করে দিত তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত; এরা যখন কোন কিছু হারাম বলে স্থির করত তখন তারাও তা হারাম বলে গ্রহণ করতে।"[১৮]

এখানে হালাল বা হারাম নির্ধারণ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা নাযিলকৃত বা ইলাহী হুকুম গণ্য করাকে চূড়ান্ত কুফর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কাফির হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও শর্ত রয়েছে। (বিস্তারিত দেখুনঃ "তাফসীর ॥ হুকুম বিগয়রি মাআনঝালাল্লাহ" অনুবাদ ও সঙ্কলনঃ কামাল আহমাদ) **–অনুবাদক]**

---

[১৮]. **হাসানঃ** তিরমিযী– তাফসীরুল কুরআন, সূরা তাওবা। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৩০৯৫]

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদ বিদ'আত

ফারান: "আপনিতো তাক্বলীদকে বিদ'আত বলেছেন। হাদীসেতো তাক্বলীদকে বিদ'আত হিসাবে গণ্য করা হয় নাই।" (ফারান, পৃ: ৩১)

জবাব: আজকাল যেসব বিদ'আতের প্রচলন ঘটেছে– কোন হাদীসের মাধ্যমে সেগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব কি? যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলোকে আপনারা কিভাবে বিদ'আত বলে থাকেন?

তাক্বলীদ যদি বিদ'আত না হয়– তবে তাকে সুন্নাত হিসাবে প্রমাণ করুন, অথবা অন্ততঃপক্ষে সাহাবা ﷺ ও তাবে'য়ীগণের ﷺ যামানায় এর অস্তিত্ব দেখান।[১৯] জবাব দেবার সময় বিশেষজ্ঞগণ তাক্বলীদের যে সঙ্গা এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হানাফী কিতাবসমূহ থেকে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সাথে সম্পর্কীত বিষয়বস্তু হল:

১) উস্তাদ-শাগরেদের সম্পর্ক এবং
২) মুর্খব্যক্তি কোন 'আলিমকে আল্লাহর হুকুমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে। তাক্বলীদের সাথে এগুলো যেন জগাখিচুড়ী পাঁকিয়ে না যায়।

ইমাম সাহেব ও তার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের বিধান

ইমামতির শর্ত সম্পর্কীত আলোচনায় মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব লিখেছেন:

ফারান: "যে ব্যক্তির স্ত্রী সুন্দরী, সে চক্ষু ও লজ্জাস্থান হেফাযতের ব্যাপারে অন্য ব্যক্তির চেয়ে বেশি সাবধান। কেননা, স্ত্রী সৌন্দর্য্যের কারণে অন্য নারীর প্রতি কুচিন্তা মনে আসবে না। অসুন্দরী স্ত্রীর স্বামীর ভাল চেহারার প্রতি আকর্ষণ থেকেই যায়।" (ফারান, পৃ: ৩১)

জবাব: প্রথমত, এই ধারণাটাই সম্পূর্ণ ভুল যে, যার স্ত্রী সুন্দরী সে সবচেয়ে বেশী মুত্তাক্বী হবে। বাস্তবতা এর বিপরীতও দেখা যায়– এ জন্যে এই শর্তও বাতিল। তাছাড়া "অসুন্দরী স্ত্রীর স্বামী ভাল চেহারার প্রতি আকৃষ্ট থাকে" –মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তা সঠিক হতেও পারে!!

---

১৯. ঐ যামানাতে হানাফী, শাফে'য়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব সৃষ্টি হয় নি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী ﷺ'র মতে, এই চারটি মাযহাবের তাক্বলীদ চারশ' হিজরী থেকে চালু হয়। [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আল-ইনসাফ দ্রঃ]

https://www.facebook.com/178945132263517

ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে অনেক ফিক্বহী মাসায়েলের উদ্ভব হয়েছে

যদি এই মাসআলাকে ফরয ভাবা হয়, যার ভিত্তি বিবেক তখন সুস্পষ্ট হয় যে, এই মাসআলা কোন ফক্বীহর চিন্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এটাকেই আমরা বলছি– এ জাতীয় অনেক মাসায়েল আছে; যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয় নি, বরং লোকেরা নিজেদের বিবেক থেকে গ্রহণ করেছে। বলুন, আমি কোনটিকে ভুল বলব? আপনার বক্তব্য অনুযায়ী "এতে সূক্ষ্ম হিকমাত রয়েছে" (ফারান, পৃঃ ৩১)। তাহলে কি আল্লাহ ﷻ এই সূক্ষ্ম হিকমাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না (না'উযুবিল্লাহ) যে, এই হিকমাত নিজের রসূলের নিকট প্রকাশ করলেন না!? আল্লাহ ﷻ হিকমাত নাযিলের ব্যাপারে বারবার বলেছেন এবং নিজের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গতা দানের ঘোষণাও করেছেন। কিন্তু আফসোস!, (মুক্বাল্লিদদের কাছে) না হিকমাত পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, না দ্বীন। তারা যেন এই দু'টি বিষয়কেই 'ফুক্বাহে মুক্বাল্লিদীন' (মাযহাবী ফক্বীহগণ) দ্বারা পূর্ণাঙ্গ করে আল্লাহর হাতে সমর্পিত করেছে !

যদি বিবেকের মাধ্যমে মাসআলা তৈরী হতে থাকে তাহলে ঐ সমস্ত জ্ঞান যা নিজেদের বিবেক মোতাবেক এবং ইসলামের অনুকূল সেগুলোকেও ফিক্বাহতে সংযোজন করতে হবে। এভাবে এ জাতীয় বিষয় যা বিভিন্ন লোকদের রায় ও ক্বিয়াসের মাধ্যমে সঙ্কলিত হয়েছে তাকে আল্লাহর দ্বীন বলা যেতে পারে কি? নাকি এগুলোকে মানুষের সাথে সম্পর্কীত করতে হবে? আপনারা কি সাধারণের সামনে কলম ও যবানের সর্বশক্তি ব্যবহার করে এ ধরণের অদ্ভুত ও বিরল হিকমাত বয়ান করেন, যা শ্রোতারা যথাযথ বিবেকসম্মত মনে করে। অতঃপর বলে উঠে : এই মাসআলাতে খুব নিগূঢ় হিকমাত আছে। অথচ আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

https://www.facebook.com/178945132263517

"আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। আর তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।"[২০]

ইজতিহাদের মর্যাদা বনাম ফিক্বাহর মনগড়া মাসায়েল

ফারান: "ফিক্বহী ইজতিহাদের নিরাপদ সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকাকে নিন্দা করাটা ইলম ও বিবেকের দৈনতার পরিচয় প্রকাশ করে। আর একে শির্ক বলাটা কেবল বাড়াবাড়িই নয় বরং সুস্পষ্ট যুলুম।" (ফারান, পৃ: ৩১)

জবাব: কাযী (বিচারক) কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করে মামলার যে ফায়সালা দেন, ঐ ফায়সালা শরী'আতি আইনের মর্যাদা পায় না। ঐ ফায়সালা তাৎক্ষণিক ও (ক্ষেত্রবিশেষে) জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলা। পক্ষান্তরে ফিক্বাহর মাসআলাকে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দেয়া হয় এবং এভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয় যে, এগুলো আল্লাহ ﷻ'র শরী'আত। সমস্ত মুক্বাল্লিদগণ ঐ সমস্ত মাসআলার উপর আমল করে এবং দলিল হিসাবে সেগুলো উপস্থাপন করে। ঐ মাসআলার আবিষ্কারকগণ কাযী ছিলেন না যে, তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তারা এমন লোক ছিল যে, তারা ছাড়া আর কেউই একাজ করত না। স্বয়ং নিজেকেই প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতেন। অতঃপর এর জবাবগুলোকে নিজের ফিরক্বার শরী'আত (বিধান) হিসাবে গণ্য করতেন। এই জাতীয় নকল আইন ও শরী'আত শিরক নয়তো আর কি বলা যেতে পারে? শির্ককে শির্ক বলাই যদি যুলুম হয়, তবে আল্লাহ

---

২০. সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৮ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

ﷺ–ই হিফাযত করনেওয়ালা। এটা কি রকম ফিক্বহী ইজতিহাদ যে, কিছু হাদীসের মধ্যে আর কিছু ফিক্বাহর মধ্যে। সহীহ হাদীসের বিরোধী মাসায়েলের প্রবর্তন– যা দ্বীনকে বিকৃত করার নিকৃষ্ট উদাহরণ। এতে এমন মাসায়েলও বন্দী হয়েছে যার না মাথা আছে, আর না পা আছে। যেমন – নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী নব্বই বা একশ' বিশ বছর পর্যন্ত স্বামীর জন্য অপেক্ষা করার পর বিবাহ করবে। সতীনের ছেলে যদি নিজের সৎ মায়ের শরীরে হাত লাগায় তবে সে (সৎ মা) তার স্বামীর জন্য হারাম। মেয়ের গায়ে ভুলে হাত লাগলে বিবি হারাম হয়ে যায়। কাপড় জড়িয়ে (সহবাস) করা হলে গোসল ওয়াজিব হয় না। আঙ্গুলে নাজাসাত (নাপাকী) লেগে গেলে তিনবার চাটলে পাক হয়ে যাবে –ইত্যাদি [দ্রঃ বেহেশতী জেওর]। মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী এগুলোই সেই গূঢ় হিকমাত– যা ফিক্বাহর কিতাবে পাওয়া যায়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে শরী'আতের অনেক হারাম করা জিনিস বিকৃতির মাধ্যমে হালাল করা হয়েছে। যেমন– ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা হাদীসে জায়েয নাই। কিন্তু গ্রামের লোকদের জন্য সেটা জায়েয করা হয়েছে (অথচ এটা সুস্পষ্ট বিকৃতি)। শুধু এখানেই থেমে নেই, বরং শহরবাসীদের জন্য হীলার (কৌশলের) মাধ্যমে জায়েয করেছে। সেটা হল, শহরবাসী যদি নিজ কুরবানীর পশু শহরের বাইরে নিয়ে যবেহ করে এবং পুনরায় ঈদগাহে চলে আসে (হিদায়াহ)। এটা কি ধরণে ফিক্বহী ইজতিহাদ– যার মাধ্যমে আপনি মুক্তি পেতে পারেন? এটা কি শরী'আতের বিকৃতি নয়? এটা কি শরী'আত নিয়ে জালিয়াতি নয়? যদি শরী'আত আল্লাহরই হয় তবে, শরী'আত নিয়ে জালিয়াতি কি শিরক নয়? আল্লাহ ﷻ বলেনঃ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ "আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনি শরী'আত বানিয়েছেন।" [সূরা শূরা ঃ ১৩ আয়াত]

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদ এবং আল্লাহর অলী

ফারানঃ এই জাতীয় মুর্খতাসুলভ আক্বীদা রেখে অভিযোগকারী নিজের দ্বীন ও ঈমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। হাজারো অলী–আল্লাহগণ যারা কোন না কোন ফিক্বহী মাযহাবের সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত ছিলেন, তাক্বলীদের কারণে কি তাদেরকে হিন্দু সাধুদের কাতারে গণ্য করা যায়? তাক্বলীদ কি মুসলমানকে (মুসলিমকে) দ্বীন থেকে বের করে দেয়, এটা কি ধরণের চিন্তা? কি ধরণের মেজাজ? কি ধরণের বিশ্লেষণ–, তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ। (ফারান, পৃঃ ৩১)

জবাবঃ যখন তাক্বলীদই শির্ক, তখন মুক্বাল্লিদ আল্লাহর অলী হতে পারে না। তবে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা তাক্বলীদকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তারা ঐ তাক্বলীদকেই কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন এবং তাদের কিতাবসমূহে খণ্ডন লিপিবদ্ধ করেছেন। মুক্বাল্লিদগণ এটা কি কখনো চেয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি তাক্বলীদের গন্ডি থেকে বাইরে থাকুক। যিনি মুক্বাল্লিদ ছিলেন না তাকেও তারা মুক্বাল্লিদ হিসাবে গণ্য করেন।

(চিঠির বিষয়বস্তু শেষ হল)

অতপর মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী সাহেব আলোচ্য চিঠির জবাবে "তাক্বলীদ কিয়া হে" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যা মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব নিজের মাসিক পত্রিকা "ফারান, মে, ১৯৬৫ ঈসায়ীতে প্রকাশ করেন। জনাব আব্দুস সামাদ খাঁ প্রবন্ধটি মাস'উদ আহমাদ সাহেবের খিদমতে পেশ করেন। তিনি অনুরোধ করেনঃ

"মাস'উদ আহমাদ সাহেব যেন তাঁর প্রতি সপ্তাহের দারসে হাদীসে এই প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন। তাছাড়া তাক্বী উসমানী সাহেবের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে সেগুলোর সমাধান দিলে খুবই উপকৃত হব।"

https://www.facebook.com/178945132263517

জনাব মাস'উদ আহমাদ সাহেব এই অনুরোধ ক্বুবুলের প্রেক্ষিতে দারসে হাদীসের ধারাবাহিক দশটি বৈঠকে অত্যন্ত বিস্তৃত ও শক্তিশালী দলীলের সাহায্যে আলোচনা করেন। তিনি যা কিছু আলোচনা করেছিলেন তা রেকর্ড (বাণীবদ্ধ) করা হয়, যা এখন সর্বসাধারণে সুবিধার জন্য রেকর্ড থেকে লিখে প্রকাশিত হল। আনন্দের বিষয় হল, সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিগণ এটা পাঠ করে নিজেদেরকে সহীহ রাস্তার আমলের ব্যাপারে নিশ্চিত হন, ফালিল্লাহিল হামদ। এই আলোচনায় তাক্বী উসমানী সাহেবের কথার উদ্ধৃতিকে **"ভুল ধারণা"** শিরোনাম এবং "মাস'উদ আহমাদের জবাবকে **'সংশোধন'** শিরোনামে উল্লেখ করা হল।

জ্ঞাতব্য– ১ ঃ এই কিতাবের মধ্যে যেখানে আল্লাহর বদলে 'খোদা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– তা আমাদের তরফ থেকে নয়। বরং যে কিতাব বা প্রবন্ধ থেকে আমরা বর্ণনাগুলোকে উদ্ধৃতি দিয়েছি– তাতে ঐভাবে ছিল। আমি তো কেবল নকল করেছি। আমাদের মতে 'আল্লাহ' শব্দটি ইস্‌মে যাত। এর কোন তরজমা হতে পারে না। তাছাড়া 'খোদা' শব্দটি আল্লাহর পরিপূরকও নয়। কেননা, পারসিকদের আক্বীদার মধ্যে দু'টি খোদা রয়েছে। একটি 'ভাল'র খোদা, অন্যটি মন্দের খোদা। যদিও উভয় খোদাই ত্রুটিযুক্ত– আর আল্লাহ ﷻ'র সত্তা ত্রুটি থেকে মুক্ত। সুতরাং আল্লাহর ক্ষেত্রে 'খোদা' শব্দের ব্যবহার সহীহ নয়।

জ্ঞাতব্য– ২ ঃ কিছু দিন হয় তাক্বী উসমানী সাহেবের নিজের লেখা "তাক্বলীদ কিয়া হে" বইটি প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটির নাম দিয়েছেন "তাক্বলীদ কি শর'য়ী হাইসিয়াত'।[২১] এই কিতাবটিতে কিছু বর্ণনা বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের কিতাবের মধ্যে যেসব অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে একটি অভিযোগের জবাব ছাড়া অন্যগুলোর জবাব দেবার ব্যাপারে চেষ্টাটুকুও করেন নাই। এর অর্থ হল, বাকী সমস্ত অভিযোগ তিনি মেনে নিয়েছেন। তাক্বী সাহেবের ঐ কিতাবের জবাব দানে মাস'উদ আহমাদ তৈরী ছিলেন। যা এখন প্রকাশিত হয়েছে, ফালিল্লাহিল হামদ।

২১. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত, তাক্বী উসমানী সাহেব লিখিত "মাযহাব কি ও কেন" এর প্রথমাংশ।

https://www.facebook.com/178945132263517

মাযহাব ও তাক্বলীদ

الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به من شُرُورِ أنفُسنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه. اَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْث كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْهَدْى هَدْىُ مُحَمَّد ﷺ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحدثاتُهَا وَكُلُّ مُحْدثة بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَة فِي النَّارِ — اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَّعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلى آلِ إبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى آلِ إبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

এক ব্যক্তি আমাকে 'মাসিক ফারান' মে–১৯৬৫ সংখ্যাটি দেয়। যেখানে মৌলভী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী সাহেবের "তাক্বলীদ কিয়া হে" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার আকাঙ্ক্ষা, আমি যেন প্রবন্ধটির বিশ্লেষণমূলক জবাব দিই।

এই প্রবন্ধে মুহাম্মাদ তাক্বী সাহেবের যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশিত হয়। ঐ ভুল-ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমি আজ সেগুলোর বিশ্লেষণ শুরু করছিঃ

'তাক্বলীদ' শব্দটি নিয়ে সংশয়

<u>ভুল ধারণা– ১ ঃ</u> তাক্বী উসমানী সাহেব লিখেছেন ঃ আমাদের জন্য এটা নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব যে, যে বিষয়কে আজ আমরা তাক্বলীদের নামে চিহ্নিত করছি, এটাকে সর্বপ্রথম কোন আলেম 'তাক্বলীদ' হিসাবে ব্যবহার করেছেন!? কিন্তু একথা আমরা নিশ্চিতভাবে অবশ্যই বলতে পারি, এই শব্দটির কারণে যে ভুল ধারণার উৎপত্তি হয়েছে– যদি এর 'ইলম শুরু থেকে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে এ সমস্ত ব্যক্তিরা কখনই এর নাম 'তাক্বলীদ' রাখতেন না। (ফারান মে'–১৯৬৫, পৃঃ ১১)

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ আলোচ্য উদ্ধৃতি থেকে দু'টি বিষয় পাওয়া যায়।

১) 'তাক্বলীদ' শব্দটি আবিষ্কারকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

২) 'তাক্বলীদ' শব্দটির ব্যবহারের কারণেই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম অংশটির ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। অবশ্য দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বক্তব্য হল, 'তাক্বলীদ' শব্দটির থেকে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় নি, বরং এর বৈশিষ্ট্য ও পরিণতির কারণেই একে খারাপ ভাবা হয়।

ভুল ধারণা– ২ঃ তাক্বলীদের অর্থ কোন গোলামকে গলাবন্ধ পড়ানো। যদি এর শাব্দিক অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, তবে নিঃসন্দেহে মুজতাহিদ বা ফক্বীহর তাক্বলীদ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণাই উপস্থাপিত হয় ....। এটা কখনই জরুরী নয় যে, আভিধানিকভাবে কোন শব্দের যে অর্থ লেখা হয় পারিভাষিক দিক থেকেও সেই অর্থই নিতে হবে। সম্ভবতঃ এটাই সেই সূক্ষ্ম দিক যার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় তাক্বলীদের ব্যাপারে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ব্যক্তি এটাকে শিরকের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন। আর এভাবেই মতামতের এক বিশাল পাহাড় দাড় করানো হয়েছে। (ফারান, ১১ পৃঃ)

সংশোধনঃ উল্লিখিত বর্ণনা থেকে তিনটি বিষয় বুঝা যায় :

১) তাক্বলীদের আভিধানিক অর্থই – ভুল ধারণা সৃষ্টির কারণ।

২) এই ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে একে 'শির্ক'–ও বলা হয়ে থাকে।

৩) 'তাক্বলীদের' পারিভাষিক অর্থ এই ভুল ধারণা থেকে মুক্ত। একারণে পারিভাষিক মর্মানুযায়ী একে শির্কের মধ্যে গণ্য করা যায় না।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির ভুলটি হল, তাক্বলীদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এক নয়। অথচ এ দুয়ের মধ্যে কোনই ফারাক্ব নেই। তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ শুনুন :

https://www.facebook.com/178945132263517

التقليد اتباع الانسان غيْره فيما يقول أو يفعل معتقدا الْحقيقة فيه من غيْر نظرٍ وتأملٍ فى الدّليل كأن هٰذا الْمتبع جعل قول الغيْر أو فعله قلادةً فى عنقه من غيْر مطالبة الدّليل — [حاشيهٔ حسامى]

"তাক্বলীদ হল কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে যাচায়-বাছায় ছাড়া অনুসরণযোগ্য দলিল মনে করে এবং এটা আক্বীদা (বিশ্বাস) রাখে যে, সে যা কিছু বলে বা করে তাই হক্ব (সঠিক)। কেননা ঐ মুক্বাল্লিদ (অন্ধ-অনুসারী) ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কথা ও কাজকে নিজের গলাবন্ধ (লাগাম) হিসাবে গলায় পড়ে নিয়েছে এবং এখন ঐ দলিল প্রমাণের দাবী করতে পারে না।" (হাশিয়াহ হুসামী)

এই সঙ্গা প্রদানের পর এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ এবং আভিধানিক অর্থ একই। সুতরাং যে ভুল ধারণা এর শাব্দিক অর্থে রয়েছে, সেই একই অর্থ এর পারিভাষিক অর্থেও প্রকাশ পায়। শেষাবধি এটাই সুস্পষ্ট হল, যদি আভিধানিক অর্থে তাক্বলীদ শিরকের মধ্যে দাখিল হয়ে থাকে তবে পারিভাষিক অর্থেও এটা শিরকের মধ্যে দাখিল হবে। এখন বলুন – আমাদের ধারণা ঠিক ছিল না ভুল ছিল?

এবার ফিক্বাহর সঙ্গা শুনুন: معرفة النفس مالَها وما عليها "মানুষের আবশ্যকীয় কর্তব্যের মা'রিফাতকেই ফিক্বাহ বলে।" (তাওযীহ তালবীহ পৃ:১)

فالْمعرفة ادراك الْجزئيات عن دليل فخرج التقليد

"দলীলের সাথে খুঁটিনাটি ও ব্যাপক জ্ঞানই মা'রিফাত – সুতরাং এর দ্বারা তাক্বলীদ খারিজ হয়।" (তাওযীহ তালবীহ পৃ:১১)

উসূলে ফিক্বাহর আলোচ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, মুক্বাল্লিদ ফক্বীহ হতে পারে না। তার দলিল তথা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে 'ইলম থাকে না। আরো সুস্পষ্ট হবার জন্য উসূলে ফিক্বাহ থেকে নিচে উদ্ধৃতি দিলাম :

لا يقال على الْمقلّد لتقصيره عن الطاقة

"মুক্বাল্লিদকে ফক্বীহ বলা যেতে পারে না। কেননা, তার দলিল–প্রমাণ চেনার ক্ষমতা নেই।" (তাওযীহ তালবীহ পৃ:৩)

এ সম্পর্কে হাদীস শুনুন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের ফক্বীহ বানিয়ে দেন।"[২২]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, 'ফিক্বহ' একটি উত্তম জিনিস। মুক্বাল্লিদ ফক্বীহ নন। এ কারণে সে উত্তম বিষয় হতে বঞ্চিত।

শিক্ষণীয় দিক: উপরোক্ত আলোচনা থেকে তাক্বলীদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণাগুলো পাওয়া যায়:

১. (তাক্বলীদ হল) কোন মানুষের পূর্ণাঙ্গ গোলামী ও আনুগত্য (অথচ তা কেবল আল্লাহ ﷻ'র হক্ব)।
২. আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া। (অথচ এর অর্থ হল, উত্তম বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়া।)
৩. জাহেলিয়াত ও শিরক।

এখন তাক্বলীদের নাম আপনারা যাকিছুই রাখেন না কেন– যদি এর দাবী একই হয়, তবে আমাদের অভিযোগ একই ভাবে অব্যাহত থাকবে। তাক্বী সাহেবের নিম্নোক্ত আলোচনা আমাদের পক্ষ সমর্থন করে:

"একথা কোন মুসলিমই অস্বীকার করতে পারে না যে, দ্বীনের প্রকৃত দাবী হল– শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা যাবে। এছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য এই জন্য করা ওয়াজিব যে, নবী নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমের ব্যাখ্যা করেছেন। কোন জিনিস হালাল আর কোন জিনিস হারাম? কি জায়েয এবং কি নাজায়েয? এ সমস্ত বিষয়ের আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহ ও রসূলের জন্য সুনির্দিষ্ট। আর যে রসূল ﷺ ছাড়া অন্য কারো ইতা'আত (আনুগত্য) করার কথা বলে এবং তাকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণীয় হিসাবে গণ্য করে সে নির্ঘাত ইসলামের গন্ডী থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং সমস্ত মুসলমানের জন্য এটা জরুরী যে, তারা কুরআন ও সুন্নাতের আহকামের অনুসরণ করবে।" (ফারান, পৃ: ১১)[২৩]

---

২২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদাদিয়া) ২/১৯০ নং।

২৩ আমরা তাক্বী উসমানী সাহেবের বক্তব্যের শাব্দিক তরজমা করেছি। বইটির বাংলা অনুবাদক মূলভাবে অনুবাদ করেছেন। তাঁর চমৎকার ভাবানুবাদটি হল ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বী সাহেবের আলোচ্য বর্ণনার সাথে সাথে তাক্বলীদের পারিভাষিক ব্যাখ্যাও পাঠ করুন। এই পরিভাষা থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, মুক্বাল্লিদ নিজের ইমামকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণীয় হিসাবে গণ্য করে, আর এটাই শিরক।

আরো বিস্তারিত শুনুন:

اما الْمقلد فالدليل عنده قول مُجتهد فالْمقلّد يقول هذا الْحكم عندى لأنه أدّى اليه رأى أبى حنيفة وكلّ ما أدّى اليه رأيه فهو دافع عندى

"মুক্বাল্লিদদের জন্য মুজতাহিদের কথাই দলিল। এজন্যে মুক্বাল্লিদ বলে যে, আমার কাছে এটাই হুকুম। কেননা আবূ হানিফার رحمه الله রায় আমার পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর তাঁর রায়ের যে হুকুম আমার পর্যন্ত পৌঁছেছে সেটাই আমার কাছে মৌলিক।" (তাওযীহুত তালবীহ)

শর'য়ী হুকুম সেটাই– যা আল্লাহ ﷻ হুকুম করেছেন। কোন মুজতাহিদের রায় আল্লাহর হুকুম হতে পারে না। সেজন্য তার রায়কে শর'য়ী হুকুম মনে করা ও তার উপর আমল করা "শির্‌ক ফিল হুকুম"-এর মধ্যে গণ্য নয় তো আর কি? বর্ণিত উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুক্বাল্লিদ নিজের ইমামকে নির্দিষ্টভাবে অনুসরণীয় গণ্য করে। যদিও ঐ

"মুসলিম হিসাবে আমাদের অন্তরে এ নিষ্কম্প বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে লা-শারীক আল্লাহর একক ও নিরংকুশ আনুগত্যই হলো ইসলামের মূল কথা– তাওহীদের সারনির্যাস। এমন কি স্বয়ং নবী ﷺ-এর আনুগত্যও এজন্য অপরিহার্য যে, আসমানী ওয়াহীর তিনি সর্বশেষ অবতরণ ক্ষেত্র এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি 'আচরণ ও উচ্চারণ' শরী'আত ইলাহীয়ারই প্রতিবিম্ব। সুতরাং দ্বীন ও শরী'আতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ ও রসূলেরই আনুগত্য করে যেতে হবে সমর্পিতচিত্তে; ইখলাস ও একনিষ্ঠার সাথে। তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এ আনুগত্যের সামান্যতম হক্বদার মনে করারই অপর নাম হলো শিরক। অন্য কথায় হালাল–হারামসহ শরী'আতের যাবতীয় আহকাম ও বিধি–বিধানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহই হলো মাপকাঠি। আর এ দু'য়ের একক আনুগত্যই হলো ঈমান ও তাওহীদের দাবী। এ বিষয়ে ভিন্নমতের কোনও অবকাশ নেই।" [মাযহাব কি ও কেন? অনুবাদঃ আবূ তাহের মেসবাহ (ঢাকা: মুহাম্মাদী লাইব্রেরী, তারিখ বিহীন, পৃ: ১১]

https://www.facebook.com/178945132263517

সমস্ত হুকুম নীতিগত দিক থেকে আল্লাহর হুকুমের অনুকূল বা প্রতিকূল কিংবা অতিরঞ্জিত হয়– মুক্বাল্লিদ সবগুলোকেই সহীহ মনে করে। সুতরাং তাক্বী সাহেবের কথানুযায়ী "সে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেল।" (ফারান, পৃঃ ১১)

ভুল ধারণা– ৩ ঃ আমি আমার বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে থাকলে একথা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, কোন ইমাম বা মুজতাহিদের তাক্বলীদ শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে– যখন কুরআন ও সুন্নাতের কোন হুকুম বুঝার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা, দ্ব্যর্তবোধকতা অথবা বৈপরিত্যের কারণে কোন সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। আর কুরআন ও সুন্নাতের যে সমস্ত আহকামের মধ্যে কোন সংক্ষিপ্ততা, দ্ব্যর্থবোধকতা অথবা কোন রকম জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদের তাক্বলীদের প্রয়োজন নেই। (ফারান, পৃঃ ১৩)[২৪]

সংশোধনঃ যদি সুস্পষ্ট আহকামে তাক্বলীদের প্রয়োজন না থাকে তবে এটা বলুন– একজন সাধারণ মানুষ ঐ আহকাম কিভাবে বুঝবে? এখন যদি সে কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করে, আর যদি এই জিজ্ঞাসা করাটা তাক্বলীদ না হয়ে থাকে– তবে কোন অস্পষ্ট হুকুমেরও জিজ্ঞাসা করাটাও তাক্বলীদ হবে না। যদি এটা তাক্বলীদ হয়, তবে তার এই জিজ্ঞাসাটা কোন (জীবিত) আলেমের প্রতি ছিল, না কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি ছিল? তাছাড়া এটা তো তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানো, কখনই স্থায়ী দাবী পূরণের জন্য এমনটি করা হয় না। অথচ আপনাদের তাক্বলীদ স্থায়ীভাবেই প্রতিষ্ঠিত।[২৫]

---

২৪ বইটির বাংলা অনুবাদকের অনুবাদ ঃ "আমি আমার বক্তব্য পরিবেশনে ভুল না করে থাকলে এটা নিশ্চয় প্রমাণিত হয়েছে, দ্ব্যর্থতা, সংক্ষিপ্ততা কিংবা দৃশ্যতঃ বৈপরিত্যের কারণে কুরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিলেই শুধু ইমাম ও মুজতাহিদের তাক্বলীদ প্রয়োজন। পক্ষান্তরে সহজ ও সাধারণ আহকামের ক্ষেত্রে তাক্বলীদের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।" [মাযহাব কি ও কেন ? পৃ : ১৫]

দলীলের দুর্বলতা ও ভুল সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাক্বলীদের কারণে মাযহাবী আলেমগণও ফিরে আসেন না। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ কর্তৃক জীবিত

https://www.facebook.com/178945132263517

যদি অস্পষ্ট আহকামে তাক্বলীদ জরুরী হয় তবে এর অর্থ হল মুক্বাল্লিদ কোন মুজতাহিদের রায়কে গ্রহণ করতে পারবে। যার ফলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে গায়রুল্লাহর রায়ও শামিল হয়ে যাবে। আর এটাই 'শিরক ফিল হুকুম'। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

"অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।"[২৬]

অথচ তাক্বী সাহেব বলেছেন, কোন আহকাম অস্পষ্ট যার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যার অর্থ হল, আল্লাহ যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা পূরণ করেন নি। এটা কি সঠিক?

এ পর্যায়ে তাক্বী সাহেব কিছু অস্পষ্ট আহকামের উদাহরণ দিয়েছেন। এ আহকাম উপস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল– এগুলো অস্পষ্ট আহকাম তাই এর ব্যাখ্যার জন্য তাক্বলীদ জরুরী। এই আহকামগুলো পর্যায়ক্রমে নিচে বর্ণিত হলঃ

আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করার বিষয়টি –এককভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ আলেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এ কারণে আলেমকে জিজ্ঞাসা করা ও মৃত ইমামের তাক্বলীদের উপর দৃঢ় থাকা দু'টি বিষয় এক নয়। যা কেবল মাযহাবী বা মুক্বাল্লিদ আলেমরাই সাধারণ মানুষকে বুঝাচ্ছেন এমনটি নয়। ইদানিং অনেক সালাফী আলেম যারা আরব বিশ্ব থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছেন– তারাও একইভাবে তাক্বলীদের পক্ষে ভুল উপস্থাপনা করে যাচ্ছেন। (অনুবাদক)

[২৬]. সূরা ক্বিয়ামাহ ঃ ১৯ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপিত আয়াতের বিশ্লেষণ

'কুরূ' শব্দের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি

ভুল ধারণা– ৪ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেন, কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"যে নারীদেরকে তালাক্ব দিয়েছো তারা তিন কুরূ' শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।"[২৭]

এখানে তালাক্বপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যে 'তিন কুরূ' –শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরূ'-এর আরবী অর্থ 'হায়েয' ও 'তুহর' (পবিত্রতা) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। যদি প্রথমটি অর্থ হিসাবে নেয়া হয় তবে আয়াতের অর্থ হবে, তালাক্বপ্রাপ্তার ইদ্দত (সময়সীমা) তিনটি ঋতুস্রাব (মাসিক)। আর যদি অন্যটির অর্থ নেয়া হয়, তবে তা তিনটি পবিত্র অবস্থা নির্দিষ্ট করে। এ অবস্থায় আমাদের জন্য এতটাই জটিলতার সৃষ্টি করে যে, আমরা এই দু'টি অর্থের কোনটির উপর আমল করব? (ফারান, পৃঃ ১২)

সংশোধনঃ যদি তাক্বী সাহেবের কথাকে সহীহ হিসাবে মেনে নিই, তবে তো প্রমাণিত হয় দ্বীনের মধ্যে খুবই জটিলতা রয়েছে। আর আল্লাহ ﷻ সেগুলো পরিষ্কারভাবে সমাধান না দিয়ে গায়রুল্লাহর উপর এর সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

এই জটিল বিধান যদি ফরয হয়ে থাকে, তবে কি এর সমাধান আল্লাহ ﷻ'র অহীতে নেই? হাঁ, অবশ্যই আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّى فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِى ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ

---

২৭. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২২৮ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

"(হে মুসলিম নারীগণ!) যখন তোমাদের কুরূ' আসে তখন সালাত আদায় করো না। আর যখন কুরূ' চলে যায় তখন গোসল কর এবং পূনরায় এক কুরূ' থেকে অন্য কুরূ'র মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে থাক।"[২৮]

আসল কথা হল, কুরূ'–এর ব্যাখ্যা স্বয়ং হাদীসে মজুদ আছে। অর্থাৎ কুরূ' অর্থ হায়েয। আর এটাতো হানাফীদের পক্ষাবলম্বন করে।

[সংযোজন: "সালাফগণ কুরূ'র দু'টি অর্থই গ্রহণ করেছেন। এ কারণে দু'টি অর্থই গ্রহণযোগ্য।"[২৯] আল্লাহ ﷻ বলেন: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "তাদেরকে ইদ্দাতের মধ্যে তালাক্ব দাও।" (সূরা তালাক ঃ ১ আয়াত) এখানে لعدتهن শব্দে লাম তাওক্বীত (لام توقيت)এর জন্য। অর্থাৎ لأول অথবা لاستقبال عدتهن (ইদ্দাতের শুরুতে) তালাক্ব দাও .... অর্থাৎ যখন স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তার সাথে সহবাস না হওয়া অবস্থায় তালাক্ব দাও। .... পবিত্রাবস্থা ঐ ইদ্দাতের প্রারম্ভিক অবস্থা।[৩০]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, তালাক্ব দিতে কুরূ' শব্দের ব্যবহার হায়েয ও তুহর দু'টি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে তালাক্বদাতা সুন্নাতপন্থায় তালাক্ব দেবার ইচ্ছা করলে– তার স্ত্রীকে (সূরা তালাক্ব অনুযায়ী) তুহরের (পবিত্রাবস্থার) প্রথম দিনেই তালাক দিবে যখন সে হায়েয (ঋতুস্রাব) থেকে পবিত্র হয়েছে। এই তুহরে সে স্ত্রীর সাথে মিলবে না এবং (সূরা বাক্বারাহ অনুযায়ী) পরবর্তী হায়েয সম্পূর্ণ শেষ হওয়া এক একটি কুরূ' হিসাবে গণ্য হবে। ফলে শাব্দিক ভাবে কুরূ' শব্দটির অর্থ (হায়েয না তুহর/পবিত্রাবস্থা) নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বলে মাযহাবীগণ যুক্তি দেখান তার নিরসণ হয়। –অনুবাদক]

---

২৮. **সহীহ:** আবূ দাউদ– কিতাবুত তাহারাত باب فِى الْمَرْأَةُ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ فِى عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ, তাফসীরে ইবনে কাসির আলোচ্য আয়াতে তাফসীর দ্রষ্টব্য: নাসবুর রায়াহ ১/২০১-০২ পৃ:; নাসবুর রায়াতে এ ধরণের কয়েকটি হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলা হয়েছে– বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৮০]

২৯. তাফসীরে ইবনে কাসির, ফতহুল ক্বাদীর সূত্রে : সালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাফসীরে কুরআনে কারীম উর্দূ তরজমা ও তাফসীর (মাদীনা মুনাওওয়ারাহ, বাদশাহ ফাহদ কুরআনে কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৭ হি:) পৃ: ৯৩।

৩০. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাফসীরে কুরআনে কারীম– সূরা তালাক্বের ১ আয়াতের টিকা দ্রঃ।

https://www.facebook.com/178945132263517

বর্গা চাষের হাদীস নিয়ে সংশয় নিরসন

ভুল ধারণা– ৫ ঃ একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ لَم يترك الْمخابرة فليأذن بحَرْب من الله ورسوله

"বর্গা ব্যবস্থা যে পরিহার করে না তার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ।" (আবূ দাউদ)[৩১]

এখানে বর্গাপ্রথাকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বর্গাচাষের অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। হাদীসটি এ বিষয়ে নিরব রয়েছে যে, বর্গাপ্রথার কোন পদ্ধতিটি নিষিদ্ধ?

সংশোধন: হাদীসে তো সুস্পষ্টভাবে এই বিষয়টি রয়েছে যে, কোন পদ্ধতির বর্গাচাষ হারাম এবং কোনটি হালাল। যদি তাক্বলীদের কারণে সেটা আপনাদের চোখে না আসে তবে তা ভিন্ন বিষয়।

১) রাফে' বিন খাদিজ ﷺ বলেছেন:

كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا

"আমরা যমিনকে এই শর্তে ভাড়া দিতাম যে, এই অংশে উৎপন্ন ফসল আমার এবং ঐ অংশে উৎপন্ন ফসল জমি চাষকারীর। ফলে কখনো এই অংশে ফসল উৎপন্ন হত আবার কখনো হত না। এ কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ এই জাতীয় বন্টনকে নিষেধ করলেন, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে ভাড়া

---

৩১. মূলত আবূ দাউদের (কিতাবুল বুয়ূ'– باب فى الْمُخَابَرَة) বর্ণনাটি হল: مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ; আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৩৪০৮) তবে তাহাবী তাঁর 'মা'আনিল আসারে' (৪/১০৭) ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন থেকে অনুরূপ মর্মে হাদীস এনেছেন। হাকিম (২/৮৬) এটিকে সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন। [শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, তাহক্বীক্বকৃত উর্দূ আবূ দাউদ (দারুস সালাম) ৩/৩৪০৬ নং হাদীসের টিকা]

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রদান নিষেধ করেন নাই।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম– শব্দগুলো সহীহ মুসলিমের)[৩২]

কেননা প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে কোন একপক্ষের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকত। এ কারণে ঐ জাতীয় পদ্ধতি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে অথবা উৎপাদনকারীকে (উৎপাদিত ফসলের) কোন অংশের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া নিষেধ করেন নাই।

[সংযোজনঃ মূলত অর্থের বিনিময় বা উৎপাদিত ফসলের অংশের বিষয়টিও ফসল উৎপাদনের সাথেই সম্পৃক্ত। ফসল যদি ঐ জমিতে উৎপাদিতই না হয় বা ধ্বংস হয়ে যায়– সেক্ষেত্রেও ভাড়া হিসাবে নির্ধারিত আর্থিক মূল্য অথবা সুনির্দিষ্টভাবে ফসলের অংশবিশেষ নেয়াটা হাদীসের প্রথমাংশের দাবীনুযায়ী সুদ হবে। তাছাড়া রাফে' বিন খাদিজ ﷺ বর্ণিত হাদীসগুলোতে স্বর্ণ, রৌপ্য বা অর্থের বিনিময়ে বর্গাচাষের নিষেধাজ্ঞাও বর্ণিত হয়েছে। [দ্রঃ নাসায়ী শরীফ(ইফা) ৪/৩৯১৪] বর্গা চাষ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণগুলো পরবর্তী ২ ও ৩ নং হাদীস দ্বারা আরো সুস্পষ্ট হয়। –অনুবাদক।]

২) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

"কিন্তু যখন ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ ও স্পষ্ট করে নেবে তখন জমি ভাড়া দেয়াতে কোন গোনাহ নেই।" [সহীহ মুসলিম– কিতাবুল বুয়ূ' باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]

[সংযোজনঃ ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ ও স্পষ্ট করার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

ক) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"যে কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, তাকে নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওজনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করবে।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম][৩৩]

---

৩২ এই হাদীসটি থেকে বুঝা গেল, ফসল উৎপাদনকে শর্ত করাটাও এক প্রকার কিরা' (كِرَاء) বা ভাড়া। আবার শর্ত সাপেক্ষে (ওজন বা পরিমাণ এবং সময়সীমা নির্ধারণ করে) বাগানের ফলের অগ্রিম বিক্রয়ও বৈধ। সুতরাং ফল-ফসল অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় এবং জমির ভাড়ার বিধান দু'টি পরস্পরের পরিপূরক। (অনুবাদক)

৩৩ সহীহঃ মিশকাত (এমদা) ৬/২৭৫৮ নং।

https://www.facebook.com/178945132263517

পূর্ববর্তী ২ নং দ্বারা জমি ভাড়ার স্পষ্টতা এবং আলোচ্য 'ক' নং দ্বারা বাগানের ফলের অগ্রিম বিক্রয়ের লেনদেনের স্পষ্টতা থেকে তাদের মধ্যে শর্তগত সাদৃশ্যতা পাওয়া গেল। কেননা যদি কোন জমি একবছরের জন্য ভাড়া দেয়ার ছয় মাস পর কোন প্রাকৃতিক কারণে নদী গতিপথ পরিবর্তন করে জমিটির উপর দিয়ে চলে যায়, বা নদীর ভাঙনের কারণে, বা জমিটি বন্যায় নিমজ্জিত হয়– তখন কিভাবে ঐ জমির পরবর্তী ছয় মাসের ভাড়া বৈধতা পাবে?

খ) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

"আল্লাহর সৃষ্ট মড়কে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলিম ভাই হতে কিসের বিনিময়ে টাকা আদায় করবে।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম][৩৪]

এই শর্তটি অগ্রিম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে সেটা যেভাবে ইনসাফের হয়, তেমনি জমি ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ইনসাফের হয়। যদি একটি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং অন্যটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়– তাহলে কি উভয় লেনদেনকেই ইনসাফ বলা যাবে? কক্ষণো না। কেননা উভয় লেনদেনের সংশ্লিষ্টদের মধ্যকার লাভ-ক্ষতির চূড়ান্ত ফলাফল একই।

গ) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

نَهَى رسول الله ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আহরণের পূর্বে যা বিনষ্ট হয় তার মূল্য কর্তন করতে।" [সহীহ মুসলিম][৩৫]

রসূলুল্লাহ ﷺ যে কারণে কয়েক বছরের অগ্রিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন সেই কারণটি ভাড়া জমির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। উপরোক্ত শর্তগুলো আরোপের কারণ হল, যে কোন একটি পক্ষ যেন একতরফা লাভ বা ক্ষতির শিকার না হয়। আর এটিই হল ইসলামী লেনদেনের একটি মূলনীতি। যা লঙ্ঘণ করা প্রকারান্তরে সুদের লেনদেনকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

যদি জমি ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালাগুলো একইভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে জমিতে ফসল না হলে কি জমির ভাড়াগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না? লক্ষণীয়, জমি বর্গার ১নং হাদীসটিতে ভাড়ার ক্ষেত্রে নবী ﷺ যা নিষেধ করেছেন তা হল: জমির একাংশের উৎপন্নের বিনিময়ে জমির অন্য অংশে চাষাবাদ করা। এক্ষেত্রে কোন

---

৩৪. সহীহ: মিশকাত (এমদা) ৬/২৭১৬ নং।

৩৫. সহীহ: মিশকাত (এমদা) ৬/২৭১৭ নং।

https://www.facebook.com/178945132263517

একপক্ষের নির্ধারিত অংশে অনেক সময় ফসল না হলে সেই পক্ষ সম্পূর্ণরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হত। এ কারণেই নবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন। এ পর্যায়ে অর্থের বা সোনা-রূপার বিনিময়ে যদি জমির মালিকের জন্য ভাড়ার অর্থ নিশ্চিত করা হয় এবং কৃষকের উৎপাদন শূন্য হয়, তাহলে কিভাবে ঐ ভাড়ার অর্থ জায়েয হবে? অথচ অগ্রিম বাগানের ফল ক্রেতা বা বিক্রেতাকে তাদের ক্রয় বা বিক্রয়ের বেশী বা কম ফল উৎপাদিত হলে বা কিছুই না হলে নবী ﷺ বিষয়টি পূর্বোক্ত (খ ও গ নং) হাদীসগুলোর নীতিমালা দ্বারা সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। জমি ভাড়া ও বাগানের ফল বিক্রির পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্যতাই একটি অপরটির ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে।[৩৬] সুতরাং এ পর্যায়ে জমি ভাড়ার সহীহ মুসলিমের পূর্বোক্ত ২নং হাদীসের নীতিমালাও সেটাই যা অগ্রিম বাগানের ফসল সম্পর্কে পূর্বের ক, খ ও গ-এ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইয়াহুদীদের খায়বার সম্পর্কীত সামনে বর্ণিত ৩নং হাদীসটিও প্রমাণ করে বর্গা চাষের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে। এমনকি স্বয়ং ইয়াহুদীগণও নবী ﷺ এর জমি চাষের আধাআধি পদ্ধতি এবং তা আদায় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল তা হল:هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ . "এটাই হক্ব, আর এ কারণেই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে।"[৩৭] তাছাড়া অগ্রিম বাগানের ফসল সংক্রান্ত হাদীসগুলো সুস্পষ্ট করে, ব্যবসায়ীক পণ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়পক্ষের লাভ ও ক্ষতিকে মূল্যায়ন করতে হবে। যদি বাকীতে ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি করা হয় তবে অবশ্যই বাকীদাতা বাকীগ্রহীতা ববসায়ী বক্তির লাভ ও ক্ষতিকে মূল্যায়ন করবেন। কেবল পণ্য বাকীতে দিয়ে লাভ-ক্ষতির অংশ শরীক না হয়ে সর্ম্পূণ বিক্রয়ের টাকা দাবী করাটা প্রকারান্তরে টাকা ঋণ দিয়ে ঋণের অতিরিক্ত টাকা আদায় করার মতই একই ধরণের সুদ হিসাবে গণ্য।[৩৮] এভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীকে দেয়া পণ্য বিক্রির নামে সুদকে মুনাফা বলে হালাল গণ্য করছে। অথচ একজন ব্যবসায়ী লাভ-লোকসানের অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে। এ পর্যায়ে ব্যবসায়ীকে দেয়া ঋণ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বণ্টন না করে ঋণ দেয়া পণ্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত নির্ধারিত আয়ই সুদ। পণ্য ঋণ দেয়ার কারণে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হবে মুনাফা, আর টাকার ঋণের অতিরিক্ত আদায়কে বলা হবে সুদ -এমন ধারণা ইসলামে নেই। বরং যে কোন ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা- তা

---

৩৬. "নগদ টাকায় জমি লাগানো" এবং "নগদ মূল্যে জমি লাগানো নিষিদ্ধ" সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালাল হারামের বিধান (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, আগষ্ট'২০১০) পৃ: ৩৮৬-৯২ পৃ:।

৩৭. হাসান: ইবনে মাজাহ- কিতাবুল বুয়ূ' والعنب باب خرص النخل । আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ, হা/১৮২০]

৩৮. বিস্তারিত: হিফযুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ'২০০০) "বাণিজ্যিক সুদ" পৃ: ২১৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

টাকা (রিবা আন-নাসিয়াহ) বা পণ্য (রিবা আল-ফাদল) আকারে দেয়া হোক না কেন উভয়টি ইসলাম ঘোষিত হারাম সুদ।[৩৯] মুনাফা সেটাই যার মধ্যে লাভ-ক্ষতির অংশ রয়েছে। আর যে কোন ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত আয়ই সুদ, সেটা টাকা হোক বা পণ্য। প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং ও ব্যবসায়িক লেনদেনের বিরুদ্ধে মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কীত হাদীসগুলোর দু'টি নিম্নরূপ:

১) আমর বিন শু'আয়েব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় একসঙ্গে জায়েয নয়। এক বিক্রয়ের সঙ্গে দু'টি শর্ত জুড়ে দেওয়াও জায়েয নয়। যে বস্তুর খেসারতের দায়িত্ব বর্তে না, তার লাভের অধিকার হাসিল হবে না। আর যেই বস্তু তোমার হস্তগত নয়, তা বিক্রি করা জায়েয না।" (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: এই হাদীসটি সহীহ)[৪০]

২) 'উবাদাহ বিন সামিত ﷺ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

---

৩৯. কেউ বলতে পারেন ইসলামী ব্যাংক মূলত বিক্রয় করে। পরবর্তীতে গ্রাহকের অনুরোধে কিস্তির মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং তারা তো তার সাথে ব্যবসায় করছে না বরং বিক্রয় করছে, ফলে এক্ষেত্রে ঋণ সংঘটিত হলেও বিক্রয় হওয়াই তা সুদ নয়, বরং এটা মুনাফা। এ প্রক্রিয়াই একজন ভোক্তা– যিনি তাৎক্ষণিক পণ্যটি ব্যবহার করছেন, তার ক্ষেত্রে বিক্রয়ের এই পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য (যদি এক বিক্রিতে দুই বিক্রির বা শর্ত না থাকে)। কেননা তিনি তখনই পণ্য থেকে ফায়দা নিচ্ছেন। পক্ষান্তরে একজন ব্যবসায়ী লাভ-ক্ষতির অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করা ছাড়া ক্রয়কৃত পণ্য থেকে ফায়দা ভোগ করতে পারেন না। এ কারণে নবী ﷺ পূর্বোক্ত বাগানের ফল অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে ভোক্তার কাছে বিক্রয় হিসাবে গণ্য করেন নি। বরং ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় হিসাবে গণ্য করেছেন। ফলে ফল-ফসলের নির্ধারিত সময় ও ওজন নির্ধারণ করতে বলেছেন। পরিশেষে কমবেশী হলে তারও সমাধান দিয়েছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়, নবী ﷺ ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নীতিমালা পৃথক করেছেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করলে তার সাথে লাভ-ক্ষতির অংশে শরীক হওয়া ছাড়া বিক্রয়টি বৈধতা পাবে না। যা পরবর্তীতে বর্ণিত আমার বিন শু'আয়েবের হাদীসটি দ্বারা সুস্পষ্ট হবে।

৪০. **হাসানঃ** মিশকাত (এমদা) ৬/২৭৪৫ নং। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ২/২৮৭০ নং]

https://www.facebook.com/178945132263517

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"সোনার সাথে সোনার, রূপার সাথে রূপার, গমের সাথে গমের, যবের সাথে যবের, খেজুরের সাথে খেজুরের এবং লবণের সাথে লবণের যেমনকার তেমন, সমান সমান ও হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। তবে যদি বিভিন্ন জাতের বস্তুর পরস্পরের সাথে বিনিময়ের ব্যাপার হয়, তাহলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, লেনদেন হাতে হাতে (নগদে) হতে হবে (বাকী বা ঋণে হবে না)।" (সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৬/২৬৮৪ নং)– **অনুবাদক।**

৩) রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

أَنَّهُ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

"তিনি খয়বরের ইয়াহুদীদেরকে এই শর্তে যমীন (ভাড়া) দিলেন যে, তারা এর মধ্যে চাষাবাদ করবে। আর এখানে যাকিছু উৎপন্ন হবে তাতে তারা অর্ধেক পাবে।" [আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী ২/১৩৫ পৃঃ, হাফিয رحمه الله বলেছেনঃ এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ (নায়লুল আওতার ৫/২৩৬ পৃঃ)।]

আসল বিষয় হল, এ জাতীয় অসংখ্য হাদীস আছে। যদি আপনাদের চোখে না পড়ে তবে তার চিকিৎসা তো একটাই। আর সেটা হল, তাক্বলীদ ছেড়ে দিন, তখন দেখবেন যে, সবকিছুই আপনার চোখে ধরা দেবে আর কোন কিছুতেই জটিলতা দেখবেন না।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ

ভুল ধারণা– ৬ ঃ একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"যার কোন ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআত তারই ক্বিরাআত।" [ইবনে মাজাহ]

এ থেকে বুঝা যায় যে, সালাতের মধ্যে যখন ইমাম ক্বিরাআত করেন তখন মুক্তাদী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত নেই।" [সহীহ বুখারী]

এই হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী। এ দু'টি হাদীসকে সামনে রাখলে এ জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রথম হাদীসটিকে মৌলিক হিসাবে গণ্য করলে বলা যায়, দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম ও মুনফারিদ[৪১] সম্পর্কীত এবং মুক্তাদী থেকে আলাদা। আবার দ্বিতীয় হাদীসটিকে মৌলিক হিসাবে গণ্য করলে বলা যায় যে, প্রথম হাদীসটির অর্থ হল, সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা (ইমামের পাঠ করাই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট) এবং সূরা ফাতিহা তা থেকে ভিন্ন (অর্থাৎ মুক্তাদীকে ফাতিহা পাঠ করতে হবে)। (ফারান, পৃঃ ১২-১৩)

সংশোধনঃ এর প্রথম জবাব হল, দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ মুত্তাসিল সনদযুক্ত। পক্ষান্তরে প্রথমটি মুরসাল হওয়ার কারণে য'য়ীফ। একারণে প্রথমটি দ্বিতীয়টির মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সহীহ হাদীসটির উপরই আমল করতে হবে।[৪২]

---

৪১. মুনফারেদঃ একাকী সালাত আদায়কারী।

৪২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ **"ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা"** [–সঙ্কলক : কামাল আহমাদ, আতিফা পাবলিকেশন্স, ঢাকা]।

https://www.facebook.com/178945132263517

দ্বিতীয় জবাব হল, যে দু'টি পদ্ধতি আপনি প্রস্তাব করেছেন তারও সমাধান নিম্নোক্ত হাদীসে রয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

"যখন আমি যেহরী ক্বিরাআত করি তখন কুরআন থেকে কিছুই পাঠ করো না– তবে সূরা ফাতিহা ছাড়া। (আবূ দাউদ ১/১২৬ পৃঃ, নাসায়ী, দারা কুতনী পৃঃ ১২১ – তিনি বলেছেনঃ বর্ণনাকারী সবাই সিক্বাহ)

অন্য বর্ণনায় আছেঃ

لا صلوة لِمن لَم يقرأبها

"কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাতই হয় না।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

এই হাদীস বিভিন্ন সাহাবীদের থেকে অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ সমস্ত হাদীস উপস্থাপনার মাধ্যমে তাক্বী সাহেবের এ সম্পর্কে পূর্বোক্ত সংশয় খণ্ডিত হল। অর্থাৎ মুক্তাদীকে যেহরী ক্বিরাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। দ্বিতীয় সূরাটি পাঠ করতে হবে না। যদি এর ব্যাখ্যা হাদীসে না থাকে, তবুও কি কারো জন্য এটা বৈধ হবে যে, সে নিজের তরফ থেকে কোন নিয়ম নির্দিষ্ট করবে। যদি এটা করা যায় তবে তো– এ শরী'আত মনগড়া হয়ে যাবে। আর এটা তো শিরক। তাছাড়া হাদীসে বিদ্যমান ব্যাখ্যা ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয় তবে তা দ্বীনের বিকৃতি হয়, যা সুস্পষ্ট কুফরী। এ কারণে এর মাসআলায় হানাফীগণ শিরক ফিত-তাশরি'য়ী ও দ্বীনের বিকৃতি তথা কুফর– এই দু'টি দোষেই দোষী হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইসলাম সুস্পষ্ট ও সংশয়মুক্ত

শিক্ষণীয় দিক: তাক্বী সাহেবের উপস্থাপিত তিনটি অস্পষ্ট ও জটিল বিষয় হাদীস দ্বারাই সমাধান হল। সুতরাং তাক্বলীদের আর কোন প্রয়োজন থাকল না। ইসলামী শরী'আতকে অস্পষ্ট ও দূর্বোধ্য গণ্য করাটা নিচের হাদীসগুলোর বিরোধী।

১. আবূ দারদা ﷺ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وَايْمُ اللّٰهِ لقد تركتكم على مثل الْبَيْضَاءِ ليلُها ونَهارُها سواءٌ

"আল্লাহর ক্বসম! আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট শরী'আতের উপর ছেড়ে দিয়েছি। এর রাত ও দিন দু'টিতেই সমান আলো বিদ্যমান।"[৪৩]

২. জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

"তোমরা কি এরকম অস্পষ্টতার মধ্যে আছ যেভাবে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ আছে? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দ্বীন এনেছি।"[৪৪]

তাক্বী সাহেব! এই দ্বীন তো সুস্পষ্ট, এর মধ্যে অস্পষ্টতা কোথায়?

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

---

৪৩ হাসান: ইবনে মাজাহ– কিতাবুল ঈমান ওয়া ফাযায়েলে সাহাবাহ باب اتباع سنة رسول الله ... ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তাহ: ইবনে মাজাহ হা/৫) অনুরূপ মুসনাদে আহমাদে 'ইরবায ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। (বুলূগুল আমানী ১/১৮৯ পৃ:, এর সনদ সহীহ)

৪৪. হাসান: আহমাদ, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৭।

https://www.facebook.com/178945132263517

"আল্লাহ নিজের নূরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যদিও কাফিরদের কাছে তা কতইনা অপছন্দনীয়।" [সূরা সফ ঃ ৮ আয়াত]

নূরে হিদায়াতও তো পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। এখন অন্ধকার কোথায় এবং সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

লক্ষণীয় দিকঃ ধরা যাক, শরী'আতে যদি সংশয় থাকে, কিংবা অস্পষ্টতা থাকে তবে এটা দূর করার একমাত্র পথই কি তাক্বলীদ করা? কক্ষণই না। শিষ্য উস্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে, অজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করবে এবং এক আলেম অন্য আলেমের সাথে আলাপ–আলোচনা করে ঐ অস্পষ্টতা দূর করতে পারে।[৪৫]

সালাফদের অনুসরণ বনাম মাযহাবের অনুসরণ

ভুল ধারণা– ৭ ঃ আপনারা লক্ষ্য করেছেন, কুরআন ও হাদীস থেকে আহকাম নির্ণয়ে এ জাতীয় অনেক জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে একটি পথ হল, নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে এ জাতীয় বিষয়ে স্বয়ং নিজেরাই ফায়সালা গ্রহণ করা। দ্বিতীয় পন্থা হল, আমরা এটা দেখব যে, এ সমস্ত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশকে আমাদের সম্মানিত সালাফগণ (পূর্ববর্তী নেককারগণ) কিভাবে বুঝেছিলেন। (ফারান, ১৩ পৃঃ)

সংশোধনঃ যে জটিলতা আপনি উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর সবইতো সমাধান করে দিয়েছি। সুতরাং কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে কোনই জটিলতা থাকল না, শর্ত হল 'ইলম থাকা। এখন যদি কেউ আলেম হওয়া সত্ত্বেও জাহেলে পরিণত হয় –তবে তো সেটা তাঁর নিতান্তই মন্দ ভাগ্য।

এটা তো ঠিকই যে, কুরআন ও হাদীস সালাফগণ (সাহাবীগণ ﷺ) যেভাবে বুঝেছিলেন সেভাবেই আমাদেরকে বুঝতে হবে। সেটার কোন

---

৪৫. এ অবস্থাগুলোকে তাক্বলীদ গণ্য করে মাযহাবী ও কোন কোন সালাফী আলেমরা ভুল করছেন। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

নতুন ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সালাফদের কোন এক ব্যক্তির ফায়সালাকে গ্রহণ করতে হবে এবং তার বিপরীতে অধিকাংশ পূর্বসূরীদের ফায়সালার ব্যাপারে অন্ধ থাকতে হবে। এখন যদি আমরা এটাকে ফরয হিসাবে গ্রহণ করি যে, এই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ-ই নেই তবে তো এটা অনেক বড় বোকামী হবে। কেননা, হতে পারে ঐ ব্যক্তির কাছে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের হাদীসটি পৌঁছে নি। এ কারণে হাদীস থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তির কথাকে কিভাবে দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে?

ভুল ধারণা– ৮ ঃ ইসলামের প্রথম যুগের বুযূর্গদের মধ্যে যাকে কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপারে জ্ঞানের দিক থেকে বেশী দক্ষ দেখব, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখব এবং তিনি যা কিছু বুঝবেন– সেই মোতাবেক আমল করব। (ফারান, পৃ:১৩)

সংশোধনঃ যদি মুক্বাল্লিদ এটা বুঝতেই পারত যে, কোন বুযূর্গ কুরআন ও সুন্নাতের দিকে দিয়ে বেশী অভিজ্ঞ– তবে তো সে ঐ বুযূর্গের চেয়ে বেশী বেশী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমস্ত বুযূর্গদের ফেক্বাহ অবগত হয়ে জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। যদি এখনও সে তাক্বলীদ করে তবে এর অর্থ দাঁড়ায়, সে নিজের চেয়ে অল্প জ্ঞানী ব্যক্তির তাক্বলীদ করে– যা সম্পূর্ণরূপে হাস্যস্পদ বিষয়ে পরিণত হয়।

তাক্বী সাহেব এটা বলুন তো, এ মুহূর্তে দুনিয়ার যে কোটি কোটি মুক্বাল্লিদ আছে, তাদের মধ্যে কে কে এটা অবগত যে কোন বুযূর্গ কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে বেশী অভিজ্ঞ। যদি কেউই না জানে তবে (মুর্খ) মুক্বাল্লিদ কিভাবে এটা বুঝবে? তাহলে কেন এটা বলা যাবে না যে, তাদের ভেতরে বাপ-দাদার তাক্বলীদ সংক্রমিত হয়েছে। অর্থাৎ বাপের মাযহাব হয়েছে ছেলের মাযহাব। যদি সে হানাফী পরিবারে জন্মে তবে তারা ইমাম আবূ হানিফাকে رحمه الله সবচেয়ে বড় ইমাম জানবে। যদি সে শাফে'য়ী পরিবারে জন্মে তবে সে ইমাম শাফে'য়ীকে رحمه الله বেশী জ্ঞানী জানবে। যদিও কোন বুযূর্গের ছেলে আলেম হোক না কেন মুক্বাল্লিদ পরিচয়েই তার জন্ম হয়। এভাবে মুক্বাল্লিদ সব-সময়ই মুজতাহিদ ও নিজের বাপ-দাদার

https://www.facebook.com/178945132263517

মুক্বাল্লিদ হয়। এ দু'টো তাক্বলীদের তিরস্কারই কুরআনের আয়াতে আছে। আফসোস! এ জাতীয় তাক্বলীদের ব্যাপারে। আচ্ছা, তাক্বী সাহেব! এটা বলুন তো– আবূ বকর ﷺ অনেক বড় ইমাম ছিলেন, না ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله? আপনি তো যাকে বড় আলেম মনে করেন তাঁর তাক্বলীদ করেন। এ পর্যায়ে আপনার কাছে কি আবূ হানিফা رحمه الله বড় ইমাম?

ভুল ধারণা– ৯ ঃ পূর্ববর্তী আলোচনার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা নিজেদের বুদ্ধি–বিবেচনার উপর আস্থা স্থাপনের পরিবর্তে বিভিন্ন জটিল বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সালাফদের মধ্যে কোন আলেম যেটা বুঝেছেন সেটাকে গ্রহণ করি– তখন এ প্রক্রিয়াকেই বলা হয়, আমরা অমুক আলেমের তাক্বলীদ করি। (ফারান, পৃ: ১৩)

সংশোধন: মুক্বাল্লিদের এতটা জ্ঞান কোথা থেকে আসবে যার ফলে সে বুঝবে– সালাফদের মধ্যে থেকে অমুক আলেমের উদ্দেশ্যটি সঠিক। এর সমাধান তো কেবল আলেমই করতে পারে, জাহেল পারবে না। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, কখনো আপনরা আলেমকে জাহেল বানাচ্ছেন– যেন সে তাক্বলীদকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করে। আবার কখনো মুক্বাল্লিদকে এত বড় আলেম বানাচ্ছেন যে, সে কোন ইমামের উক্তি সম্পর্কীত ফায়সালাটির সঠিক বা বেঠিক নির্ণয় করতে পারে।

[অর্থাৎ তাক্বলীদ ছেড়ে দেয়া আলেমদের দায়িত্ব। অজ্ঞ ব্যক্তি সহীহ বুখারী এবং হিদায়াহ বা ফাতাওয়ায়ে আলমগীরের কোনটি অনুসরণ করতে হবে– এক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা নেই। –অনুবাদক]

https://www.facebook.com/178945132263517

শরী'আত প্রণেতা বনাম শরী'আতের ব্যাখ্যাদাতা

ভুল ধারণা– ১০ঃ উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, কোন ইমাম ও মুজতাহিদের তাক্বলীদের উদ্দেশ্য কখনই এটা নয় যে – তাকে শরী'আত প্রণেতার মর্যাদা দিতে হবে। বরং এর উদ্দেশ্য হল, কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ করা। শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাতের উদ্দেশ্য বুঝার জন্য এবং শরী'আতী আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই তার উপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। (ফারান, পৃঃ ১৩)

সংশোধনঃ তাক্বলীদের যে ব্যাখ্যা এবং মুক্বাল্লিদের যে আক্বীদা পূর্বে উসূলে ফিক্বাহর কিতাবগুলো থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তা থেকে এটা বুঝা যায় – যেহেতু সে শরী'য়াত প্রণেতা এ কারণে মুক্বাল্লিদের জন্যে সেগুলো পালন করা ওয়াজিব।

كل ما أدى إليه رأيه فهو واقع عندى [توضيح تلويح]

"যা ইমাম আবূ হানিফার রায়, সেটাই আমার জন্য পালন করা ওয়াজিব।"

এখানে ইমামের রায়কেই প্রকৃত উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। এ সুযোগ রাখা হয় নি যে, যদি তার রায় ভুল হয় তবে ছেড়ে দেব। কেননা, ইমামের প্রতিটি রায়কে সে নিজের জন্য ওয়াজিব গণ্য করে নিয়েছে। এভাবে সে নিজের ইমামকে আল্লাহ ﷻ'র মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে –আর এটাইতো শিরক।

এভাবে যদি আপনি তাক্বলীদের দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি দেন তবে দেখতে পাবেন, সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় তারা ইমামের রায়কে গ্রহণ করছে। যদি এটা শরী'আতদাতা নির্ধারণ না হয়, তবে এটাকে আর কি বলা যাবে? এজন্য শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رحمه الله লিখেছেনঃ

علماء را بہ پیغمبری رسانیدہ شود بلکہ بخدائے

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

"মুক্বাল্লিদগণ আলেমদের রসূলের মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি আল্লাহর মর্যাদায়ও অধিষ্ঠিত করেছে।" [ফাতাওয়ায়ে 'আযীযিয়াহ ১/১৭৬ পৃঃ]

হানাফী ফিক্বাহতে এমনও অনেক মাসায়েলের স্তুপ আছে– যা কুরআন ও হাদীসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং কিছু কিছু তো সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদীসের বিরোধী। এটা কি শরী'আতকে বিকৃত করা নয়? যদি সেটা না–ই হয়, তবে এ জাতীয় মাসায়েলের পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেন? যদি না পারেন, তাহলে কি শরী'আতদাতা বানানো হলো না? এটা কি শিরক নয়? (এ জাতীয় কিছু মাসায়েলের উদাহরণ এই বইয়ের শুরুতে দেয়া হয়েছে)

আপনারা বলছেন যে, আমরা তাকে (ইমামকে) শরী'আতদাতা মনে করি না, বরং ব্যাখ্যাকারী মনে করি। কিন্তু এটাও তো সহীহ নয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ ﷻ'ই শরী'আতের ব্যাখ্যাদাতা।

আল্লাহ ﷻ নিজেই বলেন:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

"অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।"[৪৬]

কুরআনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব যখন আল্লাহ ﷻ রসূলের নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং ঐ অহীর অধীন রসূলকে এর ব্যাখ্যা পৌঁছে দেবার পদমর্যাদা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দলিল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"(হে রসূল!) আমি এ শরী'আত আপনার উপর নাযিল করেছি, যেন আপনি লোকদের জন্যে তাদের প্রতি নাযিলকৃত শরী'আতের ব্যাখ্যা করেন।"[৪৭]

---

৪৬ সূরা ক্বিয়ামাহ ঃ ১৯ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

আসল কথা হল, ব্যাখ্যার প্রমাণও সেটাই যা রসূলের ﷺ মাধ্যমে পাওয়া যায়। আর যে ব্যাখ্যা রসূলের ব্যাখ্যা ছাড়া পৌঁছে নি, বরং কৃত্রিমভাবে রচিত তবে এটা আল্লাহর দেয়া ব্যাখ্যার মোকাবেলায় উপস্থাপিত হলে –সেটাই শিরক। শরী'আতদাতা ও ব্যাখ্যাকারী উভয়ই আল্লাহ ﷻ। যদি ইমামকেও আপনারা ব্যাখ্যাদাতা মনে করেন তবে এটাও শির্ক। [যেখানে কুরআন ও রসূলের সুন্নাতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকার পরও উলামাদের অনুসরণের নামে ভিন্ন ব্যাখ্যার অনুসরণ করা হয় –তখনই সেটা বিধানগত শিরক হয়। (অনুবাদক)]

প্রশ্নঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

"যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেয়েছে– সে ফজরের সালাত পেয়েছে।"[৪৮]

বলুন, এই হুকুমের মধ্যে জটিলতা কোথায়?

আপনারা কেন এই হাদীসকে গ্রহণ করেন না?

এ ব্যাপারে কোন দলিল আছে কি?

আপনারা কি কেবল ক্বিয়াসের সাহায্যে এটা খণ্ডন করেন না?

যদি আপনারা একথা বলেন, সূর্য উঠার সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ, সেজন্য আমরা এ হাদীস গ্রহণ করি না। তাহলে জবাব দিন, ঐ সময় ফরয সালাত শুরু করা নিষিদ্ধ, নাকি শুরু করা ফরয সালাত পূর্ণ করাটাও নিষিদ্ধ? দু'টি হাদীসের উদ্দেশ্যতো পরিষ্কার। অর্থাৎ এমন সময় সালাত আদায় নিষিদ্ধ –তবে ঐ ফরয সালাত এর ব্যতিক্রম যার এক রাক'আত ওয়াক্তের ভিতর আদায় করা হয়েছে।

---

৪৭. সূরা নহল ঃ ৪৪ আয়াত।

৪৮. **সহীহঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৫৫৩ নং।

https://www.facebook.com/178945132263517

যদি আপনারা এ বিষয়ে জেদ করে বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা 'আম (ব্যাপকার্থক) –এ জন্যে আমরা একে স্বতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করি নাই। তাহলে প্রশ্ন হলো– যখন হাদীস খাস (সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক) হয় তখন কার দুঃসাহস আছে সেটা গ্রহণ করবে না? আর যদি আপনারা খাসকে গ্রহণ না করেন, তাহলে 'আসরের সালাতের ক্ষেত্রে খাসকে কেন গ্রহণ করেছেন? আপনারা আসরের এক রাক'আত সূর্যাস্তের সময় পড়ার অনুমতি দেন। অথচ সূর্যাস্তের সময়ও সালাত পড়ার নিষেধাজ্ঞা আছে। এখানে 'আম হুকুমকে কিভাবে খাস হিসাবে গণ্য করলেন, আবার ফজরের সালাতের ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করলেন না? প্রকৃতপক্ষে আপনারা না 'আম হাদীস মানেন, আর না খাস হাদীস। বরং দু'টিকেই সাংঘর্ষিক মনে করে দু'টিকেই বাতিল করে দিয়েছেন। অতঃপর কেবল ক্বিয়াসের মাধ্যমে সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাক'আত আদায়ের অনুমতি দেন, আবার সেই ক্বিয়াসের দ্বারাই সূর্যোদয়ের সময় এক রাক'আত আদায়ের অনুমতি দেন না। বিস্তারিত দেখুন –শরহে বেকায়াহ ও অন্যান্য ফিক্বাহর কিতাব।

বলুন, এটা শরী'আত না ব্যাখ্যা? এরপরও যদি বলেন, আপনারা মুজতাহিদকে শরী'আতদাতা মানেন না– তবে আমরা কেবল 'ইন্না লিল্লাহ' ছাড়া আর কি বলতে পারি? এর স্বপক্ষে আপনার উদ্ধৃতিই পেশ করছি:

"যদি কোন ব্যক্তি কোন ইমামকে শরী'আতদাতার মর্যাদা দিয়ে তাঁর অনুসরণকে ওয়াজিব বলে মনে করে। তবে নিঃসন্দেহে একে শিরক বলা যাবে।" (মাসিক ফারান, পৃ:১৩)

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতের সহীহ ব্যাখ্যা

এরপর তাক্বী সাহেব তাক্বলীদের বৈধতা বরং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল উল্লেখ করে বলেছেন:

ভুল ধারণা– ১১ ঃ এটা এমন বিষয় যার বৈধতা বরং ওয়াজিব হওয়া কুরআন ও সুন্নাতের অনেক দলিল থেকে প্রমাণিত আছে। এর কিছু দলিল নিচে দেয়া হল :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"আর যদি লোকের এ বিষয়টি রসূল ও উলূল আমরের কাছে পেশ করত, তবে যাদের ইস্তিম্বাত করার (সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত নেবার) যোগ্যতা আছে তারা বিষয়টি উদঘাটন করত (সমাধান দিতে পারত)।" [সূরা নিসা ঃ ৮৩ আয়াত]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে লোকদের সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা নেই তাদের উচিৎ ঐসব লোকদের তাক্বলীদ করবে যারা ইজতিহাদ (গবেষণা) ও ইস্তিম্বাতের (সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তের) যোগ্যতা রাখে। (ফারান, পৃ: ১৪)[৪৯]

---

৪৯. বইটির বাংলা অনুবাদের আলোচ্য আয়াতের পর্যালোচনায় তাক্বী সাহেব নিজের বক্তব্য উল্লেখ করার পর ইমাম রাযী ﵀ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর ﵀ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যার মূল দাবী হলঃ 'সাধারণ মানুষ মুজতাহিদদের গবেষণার অনুসরণ করবে।' (মাযহাব কি ও কেন পৃ: ২২-২৪)

জবাব: এই উদ্ধৃতিগুলোর দাবী স্বয়ং মাযহাবী আলেমরাই লঙ্ঘণ করছেন। কেননা তারা নিজেরা গবেষণার মাধ্যমে সঠিক বিষয় উদঘাটন না করে, মৃত ব্যক্তিবিশেষ ইমামের মাযহাব মানার দোহাই দিয়ে ঠিক বা ভুল নির্বেশেষে সব ব্যাপারেই তাক্বলীদ করছেন। অথচ আয়াতটি আলেমদের জন্য তাক্বলীদকে নিষিদ্ধ করে, কখনই তাক্বলীদকে সমর্থন করে না। যদি গবেষণা বা সত্যানুসন্ধান আলেমদের মধ্যে জারী থাকে, তবে সাধারণ মানুষ তা থেকে সঠিক পথের সন্ধান পাবেন এবং তাক্বলীদেরও অবসান হবে। সমস্যা হল, আলেমরাই তাক্বলীদ

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ আমরা জানি না, তাক্বী সাহেব উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশের উদ্ধৃতি কেন দেন নি? যদি তিনি আয়াতটির প্রথমাংশ দেখে নিতেন তবে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হতো না। আর তিনি যদি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতেন তবে পাঠকরা ধোঁকায় পড়ত না। পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি হলঃ

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"আর যখন তাদের কাছে শান্তি বা শঙ্কা সংক্রান্ত খবর আসে তখন তারা সেটার প্রচারে লেগে যায়। অথচ খবরটি যদি রসূল বা উলূল 'আমর (দায়িত্বশীল)–দের কাছে নিয়ে যেত তবে ইস্তিম্বাত (সূক্ষ্ম বিচারশক্তি)–এর অধিকারী ব্যক্তিগণ বিষয়টির (রহস্য) উদঘাটন করতে পারতো।"[৫০]

এ আয়াতের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, অর্থাৎ শান্তি বা যুদ্ধের সময় গুজব ছড়ানো উচিৎ নয়। বরং দায়িত্বশীলদের কাছে সেগুলো পেশ করা উচিৎ, যেন তারা বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। বলুন তো, এ আয়াতের সাথে তাক্বলীদের সম্পর্ক কি? এখন যদি একে তাক্বলীদের দিকে টেনে নেয়া হয়, তবে এর মধ্যে কোন মৃত মানুষের (যেসব ইমাম মারা গেছেন তাঁদের) তাক্বলীদের দলিল কোথায়? যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, এখানে তাক্বলীদকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা আয়াতটির মূল দাবী হল, কোন খবরকে বিনা তদন্তে গ্রহণ করবে না। বরং বিশ্লেষণ করতে না পারলে কারো দ্বারা বিশ্লেষণ করে নেবে। কিন্তু মুক্বাল্লিদ তো সব ফতোয়া বেদলিল হিসাবেই গ্রহণ করে। তাদের কখনই এই যোগ্যতা নেই যে, যেসব মাসআলা তার কাছে এসেছে সে এটা পর্যালোচনা করবে– সেটা সহীহ না অসহীহ। তাক্বী সাহেব তরজমার দিকে লক্ষ্য রেখে এটা বলেছেন যে, 'উলূল আমরের' মধ্যে কেউ তো

করছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করেন না – এমন যোগ্য আলেমদের অনুসরণ করবেন। (অনুবাদক)

৫০. সূরা নিসা ঃ ৮৩ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

'আহলে ইস্তিম্বাত' (সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা)এর অধিকারী থাকবে। তার কাছ থেকে জেনে নেবে মাসআলাটি কি হবে? এখন তাক্বী সাহেব আমাদেরকে বলুন, 'উলূল আমর'–এর অর্থ কি ? মুজতাহিদ না মুক্বাল্লিদ? যদি 'মুজতাহিদ' উদ্দেশ্য হয় তবে– মুজতাহিদ কি দুই প্রকারের হয়ে থাকে? 'আহলে ইস্তিম্বাত' এবং 'গায়ের আহলে ইস্তিম্বাত'? কক্ষনই হতে পারে না এবং কখনোই না। কেননা 'গায়ের আহলে ইস্তিম্বাত' কখনই মুজতাহিদ হতে পারে না। এমনকি 'উলূল আমর'-এর .....। এখন যদি এটাকে ফরয ধরে নিই যে, এর অর্থ মুক্বাল্লিদ (যদিও তাক্বী সাহেব এই অর্থ গ্রহণ করেন না), তবে পূনরায় মুক্বাল্লিদও দুই প্রকার। 'মুক্বাল্লিদ আহলে ইজতিহাদ' এবং 'মুক্বাল্লিদ গায়ের আহলে ইজতিহাদ'। কিন্তু 'মুক্বাল্লিদ' এবং 'আহলে ইজতিহাদ' –এ বিষয় দু'টি পরস্পরবিরোধী। সুতরাং এ ব্যাখ্যাও বাতিল।

আবার যদি 'উলূল আমর'–এর অর্থ 'উলামা হয়, তবে উলামাও দুই প্রকার। 'উলামা-এ আহলে ইজতিহাদ' এবং 'উলামা-এ গায়ের আহলে ইজতিহাদ'। কেননা, নতুন নতুন মাসআলার ক্ষেত্রে 'উলামা-এ গায়ের আহলে ইজতিহাদ' অর্থাৎ 'উলামায়ে মুক্বাল্লিদীনের কাছে গেলে সমাধান পাওয়া যাবে না। এজন্য 'উলামায়ে আহলে ইজতিহাদ' সমসময় জরুরী। কিন্তু আপনাদের নিকট ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে এই অর্থও আপনাদের জন্য সুবিধাজনক নয়। যদি 'উলূল আমরের' ব্যাখ্যা আলেম গণ্য করেন, তবে আপনারা আধুনিক সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে 'উলামায়ে আহলে ইজতিহাদ' তথা 'উলামায়ে মুসলিমীন'–এর কাছে যাবার পরামর্শ দিন। অথচ আপনি মুক্বাল্লিদ, আর মুক্বাল্লিদ মুজতাহিদ হতে পারে না। তাক্বলীদের সঙ্গা তো এটাই যে, তার মধ্যে দলিলের চিহ্ন থাকবে না এবং দলিল ছাড়া ইজতিহাদ অসম্ভব। সুতরাং প্রমাণিত হল, 'উলূল আমর'-এর অর্থ– মুজতাহিদ, 'উলামায়ে মুক্বাল্লিদীন এবং 'উলামা কেউই নয়। বরং এর অর্থ আদেশদাতা, দায়িত্বশীল ব্যক্তি। যাদের মধ্যে কিছু দায়িত্বশীলদের কাছে তাহক্বীক্ব ও তদন্ত করার ব্যবস্থাদি থাকে, আবার কিছু দায়িত্বশীলদের থাকে না। এ কারণে যে দায়িত্বশীলদের কাছে তদন্ত করার ব্যবস্থাদি আছে এবং জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত এমন

https://www.facebook.com/178945132263517

সরকারী কর্মচারীরাই কেবল এর অধিকারী। তাদের তদন্তের দ্বারা গুজবের প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে।

এখন এ আয়াতটির শানেনুযূল শুনুন: "মদীনা মুনাওওয়ারাহতে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীগণকে তালাক্ব দিয়েছেন। উমার ﷺ-এর কাছে যখন এ খবর পৌঁছল তখন তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং বিশ্লেষণের পরে আমাদেরকে এ কথা বললেন যে, এ গুজব মিথ্যা। এরপর উমার ﷺ বলেন:

فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ

"এই খবরের ইস্তিম্বাত আমিই করেছিলাম।"[৫১]

এই শানে–নুযূলকে সামনে রেখে বলা যায় যে, সেটা সংবাদ বা খবর সংক্রান্ত ছিল যার পর্যালোচনা করা হয়েছিল অথবা মাসআলা ছিল – যে সম্পর্কে ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।[৫২]

ভুল ধারণা– ১২ ঃ অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একটি ছোট দল এই উদ্দেশ্যে কেন বের হলো না যে, তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে ফিরে আসত এবং নিজেদের গোত্রকে সতর্ক করত, যেন লোকেরা (আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে) বিরত থাকে।" [তাওবা ঃ ১২২ আয়াত]

---

৫১. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম– কিতাবুত তালাক্ব باب فِى الإِيلاَءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ وَقَوْلِه تَعَالَى (وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ)।

৫২. তাক্বী উসমানী সাহেবের উর্দূ বইটির বাংলা অনুবাদ 'মাযহাব কি ও কেন?" এর ২২-২৪ পৃষ্ঠার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় বলতে হচ্ছে– এ আয়াতটি একটি ঘটনা বা মাসআলার সত্যতা নির্ণয়ের তাহক্বীক্ব (বিশ্লেষণ) সংক্রান্ত ছিল। অথচ এ আয়াতের মাধ্যমে তাক্বলীদ তথা অন্ধ-অনুসরণের দিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং তাহক্বীক্ব বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যের দিকে ফিরে আসাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। যা সুস্পষ্ট ভাবে আয়াতটির মর্মবিরোধী। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়, ইলমে দ্বীন অর্জনকারীদের জন্য এটা জরুরী যে, নিজের গোত্রে ফিরে এসে তারা দ্বীন ও শরী'আতী আহকামের মধ্যে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখবে। তাছাড়া ঐ গোত্রের জন্যও এটা জরুরী যে, তারা ঐ আলেমদের দ্বারা উপস্থাপিত মাসায়েলে উপর বিশ্বাস করে আমল করবে।[৫৩]

সংশোধনঃ এ আয়াতের দাবীর উপর এখনো আমল করা যেতে পারে, নাকি পারে না? যদি আমল করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে এ যামানায় যেসব (জীবিত) আলেম আছেন তাদের তাক্বলীদ হয়, নাকি মৃত চার ইমামের তাক্বলীদ হয়? মূলত আয়াতটি দ্বারা তো আপনাদের তাক্বলীদই খণ্ডন হয়।

আপনারা তো ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার এই আয়াত দ্বারাই আপনাদের দৃষ্টিতে ইজতিহাদের দরজা খুলে রেখেছেন (যা স্ববিরোধী অবস্থান)। এটা কি আপনারা স্বীকৃতি দিচ্ছেন? যদি স্বীকৃতি দেন, তবে মতপার্থক্য দূর হয়ে গেল। আমরা তো এটাই বলছি যে, ঐ দরজা খুলে দিন, কিন্তু আপনারা খুলতে চাচ্ছেন না।

আবার এ আয়াতের আলোকে তো ঐ সব আলেমদের আধিক্য প্রয়োজন যাদের তাক্বলীদ করা যাবে, বরং একই শহরে তো বহু আলেমও থাকবে। এই আয়াতের আলোকে সব আলেমই তো গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত। তাই এক্ষেত্রে এটাও জায়েয হয় যে, কোন মাসআলা একজন ব্যক্তিকে

---

৫৩. তাক্বী সাহেবের বাংলা অনুবাদটিতে আমরা এ পর্যায়ে আবূ বকর জাসসাস رحمه الله-এর উদ্ধৃতিও পেয়েছি। তিনি رحمه الله লিখেছেনঃ "এ আয়াতে আল্লাহ পাক আলিমগণকে সতর্ক করার এবং সর্বসাধারণকে সে সতর্কবাণী মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।" (মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ২৫)

লক্ষণীয়ঃ এখানে মাযহাব বা তাক্বলীদ করার কোনই দলিল নেই। কেননা তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণকারী আলেম তো নিজেই সঠিক বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে না। তাছাড়া তারা অন্ধ অনুসরণের ফলশ্রুতিতে নিজের ইমামের ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বের হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগ নেয় না। এ প্রেক্ষিতে যেহেতু সে নিজের ভুল থেকে নিজেকেই শুধরাতে পারে না, সে কিভাবে অন্যদেরকে ভুল বিষয়ের ব্যাপারে সতর্ক করবে? (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

এবং অন্য মাসআলা অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাবে। এ অবস্থা তো 'তাক্বলীদে শাখসী'র (ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ) সম্পূর্ণ বিরোধী।

এখন এটাতো বলুন, উলামাগণ নিজেদের গোত্রের কাছে এসে লোকদেরকে আহকামে ইলাহীর তা'লিম দেবে, না নিজেদের রায় প্রচার করবে? যদি আহকামে ইলাহীর তা'লিম দেয় তবে আমি এটার সাথে একমত। আর যদি নিজেদের রায়ের উপর তা'লিম দেয়, তবে এ ধরণের তা'লিমের প্রয়োজন নেই। বরং এটা শরী'আত মনে করে শেখা ও শেখানো উভয়টিই শিরক ফিত– তাশরি'য়ীর মধ্যে গণ্য হবে।

ভুল ধারণা– ১৩ ঃ অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

"ঐ লোকদের রাস্তার অনুসরণ কর যারা আমার দিকে ঝুঁকে আছে।"[৫৪]

এ আয়াতে এটা বলা হয় নাই যে, আমার পথের অনুসরণ কর। কেননা, আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তাকে ঠিক ঐভাবে বোঝা যেভাবে ঐ রাস্তাকে বোঝা উচিৎ। এটা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব না। এজন্যে এই পথ নির্দেশনার জন্য যে ব্যক্তির মন–প্রাণ আল্লাহর দিকে ঝুঁকে আছে এবং আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দকে বুঝার জন্য নিজের যিন্দেগীকে বিলিয়ে দিয়েছে– তার আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হয়ে যাবে। (ফারান, পৃ:১৪)

সংশোধনঃ

১. প্রত্যেক মু'মিনই আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকে। তাফসীরে ইবনে কাসিরে "مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ" এর তাফসীরে মু'মিনগণকে বলা হয়েছে। সুতরাং তাক্বী সাহেবের বর্ণনানুযায়ী আয়াতের অর্থ হয়, সকল মু'মিনের তাক্বলীদ করা উচিৎ (ব্যক্তি বিশেষ মু'মিনের নয়)। এ থেকে তাক্বলীদে শাখসী (একজন মৃত ইমামরূপী মু'মিনের অনুসরণ) প্রমাণিত হয় না।

---

৫৪. সূরা লুকমান ঃ ১৫ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

২. আয়াতটির দাবী হল, "যারা আল্লাহর রাস্তার অনুসরণ করে"। কিন্তু তাক্বী সাহেব এর ব্যাখ্যা নিয়েছেন "আল্লাহওয়ালাদের অনুসরণ কর।" কোথায় ঐ সব ব্যক্তির অনুসরণ, আর কোথায় রাস্তার (আদর্শের) অনুসরণ (!?) – যার উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে। রাস্তার উপর চলতে চলতে তো তারা ভুল করতে পারে। কেননা, প্রত্যেক মানুষ ভুল-ত্রুটির মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া اَلْمُجْتَهِدُ قَدْ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ অর্থাৎ, "প্রত্যেক মুজতাহিদের ভুল হতে পারে ঠিকও হতে পারে।" কিন্তু যে রাস্তার উপর তারা চলছে– তা ভুল নয়। কেননা, সমস্ত আল্লাহওয়ালাদের রাস্তা তো একটিই তথা 'সিরাতে মুস্তাক্বীম' বা 'ইসলাম'। সুতরাং আয়াতটিতে ইসলামের উপর চলার হুকুম রয়েছে, 'তাক্বলীদে শাখসী' বা ব্যক্তি বিশেষকে (মৃত ইমামের) অনুসরণ নয়।

৩. আয়িম্মায়ে দ্বীন তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[৫৫] এ কারণে তাদের রাস্তার অনুসরণ হল– তাক্বলীদ না করা। বরং যে রাস্তায় (অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাতের) উপর তাঁরা চলেছিলেন, তার উপর চলতে হবে।[৫৬] আর এর উপর চললেই অনুসারীরা হিদায়াত পাবে।

---

৫৫. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله বলেছেন:

لا تقلدنى، ولا تقلد مالكا ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا الثورى، وخذ من حيث أخذوا

"তুমি আমার তাক্বলীদ করো না; মালিক, শাফে'য়ী, আওযা'য়ী, সাওরী এদেরও তাক্বলীদ করো না। বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করেন তুমি সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর। [আল ফাললানী (পৃ: ১১৩), ইবনুল ক্বাইয়েম الاعلام এর ২/৩০২ পৃ:]

৫৬. ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله বলেছেন: اذا صح الحديث فهو مذهبى "হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে ওটাই আমার মাযহাব।" (ফাতাওয়ায়ে শামী)

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদের স্বপক্ষে উপস্থাপিত হাদীস এবং এর বিশ্লেষণ

আবূ বকর ও উমার ﷺ-এর ইক্তিদা সম্পর্কীত হাদীস ও তার দাবী

ভুল ধারণা– ১৪ ঃ কুরআনের কারীমের ন্যায় অনেক হাদীস থেকেও তাক্বলীদের বৈধতা প্রমাণিত হয়। সংক্ষিপ্তভাবে আমি শুধুমাত্র একটি হাদীস উপস্থাপন করছি।

হুযায়ফা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন:

إِنِّي لا أدري ما بقائي فيكم؟ فاقتدُوا باللَّذَيْنِ من بعدي : أبِي بكر وعمرَ

"আমি জানি না তোমাদের মাঝে কতদিন বেঁচে থাকব। এ কারণে আমার পরে দু'জন ব্যক্তির ইক্তিদা (অনুসরণ) করবে তাদের একজন ইমাম আবূ বকর ও অন্যজন উমার ﷺ।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)[৫৭]

এই হাদীসে 'ইক্তিদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা শুধু রাষ্ট্রীয় নির্দেশের আনুগত্যের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয় না। এর একটি অর্থ সেটাও যা আমরা তাক্বলীদের বিষয়ে বলছি। (ফারান, পৃ:১৫)

সংশোধন:

১. তাক্বলীদতো এক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে তো দু'জন ব্যক্তিকে অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে। আপনারা কি দু'জন ইমামের তাক্বলীদ করা জায়েয মনে করেন? যদি জায়েয মনে করেন তবে তো সেটা তাক্বলীদে শাখসি বা একক ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ হল না।

---

৫৭. **সহীহ:** তিরমিযী– باب في مناقب أبي بكر و عمر رضي الله عنهما كليهما। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহ্ক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৩৬৬৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

২. যদি এ হাদীস দ্বারা তাক্বলীদের অর্থ নেয়া হয়– তবে এক্ষেত্রে আপনারা রসূলের নির্দেশ অমান্য করছেন কেন? রসূলুল্লাহ ﷺ তো কেবল আবূ বকর ও উমার ﷺ-এর তাক্বলীদ করতে বলেছেন, অথচ আপনারা তাদেরকে ত্যাগ করে অন্যদের তাক্বলীদ করছেন, যা সুস্পষ্টভাবে হাদীসটির বিরোধী। এটা কি আপনাদের রসূলের প্রতি আনুগত্য করার নমুনা!?

৩. যদি হাদীসটির দাবী হয়– আবূ বকর ﷺ-এর জীবদ্দশায় আবূ বকর ﷺ-এর এবং উমার ﷺ-এর জীবদ্দশায় 'উমার ﷺ-এর তাক্বলীদ করতে হবে। তাহলে এ হাদীসকে তো জীবিত ইমামের তাক্বলীদ প্রমাণিত হয়। সুতরাং আপনারা মৃত ব্যক্তির তাক্বলীদ ছেড়ে জীবিত ব্যক্তির তাক্বলীদ করুন। যেভাবে আবূ বকর ﷺ-এর তাক্বলীদ তাঁর মৃত্যুর পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

৪. আবূ বকর ﷺ যেনাকারীকে কোড়া মারতেন ও নির্বাসন দিতেন (তারিখুল খুলাফা)। 'উমার ﷺ-ও এরূপ করতেন (নায়লুল আওতার)। আপনারা কি এসব মাসআলায় তাদের তাক্বলীদ করেন? 'উমার ﷺ মাসজিদে সালাতুল জানাযাহ আদায় করতেন (ইবনে আবী শায়বা)। এটা কি আপনাদের নিকট জায়েয আছে? উমার ﷺ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহাও পাঠ করতেন। আপনারা কি এটা গ্রহণ করেছেন? যদি আপনারা এ সমস্ত মাসআলায় তাঁদেরকে না মানেন তবে আপনারাতো তাদের মুক্বাল্লিদ নন। অথচ রসূলের হুকুম অনুযায়ী আপনারা মুক্বাল্লিদ হতে চেয়েছেন।

৫. এ ঘটনা কি একথার সাক্ষ্য দেয় যে, সাহাবীগণ ﷺ আবূ বকর ও 'উমার ﷺ-এর তাক্বলীদ করতেন? কক্ষণো না, বরং এর বিপরীত প্রমাণ আছে। যেমন:

ক. আব্দুল্লাহ বিন 'উমার ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: তামাত্তু জায়েয, না নাজায়েয? তিনি ﷺ বললেন– জায়েয।

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রশ্নকারী বললেন, আপনার পিতা ('উমার ﷺ) তো এটা নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার ﷺ বললেন:

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"আমাকে বল! যদি আমার আব্বা নিষেধ করেছেন আর রসূলুল্লাহ ﷺ এটা করেছেন– এখন আমার আব্বার নির্দেশ মানব না রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মানব? প্রশ্নকারী বলল: বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুম মানতে হবে। ইবনে 'উমার ﷺ বললেন : আসল বিষয় হল, রসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু করেছেন।" [তিরমিযী – কিতাবুল হজ্জ باب ما جاء في التمتع][৫৮]

খ. আবূ বকর ﷺ দাদীর মিরাসের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। মুগীরাহ ও মুহাম্মাদ বিন মুসাল্লামাহ ﷺ সাক্ষ্য দিলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবূ বকর ﷺ হাদীস মোতাবেক হুকুম ঘোষণা করলেন। [তিরমিযী – কিতাবুল ফারায়েয باب ما جاء في ميراث الجدة ইমাম তিরমিযী رحمه الله বলেছেন: "এই হাদীসটি হাসান, এটি উয়ায়না ﷺ–এর বর্ণনা থেকে অধিক সহীহ।][৫৯]

আপনাদের কথানুযায়ী আবূ বকর ﷺ কি তাঁর মুক্বাল্লিদগণকে জিজ্ঞাসা করার পর আমল করেছেন, অর্থাৎ ইমাম মুক্বাল্লিদের তাক্বলীদ করেছেন। এটা সত্যিই আযব বিষয়। হাদীস তালাশ করা, পর্যালোচনা করা এটাইতো আসলে ইস্তিম্বাত করা। নাকি ইস্তিম্বাত হলো নিজের রায় থেকে ফতোয়া দেয়া।

---

[৫৮]. **সহীহ:** আলবানী হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৮২৪]

[৫৯]. **য'য়ীফ:** আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/২১০১]

https://www.facebook.com/178945132263517

গ. 'উমার ﷺ এক পাগলী যেনাকারীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আলী ﷺ হাদীসের আলোকে বিষয়টি 'উমার ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, এ ফায়সালাটি ভুল। 'উমার ﷺ নিজের ফায়সালা থেকে হাদীসে ফিরে আসলেন فارسلها فجعل يكبر "('উমার ﷺ) ঐ মহিলাকে ছেড়ে দিলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে তাক্বীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।" [আবূ দাউদ – কিতাবুল হুদূদ باب فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا][৬০]

এখানেও কি ইমাম মুক্বাল্লিদের কথা মেনে নিল? আলী ﷺ, 'উমার ﷺ-এর কখনই তাক্বলীদ করতেন না। বরং তাঁর ফায়সালা ভুল মনে করলে আপত্তি করতেন।

ঘ. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ বলেন:

أَمَا تَخَافُونَ أَنْ تُعَذَّبُوا أَوْ يُخْسَفَ بِكُمْ أَنْ تَقُولُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ فُلَانٌ

"তোমরা ভয় পাওনা যে, তোমাদের উপর আযাব নাযিল হবে, কিংবা যমীন ধসে যাবে। কেননা, তোমরা বল: রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছেন, আর অমুকে এ কথা বলেছেন।" [দারেমী– মুক্বাদ্দামাহ باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه و سلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه و سلم][৬১]

এ আসার থেকেও বুঝা যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ হাদীসের মোকাবেলায় কারো তাক্বলীদ

---

৬০. **সহীহ:** আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৪৩৯৯]

৬১. **সহীহ:** হুসাইন সালিম আল-আসাদ হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/৪৩১]

https://www.facebook.com/178945132263517

করতেন না। বরং তাক্বলীদ থেকে বিরত থাকতেন এবং তাক্বলীদের করাকে আযাব হওয়ার ভয় করতেন।

৬. **চূড়ান্ত সিদ্ধান্তঃ** তাক্বী সাহেবের কথানুযায়ী : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি জানি না কতদিন আমি জীবিত থাকব। তোমরা আমার পরে আবূ বকর ও 'উমার ﷺ-এর ইক্তিদা করবে।" যদি তাক্বী সাহেবের কথা সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়, তবে এ হাদীস থেকে দিনের আলোর মত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাক্বলীদও তাঁর নিজের জীবিত অবস্থা পর্যন্ত ছিল। এজন্য তিনি বলেছেনঃ আমার পরে এ দু'জনের তাক্বলীদ করবে। যদি নবীর তাক্বলীদ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে তবে তিনি কেন তা বলবেন? তাক্বী সাহেব, আপনারা কি এটাকে গ্রহণ করেন? যদি গ্রহণ করেন তবে আপনাদের কথা সেটাই যা মুনকিরীনে হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারীরা বলে থাকে। পার্থক্য এতটুকু যে, আপনারা ইমামদের রায়ের মোকাবেলায় হাদীস মানেন না। আর মুনকিরীনে হাদীসরা সমস্ত হাদীসকেই ছেড়ে দিয়েছেন।

শিক্ষণীয় দিকঃ এ হাদীস থেকে তাক্বলীদ প্রমাণিত হয় না। বরং নবী ﷺ-এর পরবর্তী খেলাফতের দিকে ইশারা করা হয়েছে -আর এটাই হাদীসটির সহীহ ব্যাখ্যা।

https://www.facebook.com/178945132263517

সাহাবীদের যামানায় তাক্বলীদ ছিল– ধারণা খণ্ডন

ভুল ধারণা– ১৫ ঃ কেননা, তাক্বলীদ দু' প্রকারের (উন্মুক্ত ও ব্যক্তি তাক্বলীদ) –যা আমি ইতোপূর্বেই বলেছি। নবী ﷺ ও সাহাবীদের যুগে এই দুটোর উপরই আমল করা হয়েছে। যার অনেকটাই হাদীস ও ইতিহাসের ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। (ফারান, পৃঃ ১৫)

সংশোধনঃ নবী ﷺ-এর যুগে তাক্বলীদে শাখসী ছিল। কিন্তু কিভাবে? এখনও কি সেই ইমামের তাক্বলীদ হতে পারে না?

যদি সাহাবীদের যুগে তাক্বলীদের প্রমাণ দেখাতে পারেন, তবে আমরা কুরআন ও হাদীসের দলিলভিত্তিক পথের ইত্তিবা' ছেড়ে দিয়ে আপনাদের ইমামের ইত্তিবা' করব। তিনি যেটা বলেছেন সেটাই সহীহ মানব। হাদীস উপস্থাপন করার পরও কি সাহাবীগণ ﷺ নিজেদের ইমামের মাসআলা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নাই? রসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিজে কিছু বলতেন তখন কোন মুক্বাল্লিদ কি বলত যে, "আমি আপনার কথা মানি না, আমি তো (আপনার অমুক সাহাবীর) মুক্বাল্লিদ। আমি শুধুমাত্র আমার ইমামের কথা শুনব। যদি আপনি আপনার কথা মানতে বলেন, তবে আমি আমার ইমামের মধ্যস্থতায় আপনার কথা মানব।" নিঃসন্দেহে ঐ সময় এ বিষয়টি ছিল না। এ কারণে, তাক্বী সাহেবের এ উক্তিঃ "সাহাবীদের আমলে তাক্বলীদে শাখসীর রেওয়াজ ছিল" –এ ধারণা কখনই সহীহ নয়।

ভুল ধারণা– ১৬ ঃ উন্মুক্ত তাক্বলীদের পাশাপাশি সাহাবীদের ﷺ যামানায় ব্যক্তি তাক্বলীদের উদাহরণও রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ইকরামা ﷺ বর্ণনা করেনঃ "মদীনাবাসী ইবনে আব্বাস ﷺ-কে ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল– যার ফরয তাওয়াফের পরে হায়েয আসে (সে কি তাওয়াফে বিদা'র জন্যে পাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, নাকি তার তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে। তাওয়াফ ছাড়া কি ফিরে আসা জায়েয হবে?) ইবনে 'আব্বাস ﷺ বললেনঃ সে চলে যেতে

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

পারবে। মদীনাবাসী বলল: আমরা আপনার কথার প্রেক্ষিতে যায়িদ বিন সাবিতের বিপরীত আমল করব না।"[৬২]

এছাড়া 'ফতহুল বারী'-তে মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসীর সূত্রে বর্ণিত ঘটনাটিতে উল্লিখিত শব্দগুলো নিম্নরূপ :

"আনসারগণ বলল, আমরা যায়িদ বিন সাবিতের ﷺ মোকাবেলায় আপনার কথার অনুসরণ করব না। ইবনে 'আব্বাস ﷺ বললেন: "আপনারা উম্মে সুলায়ম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করুন, দেখবেন যে জবাব আমি দিয়েছি সেটাই সঠিক।"

ইবনে 'আব্বাস ও মদীনাবাসীদের কথোপকথনের ঘটনা দ্বারা দু'টি বিষয় পরিষ্কার হয়। প্রথমত, মদীনাবাসীগণ যায়েদ বিন সাবিত ﷺ-এর একক তাক্বলীদ করতো এবং তাঁর কথার বিরোধী কারো কথার উপর 'আমল করল না। বর্ণিত ঘটনাটিতে ইবনে আব্বাস ﷺ-এর ফতোয়ার উপর আমল না করার বিষয় থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, যায়িদ বিন সাবিতের ফতোয়া তার বিপরীত। দ্বিতীয়ত, 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ ঐ লোকদেরকে এভাবে দোষারোপ করলেন না যে, "তোমরা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাক্বলীদ করার কারণে গোনাহগার হচ্ছো বা শিরক করছো।" বরং তিনি উম্মে সুলায়িম ﷺ-এর কাছ থেকে মাসআলাটি অনুসন্ধান করে বিষয়টি যায়িদ বিন সাবিত ﷺ-এর কাছে পুনরুত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য 'ফতহুল বারী'-তে আছে যে, এ লোকেরা মদীনায় পৌঁছে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের পরামর্শ মোতাবেক এ ঘটনাটি অনুসন্ধানের লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার যায়িদ বিন সাবিতের ﷺ কাছে পেশ করে।

---

৬২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– কিতাবুল হজ্জ باب اذا حاضت المرأة بحج ما افاضت; হাদীসটির পরবর্তী অংশ হল: ইবনে আব্বাস ﷺ তাদেরকে বললেন : "(তাহলে) তোমরা মদীনায় ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবে। তারা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করল। যাদের তারা জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের মাঝে উম্মে সুলায়ম ﷺ-ও ছিলেন। তিনি তাদের সাফিয়্যার (উম্মুল মু'মিনীন) ﷺ ঘটনাটি (বিদা'য়ী তাওয়াফের পর ফিরে যাওয়া) বর্ণনা করে শুনালেন।" সুতরাং এ ঘটনাটি দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণিত হয় না, বরং তাহক্বীক্ব (গবেষণা/ পর্যালোচনা) প্রমাণিত হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

ফলে যায়িদ বিন সাবিত ﷺ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের পুরানো ফতোয়া থেকে ফিরে আসেন।" (ফারান, পৃঃ ১৫-১৬)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেবের আলোচ্য উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয়,

১. মদীনাবাসীর যায়িদ বিন সাবিতের ﷺ ফতোয়ার উপর বিশ্বাস ছিল না। অর্থাৎ মদীনাবাসীরা তাঁর তাক্বলীদ করত না, বরং অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ইবনে 'আব্বাসের কাছে গিয়েছিল। কেননা, নিজের ইমামের ফতোয়ার বিশ্লেষণের জন্য অন্যদের ইমামের কাছে যাওয়া তাক্বলীদ নয়, বরং তাহক্বীক্ব (বিশ্লেষণ)। এ কারণে ঘটনাটি তাক্বলীদ খণ্ডন করে, কখনই সমর্থন করে না।

২. ইবনে 'আব্বাস ﷺ একথা কখনই বলেন নাই যে, তোমরা মুক্বাল্লিদ হওয়ায় তোমাদের পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। বরং তিনি তাদেরকে অনুসন্ধান করতে বলেছেন। যা থেকে তাক্বলীদের বিরোধীতা প্রমাণিত হয়।

৩. ঐ লোকেরা অনুসন্ধান ছেড়ে দেয় নি। বরং মদীনা মুনাওওয়ারাতে পৌঁছে উম্মে সুলায়ম ﷺ ও অন্যদের জিজ্ঞাসা করেছিল। তাছাড়া কেবল নিজেরাই ফিরে আসে নাই, বরং নিজেদের ইমামকেও সংশোধন করেছিল। মুক্বাল্লিদগণ কি এটা করতে পারে? অর্থাৎ তারা অনুসন্ধান করতে থাকবে যতক্ষণ না মাসআলার দলিল তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়। আবার অনুসন্ধানে প্রাপ্ত মাসআলা নিজের ইমামকে পালন করানোর চেষ্টা করে। এ সবকিছুইতো তাক্বলীদকে খণ্ডন করে। আমাদের জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে গায়েবী সাহায্য যে, তাক্বী সাহেব এমন একটি দলিল পেশ করেছেন যা স্বয়ং তাঁর যুক্তিকেই খণ্ডন করে।

৪. এ ঘটনাটি থেকে কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, মদীনাবাসীরা যায়িদ বিন সাবিত ﷺ-এর সব কথাই মানতেন। বরং এটা তো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল, যেখানে তারা দু'জনকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিল। আবূ দাউদ তায়ালিসীর যে বর্ণনা তাক্বী সাহেব

https://www.facebook.com/178945132263517

উল্লেখ করেন নাই সেখানে একথা পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্ণনাটি হল:

اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت يوم النحر فقال زيد : يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت

"ইবনে 'আব্বাস এবং যায়িদ বিন সাবিত ﷺ-এর মধ্যে ঐ মহিলা সম্পর্কে মতপার্থক্য হল, যার নহরের দিন তাওয়াফ করার পর হায়েয শুরু হয়ে যায়। যায়িদ ﷺ বলেন: 'সে শেষের দিকে তাওয়াফ করে নেবে।' ইবনে 'আব্বাস ﷺ বললেন: 'যখন চায় চলে যেতে পারে।" (মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী পৃ:২২৯)[৬৩]

এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, মদীনাবাসীরা তাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উক্ত জবাবগুলো ছিল এবং দু'জনের মধ্যে ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) দেখা দিল। যায়েদ বিন সাবিতের ﷺ কথা সন্দেহমুক্ত ছিল এবং ইবনে 'আব্বাসের ﷺ ফতোয়াতে তাদের সন্দেহ ছিল যে, জানি না তাওয়াফে বিদা' যা হজ্জের রোকন– তা ছেড়ে দেয়া জায়েয না নাজায়েয? যায়েদ ﷺ-এর কথা মানলে হজ্জ সম্পূর্ণ হতো। পক্ষান্তরে ইবনে 'আব্বাসের ﷺ ফতোয়ার কারণে হজ্জ অসম্পূর্ণ থাকবে বলে তাদের মনে হয়েছিল। এ কারণে তারা সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে দেয় এবং সন্দেহমুক্ত বিষয় ছাড়ল না।

---

৬৩. **সহীহ:** আলবানী হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন (ইরওয়াউল গালীল ৪/২৬২ পৃ : হা/১০৬৮-এর আলোচনা প্রসঙ্গ। অনুরূপ: মুসনাদে আহমাদ অনুচ্ছেদ: হাদীস উম্মে সুলায়ম ﷺ , শু'আয়েব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৩১পৃ:, হা/২৭৪৭২]

https://www.facebook.com/178945132263517

[অনুসন্ধানের পর যখন তারা জানল, নবী ﷺ বিদায়ী তাওয়াফের ক্ষেত্রে হায়েযগ্রস্থা মহিলাদেরকে ছাড় দিয়েছেন (সহীহ বুখারী –কিতাবুল হজ্জ), তখন ইবনে 'আব্বাসের ফতোয়ার উপর সন্দেহ নিরসন হল। –অনুবাদক]

৫. এ ঘটনার প্রেক্ষিতে তাক্বী সাহেবের কাছে প্রশ্ন হলঃ

ক. একজন হানাফী মুক্বাল্লিদ কি 'শাফে'য়ী আলেম'-এর কাছে কোন মাসআলা অনুসন্ধান করে (সঠিক বলে মনে করলে), ঐ মাসআলার উপর 'আমল করতে পারে কি? যদি পারে তবে সে মুক্বাল্লিদ থাকল, না মুহাক্কিক্ব (গবেষক) হল?

খ. দ্বিতীয় প্রশ্ন– মদীনাবাসীরা কি আজো যায়েদ বিন সাবিতের ﷺ তাক্বলীদ করেন। যদি না করেন, তবে কেন?

[ভুল ধারণা– ৬১ তে এ সম্পর্কীত আরো আলোচনা করা হয়েছে। –অনুবাদক]

ভুল ধারণা– ১৭ ঃ আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ-এর কাছে কিছু লোক একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করে পুণরায় সে মাসআলাটি 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল। এমনকি তারা তাঁর কাছে আবূ মূসা ﷺ-এর রায়ও উপস্থাপন করল। ইবনে মাস'উদ ﷺ, আবূ মূসা ﷺ-এর বিরোধী ফতোয়া দিলেন। তখন লোকেরা আবূ মূসা ﷺ-কে ইবনে মাস'উদের ফতোয়ার কথা জানাল। আবূ মূসা ﷺ বললেনঃ "যতক্ষণ এই জ্ঞানসমুদ্র তোমাদের মধ্যে জীবিত আছেন, ততক্ষণ তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থাক।"

আবূ মূসা ﷺ-এর কথা থেকে সবাই বুঝতে পারবে যে, তিনি প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে আব্দুল্রাহ ইবনে মাস'উদের ﷺ সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে যাবার পরামর্শ দিতেন। এটাইতো তাক্বলীদে শাখসী, অর্থাৎ, প্রত্যেক মাসআলাতে একজন আলেমের দিকে ফিরে যাওয়া। (ফারান, পৃ:১৬)

সংশোধনঃ হাদীসে প্রমাণিত আছে, আবূ মূসা ﷺ-এর ফতোয়া হাদীসের বিরোধী ছিল। ইবনে মাস'উদ ঐ ফতোয়া মোতাবেক ফতোয়া দিতে এই বলে অস্বীকার করলেন যেঃ

لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

https://www.facebook.com/178945132263517

"যদি আমি এই ফায়সালা দিই তবে গোমরাহ হয়ে যাব এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। বরং আমি তো সেই ফায়সালা দেব, যে ফায়সালা নবী ﷺ দিয়েছিলেন।"[৬৪] তখন ইবনে মাস'উদ হাদীস মোতবেক সিদ্ধান্ত দিলেন। কেননা, আবূ মূসা ﷺ হাদীসের উপরে এতটা অভিজ্ঞ ছিলেন না, যতটা ইবনে মাস'উদ ﷺ ছিলেন। এজন্যে আবূ মূসা ﷺ তাঁর হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছেন: "এই জ্ঞানসমুদ্র যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন আমার কাছে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না।" অর্থাৎ তিনি তো এ উক্তি দ্বারা হাদীসের দিকে ফিরে যাবারই নির্দেশ দিয়েছেন, ইবনে মাস'উদের ﷺ রায়ের অনুসরণ করতে বলেন নি। আর যখন হাদীসের দিকে ফিরে আসল তখন তাক্বলীদ খতম হল।

২. আবূ মূসা ﷺ কখনই এটা বলেন নাই যে, ইবনে মাস'উদ ﷺ ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো না। যখন এটা বলেন নাই– তখন এ ঘটনাটি তাক্বলীদের পক্ষের দলিলও নয়।

৩. আবূ মূসা ﷺ নিজের তাক্বলীদ করা নিষেধ করেছিলেন, এর অর্থ কি এটা– তিনি তাক্বলীদ করার উপযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণ তাক্বলীদের উপযুক্ত। এটাই কি আপনার বক্তব্য?

৪. আবূ মূসা ﷺ তো এটা বলেছেন– যতক্ষণ তিনি জীবিত ততক্ষণ তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁর অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুর পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। এটাওতো তাক্বলীদ নয়। খুব বেশী হলে বলা যায়, জীবিত ইমামদের তাক্বলীদ বৈধ। অথচ এটার দ্বারা আপনি মৃত ব্যক্তির তাক্বলীদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যা একেবারেই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি।

---

৬৪. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– কিতাবুল ফারায়েয باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ।

https://www.facebook.com/178945132263517

৫. আপনার কথানুযায়ী– যদি এই ঘটনা থেকে ইবনে মাস'উদের ﷺ তাক্বলীদ প্রমাণিত হয়। তবে প্রশ্ন হল, আপনারা কি ইবনে মাস'উদের ﷺ তাক্বলীদ করেন? যদি না করেন, তবে চার ইমামের ﷺ ভিতর থেকে একজন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ কিভাবে প্রমাণ করবেন? ঐ যামানার লোকেরা কি ইবনে মাস'উদের ভুল মাসআলার উপর আমল করত? যেমন– রুকু'তে দুই হাত একসাথে করে রানের মাঝামাঝি রাখা।[৬৫] সিজদাতে হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া প্রভৃতি। যদি লোকেরা ঐ ভুল মাসআলায় তাঁর তাক্বলীদ না করে তবে বর্তমানে চার মাযহাবের তাক্বলীদ কেন প্রচলন থাকবে?

ভুল ধারণা– ১৮ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

عن معاذ بن جبل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ

---

৬৫. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম– কিতাবুস সালাত باب النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الأَيْدِى عَلَى الرُّكَبِ فِى الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ ; পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি হল ঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالاَ نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"'আলকামা ও আসওয়াদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ–এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পিছনের লোকেরা কি সালাত আদায় করেছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ তাঁদের মধ্যভাগে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ডান পাশে দাঁড় করালেন ও অপরজনকে বাম পাশে। তাঁরা বললেন : আমরা রুকু' করার সময় আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। কিন্তু তিনি আমাদের হাত ধরে দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাত শেষে বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন।" [সহীহ মুসলিম (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে' ১৯৯১) ২/১০৭৪ নং]

https://www.facebook.com/178945132263517

فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

"নবী ﷺ মু'য়ায বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামানের কাযী নিযুক্তির প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কিভাবে তুমি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবে? মু'য়ায ﷺ বললেনঃ কিতাবুল্লাহর আলোকে ফায়সালা করব। নবী ﷺ আবারো প্রশ্ন করলেন, সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে? মু'য়ায ﷺ বললেনঃ তাহলে আল্লাহর রসূলের সুন্নাহর আলোকে তার ফায়সালা করব। নবী ﷺ আবারো প্রশ্ন করলেনঃ সেখানেও কোন সমাধান খুঁজে না পেলে কি করবে? তখন মু'য়ায ﷺ বললেনঃ আমি ইজতিহাদ ও আমার রায়কে ব্যবহার করব এবং হক্ব খোঁজার ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি করব না। (মু'য়ায ﷺ বলেন) এরপর নবী ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবীর বুকে পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেনঃ 'আল-হামদুলিল্লাহ', আল্লাহ তাঁর রসূলের দূতকে রসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক কথা বলার তাওফিক্ব দিয়েছেন।"[৬৬]

এ ঘটনাটি তাক্বলীদ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এমনই একটি হেদায়েতের আলোকবর্তিকা যার শিখায় আমরা সবাই সত্যের নির্ভুল পথের সন্ধান পেতে পারি। এ ঘটনাটি থেকে আমার শুধু একটি বিষয় তুলে ধরা উদ্দেশ্য। তাহল, নবী ﷺ ইয়ামেনবাসীর কাছে নিজের ফুক্বাহা সাহাবীদের মধ্যে থেকে কেবল একজন জলীল ক্বদর সাহাবীকে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁকে হাকিম, কাযী ও মুজতাহিদ হিসাবে ইয়ামেনবাসীর জন্য বাধ্যতামূলক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব গণ্য করেছিলেন। তিনি শুধু কুরআন ও সুন্নাত থেকেই নয়, বরং ক্বিয়াস ও ইজতিহাদ মোতাবেক ফতোয়া দেবার অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র এটাই যে, নবী ﷺ ইয়ামেনবাসীকে তাক্বলীদে শাখসীর অনুমতি দিয়েছিলেন। বরং একক বাধ্যতামূলক আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফারান, পৃঃ ১৬-১৭)

---

৬৬. **য'য়ীফঃ** আবূ দাউদ- কিতাবুল আক্বযীয়্যাহ باب اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِى الْقَضَاءِ । আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৩৫৯২]

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধন: হাদীস উপস্থাপনের পূর্বে এটা দেখতে হবে যে, হাদীসটি সহীহ না অসহীহ। এই হাদীসটি রেওয়ায়াত ও দেরওয়ায়াত কোন দিক থেকেই সহীহ নয়।

হাদীসটির সনদের পর্যালোচনা : ইমাম তিরমিযী رحمه الله বলেন,

لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل

"আমাদের কাছে হাদীসটির এছাড়া আর কোন সনদ নেই এবং আমার কাছে এর সনদ মুত্তাসিল নয়।" [তিরমিযী– কিতাবুল আহকাম باب ما جاء في القاضي كيف يقضي হা/১৩২৮]

ইমাম জাওক্বানী رحمه الله বলেন:

هذا حديث باطل ..... سألت من لقيته من اهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقا غيْر هذا والْحارث بن عمرو هذا مَجهول واصحاب معاذ من اهل حِمص لا يعرفون ومثل هذا الاسناد لا يعتمد عليه فى اصل من اصول الشرعية

"এই হাদীসটি বাতিল। ..... আমি যে সমস্ত আহলে 'ইলমের সাথে মিলিত হয়েছি, তাদের কাছে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু হাদীসটির এই একটি মাত্র তরীক্বা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। এর সনদের হারিস বিন 'আমর মাজহুল (অপরিচিত) এবং মু'য়ায ﷺ থেকে বর্ণনকারী আহলে হিমসেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ধরণের সনদের উপর ভিত্তি করে শরী'আতী বিষয়ের উপর নির্ভর করা যায় না।

এখন বলুন, যখন হাদীসটিই বাতিল তখন এটা উপস্থাপনে ফায়দা কি?

দেরাওয়ায়াতের পর্যালোচনা: এ হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, কোন মাসআলার সমাধানের ক্ষেত্রে হাদীস কেবলমাত্র ঐ সময় খোঁজ করতে হবে যখন কুরআন মাজীদের তার সমাধান পাওয়া যাবে না। অথচ এটা একদমই ঠিক নয়। যেমন– কুরআন মাজীদে আছে, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ "এই (কুরআনে বর্ণিত) নারীগণ (ছাড়া) অন্যসব নারীকেই

https://www.facebook.com/178945132263517

তোমাদের (বিবাহের) জন্য হালাল।"[৬৭] এর অর্থ হল, ফুপি ও ভাতিজী এবং খালা ও বোনঝিকে একত্রে বিবাহ করা যাবে। কেননা, কুরআন মাজীদ শুধুমাত্র দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা নিষেধ করে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়। এ মাসআলার সমাধান যখন কুরআন মাজীদেই পাওয়া যাচ্ছে তখন আর হাদীস দেখার প্রয়োজন কি?

এভাবে বিবাহিত যেনাকারীকে কুরআন মাজীদ মোতাবেক কেবলমাত্র একশ' কোড়া মারা যাবে। এ মাসআলা যখন কুরআন মাজীদ থেকে পেলাম, তখন হাদীস দেখার প্রয়োজন নেই। যখন কুরআন মাজীদে থাকবে না তখন হাদীস দেখতে হবে– এর অর্থ হল, পাথর ছুড়ে হত্যার শাস্তি মানসুখ হয়ে গেছে। শুধু এতটুকুই নয়, এ ধরণের অসংখ্য মাসায়েলে ভুল হবে– যা হানাফী মাযহাবেও জায়েয নেই। এ কারণে এ হাদীস বর্ণনার দেরওয়ায়াত (মূল বক্তব্য)– ও বাতিল।

হাদীসটি সহীহ হলেও তাক্বলীদ প্রমাণিত হয় নাঃ

১. হাদীসটিতে গভর্নরের ফায়সালা সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, কোন আলেমের ফায়সালা সম্পর্কে নয়। আপনাদের ফক্বীহগণ কোথায় গভর্নর ছিলেন যে তাদের ফায়সালা দেবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল।

[সংযোজনঃ সম্মানিত লেখকের এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মু'য়ায ﷺ আলেম ছিলেন না কেবল গভর্নরই ছিলেন। বরং একজন গভর্নরকে অবশ্যই শিক্ষিত ('আলেম) ও সচেতন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে লেখকের উদ্দেশ্য হল, যারা ফক্বীহ হয়েও শরী'আতের দলিল ছাড়াই হুকুম দেন তাদের সম্পর্কে। কেননা গভর্নরদেরকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক ফায়সালাও দিতে হয়– যা মানুষের পারস্পরিক হক্ব সম্পর্কীত বিষয়েও হতে পারে। কিন্তু শরী'আতী ফায়সালার ক্ষেত্রে দলিল নেই তো– হুকুমও নেই। এ পর্যায়ে তাক্বী সাহেবে সহীহ বুখারী (অধ্যায়ঃ ফারায়েয) থেকে দলিল উপস্থাপন করেছেন যে, মু'য়ায ﷺ-কে আলেম ও আমীর উভয় হিসাবেই প্রেরণ করা হয়।[৬৮] এ থেকে তিনি

---

৬৭. সূরা নিসা ঃ ২৪ আয়াত।

৬৮. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ৪৮।

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রমাণ করতে চেয়েছেন মাস'উদ আহমাদ ﷾ মু'য়াযকে আলেম হিসাবে গণ্য না করে কেবল গভর্নর হিসাবে গণ্য করে ভুল করেছেন। অথচ মাস'উদ আহমাদ সাহেবের বক্তব্য হল, গভর্নরকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমনকি কুরআন ও হাদীসে কি নির্দেশনা আছে, ঐ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সমাধান পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। আর এই ফায়সালা চূড়ান্ত শরী'আতের মর্যাদা পায় না। পক্ষান্তরে মাযহাবী আলেমরা নিজস্ব মনগড়া প্রশ্নোত্তর সৃষ্টি করে বিধি-বিধান আবিষ্কার করে তাদের ফেরাহত লেখেন এবং ঐ বিধি-বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হিসাবে চিহ্নিত করেন। -অনুবাদক]

২. গভর্নর ও কাযীদের ফায়সালা প্রদান আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক বিষয়ে হয়ে থাকে। এজন্যে তারা এ ব্যাপারে অনন্যপায়। অথচ আপনারা মুজতাহিদের ঐ ফতোয়াকে স্থায়ী শরী'আতের মর্যাদা দিচ্ছেন। কাযীর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত শরী'আত নয়, বরং অনন্যপায় অবস্থায় এটা গ্রহণ করা হয়। অথচ ফক্বীহগণের ফতোয়া শরী'আতে পরিণত হয়েছে এবং তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুক্বাল্লিদদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা কৃত্রিম শরী'আত– আর এটাই শির্ক।

৩. গর্ভনরের ফায়সালা শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু আপনাদের ফিক্বাহ ও ফতোয়ার কিতাবে এটা শুধু দৃষ্টান্তই নয় বরং শরী'আতী কানুন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এটাই শির্ক ফিশ শারী'আত।

৪. মু'য়ায ﷺ-এর তাক্বলীদ কি এখনো ইয়ামানে আছে। যদি না থাকে, তবে এ ঘটনা থেকে কোন মৃত ইমামের তাক্বলীদ কিভাবে প্রমাণ করা যায়?[৬৯]

৫. আপনারা কি মু'য়ায ﷺ-এর ফায়সালা গ্রহণ করেন। মু'য়ায ﷺ মুসলিমকে কাফিরের ওয়ারিশ গণ্য করতেন। এর এ

---

৬৯. এ পর্যায়ে তাক্বী সাহেবের ঐ সব উদাহরণের জবাব হয়ে গেল, যেখানে তিনি মু'য়ায বিন জাবালকে লোকজন কর্তৃক সমস্যা সমাধানে তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ৫১-৫২)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

দলিল হিসাবে যে হাদীসটি উপস্থাপন করতেন তা হল: الإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ "ইসলাম বৃদ্ধি করে, কিন্তু কমায় না।" [আবূ দাউদ- কিতাবুল ফারায়েয باب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ][৭০]

আরো ভুল ধারণা ও তার সংশোধন: এ ঘটনার মাধ্যমে তাক্বী সাহেবের নিম্নোক্ত অতিরিক্ত ভুলগুলোও সম্পৃক্ত রয়েছে,

১. তিনি মনে করেছিলেন এ ঘটনার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে অথচ সন্দেহ-সংশয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. তিনি লিখেছেন শুধুমাত্র মু'য়ায ﷺ-কে ইয়ামানে পাঠানো হয়েছিল। অথচ আবূ মূসা ﷺ-কেও ইয়ামানের এক এলাকাই গভর্নর হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। তিনি একটি ঘটনায় মু'য়ায ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আবূ মূসা ﷺ, মু'য়ায ﷺ পৌছার পর এক মুরতাদকে হত্যা করেন।[৭১] যদিও আবূ মূসা ﷺ কাযী ছিলেন, সাথে সাথে গভর্নরও ছিলেন।

---

৭০ **য'য়ীফ:** আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন (আহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৯১২)। শু'আয়েব আরনাউত বলেছেন: সনদের ইনক্বিতা'র (সূত্র ছিন্ন হওয়ার) কারণে হাদীসটি য'য়ীফ। [তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৫/২৩০/২২০৫৮ নং] তাক্বী সাহেব হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও মুস্তাদরাকে হাকিমের সূত্রে বর্ণনার পর উল্লেখ করেছেন: "ইমাম হাকিম বলেন, এ সনদ বুখারী ও মুসলিমের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ।" (মাযহাব কি ও কেন? ৪৯ পৃষ্ঠা) অথচ ইমাম আবূ দাউদ رحمه الله স্পষ্টভাবে বলেছেন: আবূল আসওয়াদ নাম উল্লেখ না করা এক ব্যক্তির মাধ্যমে মু'য়ায ﷺ হতে শ্রবণ করেছেন। আর তিনি মাজহুল। ইমাম বায়হাক্বীও অনুরূপ বলেছেন। হাফিয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারীতে' (১২/৪৩) হাকিম কর্তৃক সহীহ আখ্যা দানকে উল্লেখ করার পর তাঁর সমালোচনা করে বলেছেন: আবুল আসওয়াদ এবং মু'য়াযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তবে তার থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ... ইমাম মানাবী আলোচ্য হাদীসটিকে দৃঢ়তার সাতে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। [বিস্তারিত: আয-য'য়ীফাহ ৩/১১২৩ নং]

৭১. **সহীহ:** আবূ দাউদ- কিতাবুল হুদূদ باب الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৪৩৫৫)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

এভাবে আলী ﷺ-ও কাযী হয়ে ইয়ামানে গিয়েছিলেন।[৭২]

শিক্ষণীয় দিকঃ এ সমস্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই হাদীসটি না রেওয়ায়াত না দেরওয়ায়াতের পর্যালোচনায় সহীহ। এ কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত এখানে আকস্মিক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফায়সালার বর্ণনা এসেছে, যা প্রতিষ্ঠিত শরী'আতের জালিয়াতি (বিকৃতি) সম্পর্কীত ছিল না। আপনাদের ফক্বীহগণ তো নিজেরাই মনগড়া প্রশ্ন তৈরী করেছেন এবং পুনরায় নিজেরাই তার মনগড়া জবাব তৈরী করে পাণ্ডিত্য যাহির করেছেন। এভাবে শরী'আতকে বিকৃত করেছেন। বরং তাঁরা এমন এমন মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন যে কখনই ঘটা সম্ভব নয়। যেমন, ফিক্বাহর বক্তব্য হচ্ছে– "মুখান্নাস (হিজড়া) যদি নিজে নিজের সাথে সহবাস করে এবং এর ফলে বাচ্চা হয় – তবে ঐ বাচ্চা কি পরিচয়ের মাধ্যমে মুখান্নাসের ওয়ারিস গণ্য হবে? ঐ বাচ্চার পরিচয় কি পিতার সাথে হবে, না মাতার সাথে? নাকি দু'জনের সাথে হবে? আর যদি তার সত্যিই দু'টি বাচ্চা হয়– একটি পেট থেকে, অন্যটি পিঠ থেকে, তবে দুজনের কেউই ওয়ারিস হতে পারবে না। কেননা ঐ পেট ও পিঠে সহবাস হবে না। (হায়াতে ইমাম আবূ হানিফা –লেখকঃ মুহাম্মাদ আবূ যুহরাহ)

---

৭২. হাসানঃ আবূ দাউদ– কিতাবুল ক্বাযা بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৩৫৮২)

https://www.facebook.com/178945132263517

ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণ বৈধকে অবৈধ করতে পারেন না

ভুল ধারণা– ১৯ ঃ

১. আল্লাহ ﷻ'র অশেষ রহমত বর্ষিত হোক আমাদের পূর্ববর্তী ফুক্বাহায়ে মুজতাহিদের উপর যারা নিজ নিজ যামানায় শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী ছিলেন। আর যাদেরকে আল্লাহ ﷻ যুগের পরিবর্তনশীলতার উপর সদা–সতর্ক দৃষ্টি রাখার তাওফিক্ব দিয়েছেন। তারা পরবর্তীদের জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাক্বলীদে মতলকের (উন্মুক্ত অনুসরণের) পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।[৭৩] (ফারান, পৃ:১৭)

সংশোধন: আল্লাহ ﷻ'র কি এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের জ্ঞান নেই? তিনি দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলেন, অথচ এদিকে খেয়াল করলেন না যে, তাক্বলীদে মুতলাকের দরজা সব সময়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা ঠিক নয়।

২. যে বিষয় আল্লাহ ﷻ হালাল করেছেন, সেটা ফুক্বাহাগণ হারাম করেছিলেন– এর অধিকার ফুক্বাহাগণ কি আল্লাহর তরফ থেকে পেয়েছেন? তাঁরা তো আল্লাহর শরী'আতের মধ্যে পরিবর্তন করেই চলেছেন। তাঁরা কি শরী'আতদাতা? আল্লাহ ﷻ তো তাঁর রসূলকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

"হে নবী! আপনি কিভাবে হারাম করবেন যে জিনিস আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন।" [সূরা তাহরীম ঃ ১ আয়াত]

যখন নবীই হালালকে হারাম করতে পারেন না তখন ফক্বীহগণ কিভাবে তা পারবেন? এটকি কি শির্ক ফিত্-তাশরি'য়ী নয়? আফসোস, প্রবৃত্তি পূজার বশবর্তী হয়ে আপনারা তাক্বলীদে শাখসীকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। আল্লাহ না করুন, যদি কোথাও প্রবৃত্তিপূজার বশবর্তী হয়ে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে দেয়া হয়। যেখানে প্রবৃত্তিপূজা

---

৭৩. ক্ষমতার অধিকারী গণ্য করা হয় – তবে কি তা শিরক নয়? (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

নেই, যেমন "তাক্বলীদে মুতলাক্ব" (উন্মুক্ত অনুসরণ) যা হালাল ছিল, সেটাকে হারাম করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ তাক্বী সাহেবের বর্ণনানুযায়ী তাক্বলীদে মুতলাক্বের সঙ্গা হল, কোন জাহেল কোন আলেমের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, এক্ষেত্রে সে তার জিজ্ঞাসার পরিধি কোন আলেমের মধ্যেই সুনির্দিষ্ট করে না।

ভুল ধারণা– ২০ ঃ ফক্বীহগণ যখন বুঝতে পারলেন– ধীরে ধীরে সততা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি উঠে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাক্বলীদে মুতলাক্বের দরজা উন্মুক্ত রাখা হয় তবে অনেক লোক সজ্ঞানে ও অজ্ঞাতসারে প্রবৃত্তির গোলামীতে নিমজ্জিত হবে। (ফারান, পৃ: ১৭,১৮)

সংশোধন: এটা ভুল ও নিকৃষ্ট চিন্তা। কোন মু'মিন কি এটা করতে পারে? তাক্বী সাহেব এটা বুঝাতে চেয়েছেন– তাক্বলীদে শাখসী (ব্যক্তির অন্ধঅনুসরণ) এই ধরণের প্রবৃত্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। আফসোস, তাক্বী সাহেবের এদিকে খেয়াল নেই যে, ইত্তেবা' রসূলের মাধ্যমে আরো সুন্দরভাবে প্রবৃত্তিপূজা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এ কারণে ইত্তেবা'য়ে রসূল ছেড়ে অন্য কোন দিকে যাবার প্রশ্নই উঠে না। এ জন্যই আমরা রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। কেননা, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখানো হেদায়েত প্রবৃত্তিপূজা নিরসনে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য। কখনই ঐ ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ নয়– যাদেরকে আমরা কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের মধ্যে আনি না। যাদের কথা খণ্ডন করলে ঈমান যায় না।

[সংযোজন: মুসলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য ও ফিতনা ফাসাদ ব্যাপক হলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইরবায বিন সারিয়াহ্ ﷺ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

وَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

https://www.facebook.com/178945132263517

"একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে এমনি মর্মস্পর্শী ওয়ায করলেন যে, তাতে অন্তরসমূহ ভীত ও চোখসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। আমরা বললাম : ইয়া রসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছে এটা যেন বিদায়ী ভাষণ, তাই আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি যদিও কোন গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে, অচিরেই তারা অসংখ্য ব্যাপারে মতভেদ দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের উচিত হবে আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে মাড়ির মযবুত দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরা। আর তোমরা বিদআত হতে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক বিদআত সুস্পষ্ট গোমরাহী।"[৭৪]

হাদীসটিতে বিভিন্ন মতপার্থক্য দেখা দিলে রসূলের ও খলীফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মানতে বলা হয়েছে। অথচ মাযহাব মানার বাধ্যবাধকতা উক্ত দুই যুগের (১. রসূলের, ২, খলিফায়ে রাশেদীনের যুগের) অনেক পরে সৃষ্ট। উক্ত হাদীসটিই মাযহাব খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। হাদীসটি এটাও প্রমাণ করে মাযহাবী শরী'আত মানাটা বিদ'আত। – **অনুবাদক**]

ভুল ধারণা– ২১ ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "এই ধরণের লোকেরা (স্বার্থের অনুকূলে) এক সময় ঐ ইমামের তাক্বলীদ করে যে নিকাহ ফাসিদ বলে মত প্রকাশ করেন। আবার অন্য সময় (স্বার্থের প্রতিকূলে হলে) অন্য ইমামের অনুসরণ করে যে ঐ নিকাহকে সহীহ বলে মত প্রকাশ করেন। এভাবে 'আমল করা উম্মাতের ঐকমত্যে নাজায়িয।" (ফারান, পৃ: ১৮)

সংশোধন: ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله এ কথাটি (তাক্বলীদ করে না এমন) মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নয় বরং মুক্বাল্লিদদের সম্পর্কে বলেছেন। সেসব লোক নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য কখনো কোন ইমামের তাক্বলীদ করে আবার কখনো অন্য কারো। কিন্তু একজন মুসলিম যার কাছে চার মাযহাবই (শরী'আতী বিধান হিসাবে) না হক্ব এবং যে কেবলমাত্র

---

৭৪. **সহীহ:** আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৩৭ নং)। মুহাম্মাদ তামিরও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (মিশর: দার ইবনে রজব) ১/৫৮ নং। –বাংলা অনুবাদক।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইত্তিবা'য়ে রসূলেই মগ্ন। সে এ ধরণের মাসআলা কিভাবে মানতে পারে, যা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই। সেতো অন্য কারো কথাকেই সহীহ (শরী'আত) বলে মনে করে না যে, তার দিকে মুখ করবে। তারা তো মুক্বাল্লিদদের মতো স্বাধীন নয় যারা চার ইমামকে হক্ব মনে করে এবং যে কোন একজনের অনুসরণ করা জায়েয মনে করে। বরং তারা তো রসূলের অনুসরণের ওয়াদাতে আবদ্ধ। যেহেতু তাক্বলীদ কাজটিই খারাপ– এ কারণেই প্রবৃত্তিপূজার মধ্যে কেউ নিমজ্জিত হতে পারে। তাক্বী সাহেবও এ ধরণের ধ্বংসশীল তাক্বলীদকে খারাপ মনে করেন। উল্লেখ্য যে, চার ইমাম তো সঠিক। কিন্তু তাদের নামের সাথে সম্পৃক্ত মাযহাবগুলোর কোন একটিকে বাধ্যতামূলক শরী'আত হিসাবে মানাকে আমরা কৃত্রিম ও বাতিল বলছি।

তাক্বলীদই প্রবৃত্তিপূজাকে বিস্তার করেঃ উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল, তাক্বলীদের কারণেই প্রবৃত্তিপূজার অস্তিত্ব রয়েছে। যে ব্যক্তি কারো তাক্বলীদ করে না সে দোদুল্যমান নয়। বরং যা কিছু কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত– কেবল সেগুলোকেই সে হক্ব মনে করে।

তাক্বলীদ গোমরাহ বিস্তার করেঃ এ যামানায় যখন ক্ষণে ক্ষণে ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের রায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা ইচ্ছা আল্লাহর নামে বর্ণনা করছে। এমতাবস্থায় এটা খুবই জরুরী যে, তাক্বলীদকে হারাম বলে মনে করতে হবে এবং প্রত্যেক ফতোয়াদাতার থেকে দলিল জিজ্ঞাসা করতে হবে। কেউ কারো রায় প্রচার করার কারণে গোমরাহ হলে তাৎক্ষণিক ভাবে সেটা বন্ধ করে দিতে হবে। কেননা, সে নিজের রায়ের স্বপক্ষে কোন দলিল পেশ করতে পারে নাই। অর্থাৎ যে অজুহাতের কারণে তাক্বলীদ শুরু হয়েছে ঐ একই অজুহাতে এই তাক্বলীদকে হারাম মনে করা জরুরী। যদিও এটা নিজস্ব পছন্দের বিষয়– যার ইচ্ছা দলিল-প্রমাণের পরিচয় পাওয়া পছন্দ করতে পারে, যার ইচ্ছা জাহিলিয়াতকে পছন্দ করতে পারে।

ভুল ধারণা– ২২ ঃ এ বিষয়ে 'উলামায়ে উম্মাতের যথেষ্ট বক্তব্য আছে। এখানে আমরা শুধুমাত্র হাফেয ইবনে তাইমিয়া رحمه الله–এর বক্তব্য তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি। কেননা, ব্যক্তি তাক্বলীদ বিরোধীরা তাঁর

https://www.facebook.com/178945132263517

মহান ব্যক্তিত্বকে খুবই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এবং অনেক বিষয়েই তাঁকে অনুসরণ করে থাকে। (ফারান, পৃ: ১৮-১৯)

সংশোধন: হাফেয ইবনে তাইমিয়া ﵀ যাকিছু লিখেছেন তা থেকে মুক্বাল্লিদদের খারাপ দিকগুলোই ফুটে উঠেছে। যে ব্যক্তি কখনো একজনের আবার কখনো অন্য কারো তাক্বলীদ করে– এভাবে তাক্বলীদের মাধ্যমে নিজের প্রবৃত্তির খাহেশাত পূর্ণ করার মাধ্যম বানিয়ে রাখে। আমরাতো ইবনে তাইমিয়ার কথার সাথে একমত। নিশ্চয় এটাইতো তাক্বলীদের কারিশমা যে, সে এ জাতীয় বাতিল কথার মধ্যেই মানুষকে মগ্ন রাখে।

আমরা একথাও স্বীকার করি যে, ইবনে তাইমিয়া ﵀ অনেক উঁচুস্তরের জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও প্রচার কৌশল খুবই দীপ্তমান ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রশংসিত। কিন্তু এটা একদমই ঠিক নয় যে, আমরা তাঁর অনুসরণ করি। আমরা কোন মাসআলায় তাঁর অনুসরণ করি না। বরং আমরা কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করি। এটা অত্যন্ত জঘন্য অপবাদ– যা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমরা কারো 'ইলমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর তাক্বলীদ বা ব্যক্তি পূজাতে লিপ্ত নই। তাঁর জ্ঞান তো তাঁর নিজস্ব। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপার শুধু আল্লাহ ﷻ'র কথাই দলিল, যা তিনি স্বয়ং এবং তাঁর রসূলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন।

ভুল ধারণা– ২৩ ঃ এটা নিশ্চিত যে, সাহাবা ও তাবে'য়ীগণের যুগে সততা ছিল সর্বস্তরে। নবী ﷺ–এর সোহবতের বরকতে তাঁরা প্রবৃত্তিপূজার উপর এতটাই বিজয়ী হয়েছিলেন যে, শরী'আতের অনুসরণে তাঁদের কোন ত্রুটি ছিল না। এজন্য তাক্বলীদে মতলক্ব ও তাক্বলীদে শাখসী– এই দু'টির উপরই তাদের আমল ছিল। (ফারান, পৃ : ১৯)

সংশোধন: সাহাবা ﷺ ও তাবে'য়ীগণের ﵃ যামানাতেও অনেক ফেতনা প্রসারিত হয়েছিল। যেমন– সাবা'য়ী ফিতনা, খারেজী ফিতনা প্রভৃতি। তাবে'য়ীগণের যামানাতে অনেক হাদীস ধ্বংসকারী লোক সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঐ যামানার নিকটতম যামানাগুলোতেও যথেষ্ট পরিমাণে ঐ সমস্ত লোক ছিল। এই কারণে ঐ যামানাতে হাদীস বিদ্যার উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। যখন এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল তখনইতো তাক্বলীদের বেশী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও যদি তখন তাক্বলীদের

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রয়োজন না হয়ে থাকে, তবে এই যামানাতে তো এর কোনই প্রয়োজন নেই। তাক্বী সাহেবের দাবী হল, ঐ সময়েও তাক্বলীদে শাখসীর আমল ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিল, অথচ এটা মোটেই সহীহ নয়। এটা আমরা পূর্বেই খণ্ডন করেছি। আর কিছু কিছু প্রমাণতো তার নিজের লেখা থেকেই এসেছে।

ভুল ধারণা– ২৪ ঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ ﵀ বলেছেন– "স্মরণ রেখ! প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাক্বলীদের রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে তাক্বলীদে শাখসীর উপর আমল শুরু হয় এবং সে যামানাতে এটা ছিল ওয়াজিব।" (ফারান, পৃঃ ১৯)

সংশোধনঃ প্রথমে তাক্বী সাহেব এটা লিখেছেন যে, সাহাবা ও তাবে'য়ীন (বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) যুগেও তাক্বলীদে শাখসীর প্রচলন ছিল। আবার এখন লিখেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাক্বলীদের প্রচলন ছিল না। বুঝতে পারলাম না তার কাছে কোন তথ্যটি গ্রহণযোগ্য !? প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় কথাটিই সঠিক। অর্থাৎ প্রাথমিক নেককারদের যুগে তাক্বলীদের কোন রেওয়াজ ছিল না।

ভুল ধারণা– ২৫ ঃ কোন কোন ব্যক্তি এই বলে সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সাহাবা ও তাবে'য়ীদের যুগের ঐচ্ছিক বিষয় পরবর্তীকালে এসে ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হতে পারে কিভাবে ? এই স্থূল আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দিতে গিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ﵀ লিখেছেন– "ওয়াজিব আদায় করার একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট পন্থা থাকলে সেটাই আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ কারণে যদি কোন মূর্খ লোক হিন্দুস্থান কিংবা এশিয়া মাইনরের এলাকায় থাকে, যেখানে শাফে'য়ী, মালেকী ও হাম্বলী আলেম নেই; এমনকি ঐ সব মাযহাবের কিতাব–পত্রও পাওয়া যায় না, তবে তার জন্য ইমাম আবূ হানিফার তাক্বলীদ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (ফারান, পৃঃ২০)

সংশোধনঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ ﵀-এর আলোচ্য উক্তিটি নিরুপায় অবস্থার বিধানমাত্র। যদি কোন কিছু খাবার না পাওয়া যায় তবে জীবন রক্ষার্থে শুকর খাওয়াও হালাল হয়ে যায় (সূরা মা'য়িদাঃ ৩ আয়াত)। এভাবে যদি কোন দলিল পত্রই পাওয়া না যায় তবে ইমাম আবূ হানিফা

https://www.facebook.com/178945132263517

ﷺ–এর তাক্বলীদ করবে। কিন্তু যেভাবে শুকর খাওয়া হালাল মনে করা যাবে না, ঠিক একইভাবে তাক্বলীদকেও হালাল মনে করবে না। নিরুপায় অবস্থা শেষ হয়ে গেলে পূণরায় তা হারাম হয়ে যাবে।

ভুল ধারণা– ২৬ঃ শাহ সাহেব হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে লিখেছেনঃ

وهذه الْمذاهب الاربعة الْمدونه الْمحرّة قد أجْمعت الأمّة على جواز تقليدها الَى يومنا هذا وفِى ذلك من الْمصالِح ما لا يَخفى لاسيما فى هذه الايَّما الّتِى قصرت الْهمم جدًا واشربت النفوس الْهوى واعجب كل ذى رأى برأيه وما ذهبَ ابن حزم منَ أن التّقليد حرام غلطٌ

"এই চার মাযহাব যা সুশৃঙ্খলভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে, গোটা উম্মাতের ইজমা' মোতাবেক্ব এগুলোর তাক্বলীদ করা বৈধ। আর এর মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে তা আর গোপন নয়। কেননা, এই যামানার মানুষের যেমন মনোবলে ভাটা পড়েছে তেমনি প্রবৃত্তির গোলামী হৃদয়ের পরতে পরতে শিকড় গেড়ে বসেছে। এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রায় প্রদানে অহঙ্কার বোধ করে। ইবনে হাযমের একথা ভুল যে, তাক্বলীদ হারাম।" (ফারান, পৃঃ২০)

সংশোধনঃ এটা মোটেই ঠিক নয় যে, চার মাযহাবের তাক্বলীদের বৈধতার ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা' হয়েছে। অর্থাৎ সাহাবা ﷺ থেকে নিয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম একে জায়েয বলেছে। সাহাবা, তাবে'য়ীন ও তাবে'-তাবে'য়ীন বরং চারশো হিজরী পর্যন্ত এ মাযহাবের সৃষ্টি হয় নাই। এমনকি অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে কিভাবে ঐ যামানার লোকেরা তাক্বলীদের জায়েয হবার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছিল?

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'র শব্দতো ভুল নয়। তবে আমি জানি না তাক্বী সাহেব কোথা থেকে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন। বরং শাহ সাহেব তো ইবনে হাযমকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, খণ্ডন করেন নাই। শাহ সাহেবের رحمه الله সংশ্লিষ্ট অসম্পূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপনের কারণে এটাই বুঝা যায় যে, তিনি চার মাযহাবের তাক্বলীদ জায়েয মনে করতেন এবং এটাই গ্রহণ করেছেন যে, তাক্বলীদের মধ্যে যুক্তিযুক্ততা আছে। অথচ শাহ সাহেবের رحمه الله এটা

https://www.facebook.com/178945132263517

উদ্দেশ্য নয়। নিচে আলোচ্য বর্ণনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণনা উল্লেখ করা হল। যা তাক্বী সাহেবের আলোচ্য দাবীকে খণ্ডন করে। ঐ বর্ণনার শুরুতে শাহ সাহেব رحمه الله লিখেছেন:

ومِما يناسب هذا الْمقام التّنبيه على مسائل ضلّت فى بواديها الأفهام وزلّت الأقدام وطغت الأقلام ــ منها هذه الْمذاهب الأربعة الْمدوّنة الْمحرّرة

....

"এই স্থানে আমার উদ্দেশ্য হল, কিছু মাসায়েলের বিষয়ে লোকজনকে অবহিত করা। কেননা লোকদের বোধশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, উন্নতি থেমে গেছে এবং কলমের ধার নষ্ট হয়ে গেছে। তার একটি হল, এই চার মাযহাব যা সুশৃঙ্খলভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে.....

অতঃপর শাহ সাহেবের পূর্ববর্তী বর্ণনাটি রয়েছে যা তাক্বী সাহেব উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে পার্থক্য হল তাক্বী সাহেব বাক্যের শেষে غلط (ভুল) শব্দটি এনেছেন যা মূল 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে নেই।

শাহ সাহেবের উদ্দেশ্য হল, লোকদের বুঝ: "তাক্বলীদ জায়েয এবং এর মধ্যে সমাধান আছে এবং এজন্যে এর উপর ইজমা' হয়েছে" –এগুলো সবই ভুল। তিনি লিখেছেন: "বোধশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, কলমের ধার কমে গেছে"। অর্থাৎ শাহ সাহেব যে বিষয়টি খণ্ডন করেছেন, তাক্বী সাহেব সেই উদ্ধৃতিটি (সংক্ষিপ্তভাবে) উল্লেখ করে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতঃপর ইবনে হাযমের উক্তির পর غلط (ভুল) শব্দটি কোথা থেকে আসল এটাও বুঝতে পারলাম না।

[সংযোজন: অতঃপর শাহ সাহেব তাক্বলীদের বিপক্ষে সূরা আ'রাফঃ ৩ আয়াত[৭৫], সূরা বাক্বারাহঃ ১৭০ আয়াত[৭৬], সূরা যুমারঃ ১৭, ১৮ আয়াত[৭৭]; ও মতপার্থক্যের সময় করণীয় সূরা নিসাঃ ৫৯[৭৮] আয়াত উল্লেখ করার পর লিখেছেন:

---

৭৫. আল্লাহ ﷻ বলেন: "অনুসরণ কর যা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। আর আনুসরণ করোনা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোন আওয়ালিয়াদের।" (সূরা আ'রাফ: ৩)

https://www.facebook.com/178945132263517

فلم يُحح الله تعالَى الرد عند التنازع الَى احد دون القرآن والسنة و حرم بذلك الرد عند التنازع

"আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ ﷻ মতপার্থক্যের সময় কুরআন সুন্নাহ ছাড়া কোন কিছুর দিকের ফেরার অনুমতি দেন নি। তেমনি মতপার্থক্যের সময় কোন ব্যক্তির কথার দিক ফেরাও হারাম করা হয়েছে।" –অনুবাদক]

শাহ সাহেবের পরবর্তী উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:

اِنَّمَا يَتِمُّ فِيْمَنْ لَهٗ ضَرْبٌ مِنَ الْاِجْتِهَادِ وَلَوْ فِيْ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ

"ইবনে হাযমের উক্তিটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ইজতিহাদের কিছু কিছু অর্জন করেছে। যদিও তা একটি মাসআলার ব্যাপারে হয়।" (হুজ্জাতুল্লাহ ১/২৬২ পৃ:)

শাহ সাহেব তো ইমাম ইবনে হাযমেরই পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এমনকি যদিও একটি মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদ করতে পারে, তবে ইবনে হাযমের বক্তব্য অনুযায়ী এবং শাহ সাহেবের সমর্থন অনুযায়ী তাক্বলীদ হারাম। এ পর্যায়ে শাহ সাহেব رحمه الله আয্যুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম رحمه الله এর কথা উল্লেখ করেছেন :

---

৭৬. আল্লাহ ﷻ বলেন: "আর যখন তাদেরকে বলা হয় : অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে : কক্ষনো না, আমরা তো কেবল সেই বিষয়ের অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ–দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ–দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না হেদায়েতের পথও।" (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৭০)

৭৭. আল্লাহ ﷻ বলেন: "যারা তাগুতের 'ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ হেদায়েত দেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।" (সূরা যুমার ঃ ১৭-১৮ আয়াত)

৭৮ আল্লাহ ﷻ বলেন: "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে উলূল আমরদের (নেতাদের), এরপর যদি তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়– তবে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরে আস। " (সূরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত)

https://www.facebook.com/178945132263517

لَمْ يَزَلِ النَّاسِ يَسْأَلُوْنَ مَنْ اتَّفَقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيْدٍ لِمَذْهَبٍ وَلاَ انْكَارٍ عَلَى اَحَدٍ مِّنَ السَّائِلِيْنَ اِلَى اَنْ ظَهَرَتْ هذِهِ الْمَذَاهِبُ وَ مُتَعَصِّبُوْهَا مِنَ الْمُقَلِّدِيْنَ فَاِنَّ اَحَدَهُمْ يَتَّبِعُ اِمَامَهُ مَعَ بُعْدِ مَذْهَبِهِ عَنِ الْاَدِلَّةِ مُقَلِّدًا لَهُ فِيْمَا قَالَ كَاَنَّهُ نَبِيٌّ اُرْسِلَ

"লোকেরা সবসময় ঐ সব আলেমদেরকে প্রশ্ন করতো যাদের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কোন বিশেষ মাযহাবকে সুনির্দিষ্ট করা ছাড়াই এবং কোন প্রশ্নকারীকে আপত্তি ছাড়াই মাসআলা অবহিত করানো হত। শেষাবধি এই (সমস্ত ফিক্বহী) মাযহাব এবং তাদের অন্ধ মুক্বাল্লিদগণের উদ্ভব হল। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইমামের মুক্বাল্লিদ হয়ে এমনভাবে তাদের অনুসরণ করতে থাকল যেন – তাদেরকে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে।"

শাহ সাহেব رحمه الله এই আলোচনাটি শেষ করেছেন এভাবে –

فَاِنْ بَلَغَنَا حَدِيْثٌ مِنَ الرَّسُوْلِ الْمَعْصُوْمِ الَّذِىْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ بِسَنَدٍ صَالِحٍ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَذْهَبِهِ وَتَرَكْنَا حَدِيْثَهُ وَاتَّبَعْنَا ذلِكَ التَّخْمِيْنَ فَمَنْ اَظْلَمُ مِنَّا وَمَا عُذْرُنَا يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"সুতরাং যদি আমরা মা'সুম রসূলের হাদীস সনদসহ সহীহভাবে বুঝতে পারি, যার অনুসরণ আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এই সমস্ত হাদীস যদি ঐ মুজতাহিদের মাযহাবের বিরোধী হয় তবে এমতাবস্থায় আমরা যদি তাদের অনুমানভিত্তিক কথার অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের চাইতে অধিক যালেম আর কে আছে? আর যেদিন লোকেরা রব্বুল 'আলামীনের সামনে হাযির হবে, তখন ঐ দিনে আমাদের কি হবে?" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ পৃ: ৩৬৬)

আলোচ্য বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত হল, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رحمه الله তাক্বলীদের ওয়াজিব বা বৈধ হওয়াকে সমর্থন করেন নি। কিংবা একথাও বলেন নি যে, তাক্বলীদের উপর ইজমা' হয়েছে এবং এটা গ্রহণ করার মধ্যে অনেক বিষয়ের সমাধান রয়েছে। বরং তিনি হাদীসের

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মোকাবেলায় তাক্বলীদি বিষয়কে অনুমান ভিত্তিক কথা বলে উল্লেখ করেছেন।

তাক্বলীদ সম্পর্কে শাহ সাহেবের চূড়ান্ত ফায়সালাঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رحمه الله নিজের 'ওয়াসিয়াত নামাহ'-তে লিখেছেনঃ

ودر فروع پیروی علمائے محدثین کہ جامع باشند میان فقہ وحدیث کردن ودائما تفریعات فقہیہ را بر کتاب وسنت عرض نمودن انچہ موافق باشد در خیر قبول آوردن والا کالای بدبریش خاوند دادن امت را ہیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنائ حاصل نیست و سخن مقشف فقہائ کہ تقلید عالمے را رست آویز ساختہ تتبع سنت را ترک کردہ اند نشنیدن وبدیشاں التفات نکردن وقربت خدا جستن بر دوری ایناں۔

"শাখাগত বিষয়ে উলামায়ে মুহাদ্দিসীনদের অনুসরণ করে যারা ফিক্বাহ ও হাদীস একত্রিতকারী, তাঁরা সবসময় ফিক্বহী মাসায়েল কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। যা কিতাব ও সুন্নাতের অনুকূলে তা গ্রহণ করেন, অন্যথায় বর্জন করেন। উম্মাহর সামনে কোন সময়ই মুজতাহিদের ফতোয়াকে কিতাব ও সুন্নাতের মোকাবেলায় পেশ করে সফলতা অর্জন করতে পারে নি। তারা ঐ সব মুজতাহিদদের শুকনো কথা মানে নাই যারা কোন আলেমের তাক্বলীদকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে এবং সুন্নাতের অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছে। তারা এ সমস্ত ফক্বীহদের সাথে সম্পর্ক রাখে নাই। বরং তা থেকে বের হয়ে আল্লাহর নৈকট্য খুঁজে বেরিয়েছে।" (ওয়াসিয়াত নামাহ পৃঃ ২-৩)

উপরে বর্ণিত ওয়াসিয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, শাহ সাহেব رحمه الله কখনই তাক্বলীদকে হক্ব মনে করেন নি। বরং তিনি মুক্বাল্লিদ ফক্বীহদের থেকে বের হয়ে আল্লাহ ﷻ'র নৈকট্য খোঁজার ওয়াসিয়াত করেছেন। তাক্বলীদ সম্পর্কে এটাই শাহ সাহেবের শেষ ও চূড়ান্ত ফায়সালা।

এখন <u>"তাক্বলীদ সম্পর্কে কিছু সন্দেহের নিরসণ"</u> –অধ্যায়ে তাক্বী সাহেবের উপস্থাপনার বিশ্লেষণ নিচে উল্লেখ করলাম।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ভুল ধারণা– ২৭ঃ কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তাক্বলীদের বিরোধীতায় পেশ করা হয়ে থাকে :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলেঃ কক্ষনো না, আমরা তো কেবল সেই বিষয়ের অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না হেদায়েতের পথও।"[৭৯]

কিন্তু আমরা যে বক্তব্য পূর্বের পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছি, যদি তারা সেগুলোর উপর গভীরভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখেন– তবে তাদের এই সন্দেহের নিরসণ হয়ে যাবে। দেখুন, আল্লাহ ﷻ তাক্বলীদের নিন্দার ক্ষেত্রে দু'টি দিক বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হল, আল্লাহর নাযিলকৃত আহকাম খণ্ডনের জন্য তারা না মানার ঘোষণা দিত এবং পরিষ্কারভাবে বলত– আমরা ঐ কথার মোকাবেলায় বাপ-দাদাদের কথা মানবো। দ্বিতীয়ত, ঐ বুযূর্গরা 'আক্বল ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ছিল। (ফারান, পৃঃ ২০-২১)

সংশোধনঃ একজন শাফে'য়ী এজন্য শাফে'য়ী যে, সে শাফে'য়ী মা-বাপের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে। একজন হানাফী এজন্য হানাফী যে, তার বাপ-দাদা হানাফী ছিল। এ কারণে এ সমস্ত মুক্বাল্লিদ নিজেদের বাপ-দাদার পথেই চলে। তাদের পক্ষে এভাবে দাবী করা সম্ভব নয় যে, আমাদের বাপ-দাদার বাছাইকৃত মাযহাবের মধ্যে ভুল আছে কি নেই ? এই চার মাযহাবের তাক্বলীদতো কয়েক শত বছর পরে শুরু হয়েছে। একারণে মুক্বাল্লিদদের বাপ-দাদা অর্থাৎ পূর্ববর্তীরা তাক্বলীদমুক্ত ছিল। মাযহাবীরা পূর্ববর্তী পুরুষদের পরিবর্তে পরবর্তী পুরুষদের অনুসরণ করছে, যারা গোমরাহ হয়েছিল। চার ইমামতো নিজের তাক্বলীদ করতে নিষেধ

---

৭৯. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৭০ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

করে গেছেন। পরবর্তীগণ তাদের তাক্বলীদকে আঁকড়ে ধরেছেন, ফলে গোমরাহ হয়ে গেছেন। কেননা, এই মুক্বাল্লিদরা তো পরবর্তীদের অনুসরণ করে, এ কারণে তারা বাপ-দাদার তাক্বলীদ করছে। আর এই তিরস্কারই আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে। এখন যদি তাদের সামনে কুরআন বা হাদীস উপস্থাপন করা হয়, তখন আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ, "আমাদের বাপ-দাদারা এর বিরোধী আমল করে আসছে। আমরা তাদেরকে এই রাস্তার উপরই পেয়েছি।" তারা কখনই এটা বলে না যে, "আমাদের ইমাম এটা করেছে। আমরা আমাদের ইমামকে এই রাস্তার উপরই দেখেছি। কেননা তারাতো ইমামকেই পায় নাই বা দেখে নাই।"

ভুল ধারণা– ২৮ঃ আমরা যে তাক্বলীদের কথা বলছি– তার মধ্যে এ দু'টি বিষয়ই অস্তিত্বহীন। প্রথমটি হল, কোন তাক্বলীদকারীই আল্লাহ ও রসূল ﷺ-এর আহকামকে খণ্ডন করে কোন বুযূর্গের কথা কখনই মানে না। (ফারান, পৃঃ ২১)

সংশোধনঃ নিশ্চয়ই সেটাই হচ্ছে। যেমন– পাঁচ রাক'আত বিত্র সালাত আদায়ের কথা বলা হলে আপনারা কখনই তা গ্রহণ করেন না। হিলার (হিল্লার) মাসআলাকেও জায়েয করেছেন– যদিও হাদীসে একে নাজায়েয করা হয়েছে, প্রভৃতি।

ভুল ধারণা– ২৯ঃ দ্বিতীয় কারণটির অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, কোন আহলে হক্বই এটা অস্বীকার করে না– যে সমস্ত আয়িম্মায়ে মুজতাহিদগণের তাক্বলীদ করা হয়, তাঁদের মধ্যে যতই ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) থাক না কেন– তাদের প্রত্যেকের মহত্ব ও ক্বদর সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য। (ফারান, পৃঃ ২১)

সংশোধনঃ প্রথমে গভীরভাবে লক্ষ্য করা দরকার, কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে বাপ-দাদার তাক্বলীদ হারাম করা হয়েছে। এর কারণ কেবল এটাই যে, ভুলের ক্ষেত্রে যেন তাদের অনুসরণ করা না হয়। এ কারণটি যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই তাক্বলীদ হারাম হবে। যেমন কোন মাসআলায় বা কিছু মাসআলায় যা ইমাম সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা ভুল। অর্থাৎ ঐ

https://www.facebook.com/178945132263517

মাসআলার সূত্র ইমাম সাহেব পর্যন্ত যায় নাই। তাহলেও কি ঐ মাসআলার উপর আমল করা জায়েয হবে? কক্ষণই নয়। এরপরও যদি ঐ মাসআলার মধ্যে তাদের তাক্বলীদ জায়েয হয়– তবে পুনরায় এর সাথে কাফেরদের তাক্বলীদের পার্থক্য থাকলো কোথায়? কেননা উভয়ক্ষেত্রই এক অর্থাৎ "ভুলের ক্ষেত্রেও কারো অনুসরণ করতে থাকা।"

ভুল ধারণা– ৩০ঃ কেউ কেউ তাক্বলীদের বিষয়ে নিচের আয়াতটি উপস্থাপন করেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"তারা তাদের আলেম ও সংসার বিরাগীদেরকে আল্লাহর পরিবের্ত রব বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩১ আয়াত)

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, মুজতাহিদদের তাক্বলীদ শরী'আত প্রবর্তন বা কৃত্রিম আইন প্রবর্তক হিসাবে করা হয় না। বরং তাকে শরী'আতি আইনের ব্যাখ্যাকারী গণ্য করা হয়। তাঁর সত্তাকে অনুসরণ ওয়াজিব হিসাবে গণ্য করা হয় না। বরং তাঁর শরী'আতের ব্যাখ্যার উপর আস্থা রাখা হয়। এজন্য এই তাক্বলীদের সাথে কাফিরদের তাক্বলীদের সম্পর্ক নেই। (ফারান, পৃঃ ২১)

সংশোধনঃ আক্বীদার দিক থেকে তো কেউ কখনই শরী'আতদাতা মনে করে না। এমনকি মুখে তা স্বীকার করে না। বরং তারা এদেরকে আমলগত ভাবে শরী'আতদাতা বানিয়ে নিয়েছে। আর এটাই শিরক (ফিল আ'মাল)। মক্কার কাফেররা গায়রুল্লাহর পূজা করতো, কিন্তু তারা কখনই এদেরকে প্রকৃত ইলাহ, সৃষ্টিকর্তা, মা'বুদ, ক্বাদির প্রভৃতি মনে করতো না। বরং এক্ষেত্রে পরিষ্কার জবাব দিতঃ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ "আমরা তাদের ইবাদত করি না, কিন্তু তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।"[৮০]

তারা সুস্পষ্টভাবে বলতঃ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ "এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনূস ঃ ১৮ আয়াত)

---

৮০. সূরা যুমার ঃ ৩ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

এতদ্বসত্ত্বেও এই আক্বীদার কারণে তাদেরকে মুশরিক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এ কারণে মুক্বাল্লিদরা যদি নিজের ইমামকে আক্বীদার দিক থেকে শরী'আতদাতা মনে না করে তবে আমলের দিক থেকে তাঁর শরী'আতদাতা হিসাবেই মানে। এ কারণে তারা ঐভাবে মুশরিক যেভাবে মক্কার কাফিররা মুশরিক ছিল।

[সংযোজন: লেখকের এই বাক্যগুলো সংশয়ের সৃষ্টি করে। কেননা, মুশরিকদের উক্ত আচরণগুলো কেবল আমল নয়, বরং আক্বীদার সাথেও সম্পৃক্ত। আর এ কারণেই তারা আক্বীদা ও আমল উভয় দিক থেকেই শিরক করত। যখন মাযহাবের তাক্বলীদকারীর মধ্যে উভয়টিই একত্রে পাওয়া যায়, যেমন– কুরআন ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে লঙ্ঘণ করে ব্যক্তি বিশেষের রায়কেই আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত গণ্য করা। অথচ তা শরী'য়াতের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী– তখন তা চূড়ান্ত শিরক ও কুফরে পরিণত হয়। এর আরো কয়েকটি উদাহরণ হল, চার মাযহাব মানা ওয়াজিব এবং বর্জনকরা গোমরাহী –এই আক্বীদা, শিয়াদের বার ইমাম ও তাঁদের তাক্বলীদের আক্বীদা, ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ (সর্বেশ্বরবাদ), আল্লাহর সিফাত যেভাবে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে– কোন ব্যাখ্যা ও ধরণ–প্রকরণ বর্ণনা ছাড়া মেনে না নিয়ে অস্বীকার করা। এগুলো আক্বীদা ও 'আমল উভয়দিক থেকেই শিরক ও কুফর। –অনুবাদক]

দ্বিতীয় জবাব হল, আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের যে শানেনুযূল এসেছে তাহল: ইয়াহুদী নাসারারা নিজেদের উলামা-মাশায়েখ কর্তৃক হালাল ও হারামকৃত বিষয়ের অনুসরণ করত। আর এটাকেই রসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদত বলে অভিহিত করেছেন। হাদীসটির শব্দটি হল: وذلك عبادتهم اياهم "এটাই তাদের ইবাদত।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর সূত্রে : মুসনাদে আহমাদ, এর সনদ হাসান)

এই হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল, তারা নিজেদের উলামা ও মাশায়েখদের আমলের অনুসরণ করত। আর এটাই তাদের ইবাদত ছিল। এটা হল রব বানানো।

[সংযোজন: অন্যত্র নবী ﷺ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন:

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

https://www.facebook.com/178945132263517

"এমন নয় যে, তারা এদের ইবাদত করত। বরং এরা যদি তাদের জন্য কিছু হালাল করে দিত তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত; এরা যখন কোন কিছু হারাম বলে স্থির করত তখন তারাও তা হারাম বলে গ্রহণ করতে।"[৮১]

এ পর্যায়ে একই হাদীসের শানে-নুযূলে ইবাদত শব্দটি নিয়ে দু' ধরণের বক্তব্য পাওয়া গেল। উভয় হাদীসের মধ্যে নিম্নোক্ত পন্থায় সমন্বয় করা যায়:

১) ইবাদত শব্দটি ইতা'আত (আনুগত্য) অর্থেও ব্যবহৃত। আমীর, আলেম-'উলামা, পিতামাতা, স্বামী, বয়োজ্যেষ্ঠ এদের ইতা'আত করা শরী'আতে অনুমোদিত। শর্ত হল, তা আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী হবে না। যদি আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মেনে নেয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ হুকুমের প্রতি কুফরী করা হয়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: لاَطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ "নাফরমানীর ব্যাপারে ইতা'আত নেই। ইতা'আত কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজে।"[৮২] অন্যত্র তিনি ﷺ বলেন: لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে কোন সৃষ্টির ইতা'আত নেই।"[৮৩] শানে নুযূল হিসাবে বর্ণিত প্রথম হাদীসটিতে আলেম-উলামাদের হালাল বা হারাম করা বিষয়কে আল্লাহ ﷻ'র নাযিলকৃত বিধানের উপরে মর্যাদা দেয়ার কারণে, আনুগত্য বা ইতা'আতগত দিকে থেকে ইবাদত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২) দ্বিতীয় হাদীসটিতে, "এমন নয় যে, তারা এদের ইবাদত করত" – বাক্যটিতে ইবাদত শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন – সালাত, সিয়াম, যিকির, সাজদা, রুকু', ক্বিয়াম প্রভৃতি এ ধরণের ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট। পূর্বোক্ত ইতা'আতের ন্যায় এক্ষেত্রে কোন মানুষের 'ইবাদাত প্রযোজ্য নয়।

উল্লেখ্য, সালাত, সিয়াম, হজ্জ প্রভৃতি একত্রে পারিভাষিকভাবে আল্লাহর ইবাদত ও ইতা'আত উভয় দাবীই পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে বিচার-ব্যবস্থা, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার প্রভৃতি কেবল পারিভাষিকভাবে আল্লাহর ইতা'আতের দাবী পূর্ণ করে। কিন্তু শাব্দিক অর্থে উভয়টিকেই 'ইবাদত বলে গণ্য করা হয়। এ কারণেই পূর্বোক্ত একই আয়াতের শানে-নুযূলে বর্ণিত হাদীস দু'টিতে একই শব্দের দু' ধরণের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ "তাফসীর হুকুম বি গয়রি মা-আনঝালাল্লাহ" অনুবাদ ও সঙ্কলন: কামাল আহমাদ। **(অনুবাদক)]**

---

৮১. **হাসান:** তিরমিযী- তাফসীরুল কুরআন, সূরা তাওবা। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৩০৯৫]

৮২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৪৯৬ নং।

৮৩. **সহীহ:** শরহে সুন্নাহ, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৫২৭ নং। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ২/১০৬২ পৃ:]।

https://www.facebook.com/178945132263517

তৃতীয় জবাব হল, 'উলামা ও মাশায়েখগণ যা বলত সেটাকেই তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করত।

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাকিয়ে কিতাব পাঠ করে– যাতে তোমরা মনে কর, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। তারা বলেঃ এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলেঃ এটি আল্লাহর কথা অথচ, এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।" [সূরা আল ইমরান ঃ ৭৮ আয়াত]

আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হল, আহলে কিতাবদের আলেমরা স্বয়ং মাসআলা তৈরী করত এবং তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করত। মুক্বাল্লিদগণ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত এবং সেটাকে আল্লাহর দেয়া মাসআলা মনে করে তাদের তাক্বলীদ করত। অর্থাৎ ঐ লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের আলেমদের তাক্বলীদ করত না, যতক্ষণ না তাদেরকে এটা বলা হত– এটা আল্লাহর হুকুম। যদিও তারা শরী'আতদাতা হিসাবে আল্লাহকেই মানত, কিন্তু আমলগত দিক থেকে তারা ঐ সমস্ত আলেমদের মুক্বাল্লিদ ছিল। এ কারণেই আল্লাহ ﷻ তাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ "তারা আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩১) .....

চতুর্থ জবাব হল, মুক্বাল্লিদদের সামনে যখন তাদের মাযহাবের বিরোধী কোন আয়াত বা হাদীস পাঠ করা হয়, তখন তারা এটা গ্রহণ করে না। বরং তারা মাযহাবকে আঁকড়ে থাকে। .... (যেমন) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

كَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ

"নবী ﷺ সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতেন।" [সহীহ মুসলিম –কিতাবুস সালাত باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ]

কিন্তু মুক্বাল্লিদদের মাসআলা হল :

وان تعمّد الْحدث فى هذه الْحالة أو تكلم ..... فقد تَمت صلوته

"যদি কোন ব্যক্তির জ্ঞাতসারে ঐ সময় (অর্থাৎ এতটা সময় বসার পর যতটা সময় আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা যায়) হদস (বাতকর্ম প্রভৃতি) করে, অথবা কথা বলে তবে তার সালাত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।" (হেদায়াহ)

অর্থাৎ তাদের মতে ফরয এতটুকুই যা নিজের কোন কাজ দ্বারা সালাত সমাপ্ত করে। এটাই সালাতের বিকৃতি যা সুস্পষ্ট হাদীসেরও বিরোধী। যা অত্যন্ত খারাপ ও সুস্থ বিবেকবিরোধী মাসআলা। হাদীসকে খণ্ডনের জন্য হাদীসবিরোধী মাসআলা গ্রহণ করা কি শিরক নয়?

পঞ্চম জবাব হল, যদি কেবলমাত্র ব্যাখ্যাদাতা মেনেও আপনারা তাক্বলীদ করেন, তবুও এটা এজন্য শিরক যে, ব্যাখ্যাদাতাও স্বয়ং আল্লাহ ﷻ যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করেছি। [দ্রঃ ভুল ধারণা– ১০]

ষষ্ঠ জবাব হল, প্রত্যেক উস্তাদ ব্যাখ্যাদাতা হলে, প্রত্যেক শিষ্যই কি মুক্বাল্লিদ? কক্ষণই নয়। তাছাড়া একজন শিষ্যের অনেক উস্তাদ, বরং অধিকাংশ ছাত্রেরই অগনিত উস্তাদ থাকে। তাহলে কি তারা ঐ সমস্ত উস্তাদেরই মুক্বাল্লিদ? যদি না হয়, আর বাস্তবেও কক্ষণই না– সুতরাং ইমামকে ব্যাখ্যাদাতা মনে করাতেই কিভাবে সবাই তাদের মুক্বাল্লিদ হতে পারে? আর কিভাবেইবা তাদের রায় ও ফতোয়ার প্রতি নিজেদের মাথা নত রাখে? প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে ব্যাখ্যাদাতা মনে করে না, বরং শরী'আতদাতা মনে করে। উস্তাদতো কেবল ঐ সময় ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে গণ্য হবে যখন সে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হুকুমে ইলাহীর অর্থ বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু এটা হতে পারে না যে, হুকুমে ইলাহীর ব্যাখ্যার মধ্যে নিজস্ব রায় প্রয়োগ করবে। এটা সুস্পষ্ট শিরক।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৩১ঃ

১. অনেক বন্ধুর এই ধারণা রয়েছে, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন স্বয়ং বলেছেন: "আমাদের কথার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করবে না, যতক্ষণ না তার দলিল পাওয়া যায়।" কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এটা পরিষ্কার হয় যে, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদদের এই বর্ণনা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য নয়, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। (ফারান, পৃ:২১)

সংশোধন: যদি আপনি আলেম হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হন, তবে এর চাইতে বদ-কিসমতের আর কি হতে পারে?

২. এটা ঠিক নয় যে, আলোচ্য উক্তির সম্পর্ক শুধুমাত্র মুজতাহিদদের সাথে। এ ধরণের কোন ইঙ্গিত উক্তিটির মধ্যে নেই। তার উক্তি হল: "দলিল না পাওয়া পর্যন্ত আমার তাক্বলীদ করবে না" –বিষয়টি খুবই অদ্ভুত। কেননা, যে ব্যক্তি মুজতাহিদ তার জন্য দলিল জানা জরুরী। অন্যথায় সে তো মুজতাহিদ থাকলো না। ইমাম সাহেব কি এটা মনে করতেন যে, মুজতাহিদ এমন ব্যক্তিও হতে পারে যিনি দলিল ছাড়া তাক্বলীদ করেন? যদি তিনি তাদেরকে মুজতাহিদ মনে করতেন, তাহলে কি তাদেরকে গায়ের মুক্বাল্লিদ ও মুহাক্কিক্বও মনে করতেন?

৩. ইমাম সাহেবের উক্তিটি মুজতাহিদ ও সাধারণ মানুষকে পার্থক্য করে না। তিনি رحمه الله বলেছেন:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْرِف مَأْخَذَهُ

"কোন ব্যক্তির জন্য এটা হালাল নয় যে, দলিল প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কথার উপর আমল করে।" (আন-নাফে'উল কাবীর পৃ: ১১৩, লেখক: আব্দুল হাই সাহেব, ফিরিঙ্গী মহল্লী)

সুতরাং ইমাম সাহেবের উক্তি দ্বারা মুজতাহিদ ও সাধারণের পার্থক্য সৃষ্টি করা কল্পনামাত্র।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৩২ ঃ তারা (ইমামগণ) তো দলিল ছাড়াই সমাধান দিতেন। (ফারান, পৃঃ ২১)

সংশোধনঃ যদি এটাই হয়ে থাকে, তবে তার অর্থতো এটা নয় যে, প্রশ্নকর্তার দলিল অনুসন্ধানের অধিকার নেই। পূর্বে তাক্বলীদের যে সঙ্গা দেয়া হয়েছে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুক্বাল্লিদদের দলিল অনুসন্ধানের অধিকার নেই।

যদি ইমাম সাহেব দলিল ছাড়া জবাব দিয়ে থাকেন তাহলে তার স্মৃতিতে দলিল থাকা জরুরী। কিন্তু মুক্বাল্লিদ যখন জবাব দেবে তখন তার স্মৃতিতে দলিল থাকে না, বরং কেবল ইমামের উক্তি থাকে। অথচ ইমাম সাহেব رحمه الله তো শেষোক্ত অবস্থাকে হারাম বলেছেন।

ভুল ধারণা– ৩৩ ঃ মুজতাহিদদের অসংখ্য উক্তি থেকে এটাই বুঝা যায় যে, তাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য তাক্বলীদ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ رحمه الله বলেছেনঃ

عَلَى الْعَامِّيِّ الاقْتِدَاءُ بِالْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ الاهْتِدَاءِ فِي حَقِّهِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ

"সাধারণ লোকদের জন্যে জরুরী হল, তারা ফক্বীহগণের অনুসরণ করবে। কেননা তার পক্ষে হাদীস বুঝা কঠিন। (হেদায়াহ পৃঃ২০৬)" (ফারান, পৃঃ২১)

সংশোধনঃ আপনি আবূ ইউসূফের رحمه الله পরিবর্তে ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله উদ্ধৃতি উল্লেখ করলে বেশী ভাল হত।

তাছাড়া কাযী আবূ ইউসূফের رحمه الله উক্তিটির মাধ্যমে তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণিত হয় না। খুব বেশী হলে উন্মুক্ত (মুতলাক) তাক্বলীদের অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা তো আপনারা হারাম করেছেন। আপনাদের কাছে তার দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে এই উক্তি কিভাবে আপনাদের পক্ষ সমর্থন করল? সাধারণ লোকেরা কোন আলেমের কাছ থেকে আল্লাহর হুকুম বুঝে নেবে। এটাই কাযী সাহেবের উক্তির উদ্দেশ্য। আর আমরাও এ ব্যাপারে কখনই দ্বিমত পোষণ করি না।

ভুল ধারণা– ৩৪ ঃ আমি পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে প্রমাণ করেছি, তাক্বলীদের দুই প্রকারই সাহাবীদের رضي الله عنهم যামানায় ছিল এবং কুরআন ও হাদীস একে বৈধ বরং ওয়াজিব হিসাবে গণ্য করেছে। (ফারান, পৃঃ ১১৭)

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ আমরাও পূর্বে এর জবাব দিয়েছি।

ভুল ধারণা– ৩৫ ঃ যদি কোন বিজ্ঞ আলেম কুরআন ও হাদীস বিষয়ে এতটাই দক্ষতা অর্জন করেন যে, এ সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যা তার অর্জিত হয়েছে। তিনি যদি তার ইমামের কোন কথা সহীহ হাদীসের বিরোধী দেখতে পান, আর ঐ সহীহ হাদীসটিও সুস্পষ্ট হয় এবং তার বিপরীতে কোন হাদীস না থাকে – তাহলে তার উচিৎ নিজের মুজতাহিদ ইমামের উক্তি ছেড়ে সহীহ হাদীসের উপর আমল করা।

সংশোধনঃ এই শর্ত কি কুরূনে উলার (প্রথম যুগের) সব মুসলিমের মধ্যেই ছিল, যারা তাক্বলীদ করতো না? দ্বিতীয়ত, আপনি কেন এটা বলছেন না যে, তাক্বলীদ করা জরুরী এবং এটা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাক্বী সাহেবের উদ্দেশ্য হল, কুরআন ও হাদীসের সরাসরি অনুসরণ– না কোন বিজ্ঞ আলেম করতে পারবে, না সাধারণ মানুষ। তবে হাঁ, যদি কোন ক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে ইমামের কোন মাসআলা কোন সহীহ হাদীসের বিপরীত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাক্বলীদ ছাড়া যাবে। অথচ যখন কোন ব্যক্তি যদিওবা সে আলেম হয়– নিজের জন্য কারো তাক্বলীদ করা নির্দিষ্ট করে। তখন আক্বীদা–বিশ্বাসের কারণে সে তার ইমামের কোন কথা হাদীসের বিরোধী হিসাবে নিজের দৃষ্টিতে দেখবে না। .... সুতরাং তাক্বলীদ হল, এমন একটি বিষয় যা হক্ব থেকে মানুষকে দূরে রাখে। এ কারণেই তাক্বলীদ গোমরাহীর ভিত্তি।

আবার যদি বলা হয়, "সহীহ ও অসহীহ হওয়াটাই সন্দেযুক্ত, তাহলে তো এক্ষেত্রে আরেকটি সংশয় সৃষ্টি হল। এ কারণে সরাসরি হাদীসের উপর আমল করা ঠিক নয়।" এর জবাব হল : ইমামের কথার মধ্যেও তো সন্দেহ রয়েছে যে, তা সহীহ না অসহীহ? হাদীসের অনুকূলে না প্রতিকূলে? সূত্রটি প্রমাণিত না অপ্রমাণিত? পুরাতন বক্তব্য না পরবর্তী (সংশোধিত) বক্তব্য? সেগুলোর মর্ম আমাদের কাছে সহীহ সনদের মধ্যে পৌঁছেছে না, পৌঁছে নাই? আসল কথা হল, দুক্ষেত্রেই সংশয় রয়েছে। তার একটির (তাক্বলীদের) উপর আমল করা ওয়াজিব হিসাবে নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে অপরটির (কুরআন ও সুন্নাহর) উপর সরাসরি আমল করা হারাম করা হয়েছে– যা সুস্পষ্ট জুলুম। বরং এটাই নির্দিষ্ট করা জরুরী ছিল যে,

https://www.facebook.com/178945132263517

নিষ্পাপ রসূলের সহীহ সূত্রে পাওয়া হাদীসের উপর আমল ওয়াজিব এবং এর মোকাবেলায় যাঁরা নিষ্পাপ নন এমন কারো বিনা সূত্রের কথা খণ্ডনযোগ্য। অথচ বাস্তবে আমল চলছে ঠিক তার বিপরীত। আর এটাই কুফর। এখন তাক্বী সাহেবের নিম্নোক্ত উক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন:

"যদি তাক্বলীদ করতে করতে কোন ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ফক্বীহ–মুজতাহিদগণকে আল্লাহ ﷻ'র আনুগত্যের ন্যায় বাধ্যতামূলক আনুগত্য বলে মনে করতে থাকে। এমনকি "ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله কথাকে রসূলের কথার ন্যায় যথেষ্ট মনে করে" –তাহলে এটা খুবই নিকৃষ্ট ও খারাপ কাজ। এভাবে শিরকের সাথে যেন মিশে না যায়।" (ফারান, পৃ:২২)

আবারও তাক্বলীদের সঙ্গা পাঠ করুন। এটা কি তাক্বলীদের কারণে হচ্ছে না, যা তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

كل ما ادّى اليه رأيه فهو واقع عندى

"ইমাম সাহেবের যে রায় আমি বুঝেছি, সেটাই আমার কাছে সত্য।" (তাওযীহুল তালবীহ পৃ:)

এই সঙ্গাই তো সাক্ষ্য দিচ্ছে ইমামকে শরী'আতদাতা বানানো হয়েছে, তাই নয় কি? এমন কোন মুক্বাল্লিদ আছে কি, যার সামনে হাদীস পেশ করা হলে, সে তা গ্রহণ করে? বরং কখনই সে হাদীসকে যথেষ্ট মনে করে না। সে যেন ইমাম সাহেবের رحمه الله মাযহাবের উপর চলার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং তাক্বী সাহেবের উক্তি "এটা খুবই নিকৃষ্ট ও খারাপ কাজ। এভাবে শিরকের সাথে যেন মিশে না যায়" –এখানে তাক্বী সাহেব শুধুমাত্র 'খারাপ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি শিরকের মূল কারণ। এরপরও তাক্বলীদ যে একটি গোমরাহী– এ সম্পর্কে আপনার কোন সংশয় আছে? শাহ ইসমাঈল শহীদ رحمه الله সুস্পষ্টভাবে এর শিরক হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন:

ان لَم يترك قول امامه ففيه شائبة من الشرك

"যদি সহীহ হাদীস পাওয়ার পর ইমামের কথাকে ছেড়ে না দেয়– তবে তার মধ্যে শির্ক মিশ্রিত রয়েছে।"

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

এরপর লিখেছেন:

يأوّل الى قوله شوب من النصرانيه وحظ من الْشرك

"যদি হাদীসকে বিকৃত করে ইমামের উক্তিনুযায়ী (হাদীস) তৈরী করে, তবে তা নাসারাদের বৈশিষ্ট্য। যা শিরকের অংশ।" (তানবীরুল আয়নাঈন, পৃ: ২৭)

ভুল ধারণা– ৩৬ঃ কোন কোন বন্ধু তাক্বলীদের প্রয়োজন অস্বীকার করে বলেছেন: কুরআন ও হাদীস বুঝা খুবই সহজ। এজন্যে এর আহকাম বুঝার জন্য কারো মাধ্যম প্রয়োজন নেই। কুরআনে কারীম নিজেই বলেছে:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"আর নিশ্চয় আমি কুরআনকে নসিহতের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর নসিহত গ্রহণকারী কেউ আছ কি ?" (সূরা ক্বমর : ৪, ১৮, ২২, ৩২)

কিন্তু আলোচ্য আয়াতটির শব্দগুলোর দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, কুরআনে কারীমের ঐ সমস্ত আয়াত সহজ যা ওয়ায ও নসিহত, ঘটনা, সতর্কীকরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণেই للذكر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজ। (ফারান, পৃ: ২২)

সংশোধন: আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি এই যিকর নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযতকারী।"[৮৪]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, সমস্ত কুরআন মাজীদ ذكر ; তাছাড়া তাক্বী সাহেবও অনেক ক্ষেত্রে কুরআনকে যিকর বলেছেন। যদিও সেগুলোর কোন কোন স্থানে সতর্কীকরণ ও নসিহত ছাড়া ভিন্ন বিষয় সম্পর্কীত ছিল। এখন যদি এটা বলা হয়, আল্লাহ ﷻ শুধুমাত্র ذكر (যিকর) অর্থ নসিহতের বিষয়কে হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাহলে এক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, বাকী শরী'আত সংরক্ষিত নয়, বরং

---

[৮৪]. সূরা হিজর ঃ ৯ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

অরক্ষিত। কেননা যদি সেগুলোও সুরক্ষিত থাকে তবে শুধুমাত্র 'যিকর' হিফাযতের দায়িত্ব অর্থহীন হয়। বুঝতে পারলাম না, তাক্বী সাহেব কী বুঝানোর জন্যে শুধুমাত্র 'নসিহত'–কেই সুনির্দিষ্ট করেছেন?

ভুল ধারণা–৩৭ঃ বাকী থাকল ঐ সমস্ত আয়াত যা হুকুম আহকামের অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট জটিলতা রয়েছে। কেননা একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেনঃ

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٌّ مَطْلَعٌ

"কুরআন 'সাত হরফে' নাযিল হয়েছে। এর প্রত্যেক আয়াতের একটি যাহেরী ও একটি বাতেনী অর্থ। প্রতিটি সীমা (হদ) বুঝার জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে (অর্থাৎ যাহেরী অর্থের জন্য আরবী ভাষার জ্ঞান এবং বাতেনী অর্থের জন্য শক্তিশালী উপলব্দি)।"[৮৫] (ফারান, পৃ: ২২)

সংশোধনঃ হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক আয়াত বুঝা কঠিন। আর তাক্বী সাহেব পূর্বে লিখেছেন– ঐ আয়াত সহজ যা নসিহতমূলক।

তাক্বী সাহেব لِكُلِّ حَدٌّ مَطْلَعٌ-এর তরজমা করেছেন "প্রতিটি সীমা (হদ) বুঝার জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে।" এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বিকৃত তরজমা। সম্ভবত, চার মাযহাবকে বৈধ করার জন্যে এই তরজমা করা হয়েছে।

---

৮৫. **য'য়ীফঃ** শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত (এমদা) ২/২২২ নং। আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন (সহীহ জামে'উস সগীর হা/৩২৬২)। শায়েখ যুবায়ের আলী যাই লিখেছেনঃ "হাদীসটি য'য়ীফ। হাদীসটি শরহে সুন্নাহতে (১/২৬৩ পৃ:) অপূর্ণাঙ্গ সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাফসীর ইবনে জারীর তাবারীতে (১/৯ পৃ :) পূর্ণাঙ্গ সনদটি রয়েছে। এই সনদটি তিনটি কারণে য'য়ীফ। ১) ওয়াসিল বিন হাইয়ানুল আহদাবের উস্তাদ মাজহুল (অজ্ঞাত)। ২) মুগীরাহ বিন মুক্বসিম মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটি 'আন দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ৩) মুহাম্মাদ বিন হুমায়েদ আর–রাযী অত্যন্ত য'য়ীফ। জমহুরের কাছে তিনি অত্যন্ত য'য়ীফ। ..... উল্লেখ্য : "কুরআন সাত হরফে নাযিলকৃত" এই বাক্যটুকু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (দ্রঃ মুসনাদে আহমাদ ২/৩০০, সহীহ ইবনে হিব্বান ৭৪–এর সনদ হাসান প্রভৃতি)। [যুবায়ের আলী যাই, আযওয়াউল মাসাবীহ ফী তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ (পাকিস্তান ঃ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, ২০১০ ঈসা'য়ী ১/৩০১পৃ : হা/২২৮ নং]

https://www.facebook.com/178945132263517

لكل –প্রত্যেকের জন্য, حد –সীমা, সমাপ্তি, مطلع –খবরদার, অনুসন্ধানকারী।

সুতরাং لِكُلِّ حَدٍّ مُّطَّلِعٌ এর সরল তরজমা হল, "প্রত্যেক সীমার ব্যাপারে অনুসন্ধানকারী বা সাবধানী রয়েছে।" ঐ অনুসন্ধানকারী সেই অর্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু যারা ইজতিহাদ গবেষণার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তারা কতই না দুর্ভাগা। যদি পুনরায় কিছু মাসায়েল বুঝতে সমস্যা হয়– তবে এর মাধ্যমে কিভাবে তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণ করা যাবে? এটা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যদি কোন আয়াত বুঝা মুশকিল হয় – তবে তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণিত হবে। আর যার বুঝে আসবে না, সে কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। কোন একজন আলেমকে সুনির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করার কোন দলিল হাদীসটিতে আছে কি?

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ফিক্বাহর কিতাবের তুলনায় কুরআন ও হাদীস অনেক সহজ। যদি বিশ্বাস না করেন তবে কোন আরবী শিক্ষিত ব্যক্তির সামনে (যে শরী'আত সম্বন্ধে অজ্ঞ) –একটি পৃষ্ঠা 'কুরআন' অথবা এক পৃষ্ঠা 'সহীহ বুখারী' খুলে দিন। সাথে সাথে তার সামনে এক পৃষ্ঠা 'হেদায়াহ' রেখে দিন এবং বাস্তবভাবে জেনে নিন– সে কোনটি সহজে বুঝতে পারে। কি কি বিষয় তার বুঝতে কঠিন মনে হয়? জানি না, আপনারা লোকদেরকে তাক্বলীদ অর্থাৎ জাহেলিয়াতের আদর্শ দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীস জটিল, অস্পষ্ট ও দূর্বোধ্য হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টায় কেন লেগেছেন? আল্লাহ ﷻ আপনাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং সহীহ রাস্তার উপর চলার তাওফীক্ব দান করুন। আমিন!!

https://www.facebook.com/178945132263517

ফিক্বাহ নিজেই বিকৃত

ফিক্বাহর প্রচুর মাসআলাই বিকৃত। উদাহরণস্বরূপ আমি কিছু মাসআলার উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত মাসআলার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন দলিল নেই। তাক্বী সাহেব সেগুলোর কিছু সহজবোধ্য মাসায়েলের দলিল উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের প্রশ্নকেও পরিবর্তন করেছেন এবং নিজস্ব মনগড়া প্রশ্নের জবাব দিয়ে পাশ কেটে গেছেন। এখন পর্যায়ক্রমিকভাবে সেগুলোর সওয়াল-জওয়াব উল্লেখ করছি।

ভুল ধারণা- ৩৮ ঃ অভিযোগ করা হয়, হানাফী ফিক্বাহতে পুরুষদের সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় নাভির নিচে হাত বাঁধার যে হুকুম দেয়া হয় তার স্বপক্ষে কোন হাদীস নেই। অথচ সুনানে আবূ দাউদে আলী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

"সুন্নাত হল- (সালাতে) ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখবে।"[৮৬] (ফারান, পৃ: ২৩)

---

৮৬. মূলত আলোচ্য বর্ণনাটি দারাকুতনী- باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة (১০/২৮৬/১ নং) ও বায়হাক্বীর সুনানুল কুবরাতে- باب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ (فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ ২৪৩৬/৩১/২) বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ইমাম বায়হাক্বী ﷺ হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ الْوَاسِطِيُّ الْقُرَشِيُّ جَرَحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ.وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ مَتْرُوكٌ.

"(এই সনদে আছেন) আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব, যিনি হলেন আল-ওয়াসিত্বী আল-কুরায়শী। তার প্রতি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন, ইমাম বুখারী ﷺ প্রমুখ আপত্তি করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান, তিনি সাইয়ার থেকে, তিনি আবী ওয়ায়েল থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে। আর আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব মাতরুক (পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী)।"

https://www.facebook.com/178945132263517

পক্ষান্তরে "আবূ দাউদের মতনটি হল : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ "সুন্নাত হল– সালাতে নাভির নিচে (এক) হাতের তালুকে (অপর) হাতের তালুর উপর রাখা।" (আবূ দাউদ– কিতাবুস সালাত باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِى الصَّلاَةِ ; শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই বলেন: এর সনদটি য'য়ীফ। আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব আলকুফী য'য়ীফ। জমহুরের কাছে তিনি য'য়ীফ। তাছাড়া যিয়াদ বিন যায়েদ মাজহুল। [তাহক্বীক্বকৃত উর্দূ আবূ দাউদ (দারুস সালাম) ১/৭৫৬ নং] كف **অর্থ** – হাতের তালু। তাছাড়া আবূ দাউদের পরবর্তী হাদীসটিতে 'আলী ﷺ–এর আমল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে :

رَأَيْتُ عَلِيًّا ﷺ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ

"(বর্ণনাকারী বলেন) আমি আলী ﷺ–কে দেখেছি, তিনি নাভির উপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জিকে (رسغ) ধরে রাখতেন।" মীযানে ই'তিদালে বলা হয়েছে : জারীর বিন যাব্বীয়ী আলী ﷺ থেকে শোনাটা জানা যায় না ('আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদ)। তাছাড়া 'আওনুল মা'বুদের মুহাক্কেক্ব টিকাতে লিখেছেন: তার নাম গাযওয়ান এবং তাঁর পিতা অপরিচিত। ['আওনুল মা'বুদ (কায়রো ঃ দারুল হাদীস ১৪২২/২০০১) ১/১৩৮ পৃ : হা/৭৫৩] তবে কেউ কেউ মওকুফ হিসাবে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই ﷺ লিখেছেন: হাদীসটি হাসান। ইবনে আবী শায়বাহ ১/৩৯০, আবূ তালুতের হাদীস বুখারী মুয়াল্লাক্বভাবে বর্ণনা করেছেন। (সহীহ বুখারী ফতহসহ) হাফেয ইবনে হাজার ﷺ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তাগলীকুত তা'লীক্ব ২/৪৪৩) [তাহক্বীক্বকৃত উর্দূ আবূ দাউদ হা/৭৫৭]। এরপরেও হানাফীদের ফিক্বহী বর্ণনার আলোকে তাদের প্রতিষ্ঠিত মাযহাব হল 'নাভির নিচে হাত বাঁধার' আমলটি, কখনই নাভির উপরে নয়। তাছাড়া এটা সুস্পষ্ট যে, আলী ﷺ থেকে বর্ণনাগুলো স্ববিরোধী ও আপত্তিযুক্ত। কোনটা নাভির উপরে, আর কোনটিতে নাভির নিচে। এ কারণে আমরা এমন এক বা একাধিক সহীহ হাদীস খুঁজব যা বিষয়টি স্পষ্ট করে। ওয়ায়িল ইবনে হুজর ﷺ বলেন:

فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّي حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَي عَلَي كَفِّهِ الْيُسْرِي وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ـــ

"আমি রসূলুল্লাহ ﷺ–এর দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তার হাত দু'টি উঠালেন এমনকি তা কান বরাবর হল। এরপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের তালু (كف), কব্জি (رسغ) এবং বাহুর (الساعد) উপর

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ এ হাদীসটি সুস্পষ্ট য'য়ীফ। আমাদের অপর একটি প্রশ্ন এটাও ছিল যে, "নবী ﷺ কি এই হুকুম দিয়েছিলেন – পুরুষদের নাভীর নিচে এবং নারীদের বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে।"[৮৭] তাক্বী সাহেব এ

রাখলেন।" [নাসায়ী – কিতাবুল ইফতিতাহ باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত নাসায়ী হা/৮৮৯]। الساعد ঃ বায়ু (কনুই থেকে হাতের তালু পর্যন্ত অংশ)। [কামূসুল ওয়াহিদ]

সা'দ ইবনে সাহল ﷺ বলেনঃ

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِي الصَّلَاةِ

"লোকদেরকে (তথা সাহাবীদেরকে) নির্দেশ দেয়া হত, তারা যেন সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের যেরা'র উপর রাখে।"[সহীহ বুখারী, মিশকাত [এমদা] ২/৭৪২ নং।] الذراع (যেরা') ঃ প্রত্যেক প্রাণীর হাত। গরু–ছাগলের যেরা' পায়ের গোছা থেকে উপরের অংশ পর্যন্ত। মানুষের যেরা' হাতের কনুইয়ের মাথা থেকে মধ্য আঙুলের মাথা পর্যন্ত। [কামূসুল ওয়াহিদ]

উপরোক্ত সহীহ হাদীস দু'টি থেকে সুস্পষ্ট হল, ডান হাতকে বাম হাতের আঙ্গুল, পাতা, কব্জি ও বাহু বরাবর রাখাটা সুন্নাত। শায়েখ আলবানী رحمه الله লিখেছেনঃ "কিন্তু হাত বাঁধা ও হাত রাখার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে পরবর্তী হানাফী আলেমগণ যে পদ্ধতি পছন্দ করেছেন তা হচ্ছে বিদ'আত; যার রূপ তারা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আঁকড়ে ধরবে এবং অপর তিন অঙ্গুলি বিছিয়ে রাখবে (ইবনে আবেদীন কর্তৃক দুররে মুখতারের টিকা (১/৪৫৪)। অতএব হে পাঠক! পরবর্তীদের (মনগড়া) এই কথা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। [নবী ﷺ–এর সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি (তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ১৪২৩/২০০২) পৃঃ৭১]

৮৭. নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কীত বর্ণনাগুলো য'য়ীফ হওয়াই তা অগ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কীত বর্ণনাগুলোর আমলটি নবী ﷺ ও পুরুষ সাহাবীদের থেকে পাওয়া যায়। কোন মহিলা সাহাবী ﷺ থেকে এমনটি পাওয়া যায় না। সুতরাং এ পর্যায়ে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র কোন নিয়ম পাওয়া গেল না। হানাফী মাযহাবের মহিলারা পুরুষদের থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতেই আমলটিই করে আসছেন। এ কারণেই বলা হয়েছে, সালাতে হাত বাঁধার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করাটা প্রকারান্তরে শরী'আতকে বিকৃত করে। বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসটি নিম্নরূপ :

https://www.facebook.com/178945132263517

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ – أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

"ওয়ায়েল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন। [সহীহ ইবনে খুযায়মা, বুলূগুল মারাম (অনুবাদ ঃ খলিলুর রহমান) হা/২৭৫)]

শায়েখ আলবানী ﷺ-এর বিশ্লেষণ হল, "আলোচ্য ওয়ায়েল (রা) এর হাদীসটি অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে সহীহ। তাছাড়া সিনার পরে হাত রাখার অন্য হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে।" আর সহীহ বুখারীর বর্ণনাটি হল, كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة "লোকদেরকে (সাহাবীদের) নির্দেশ দেয়া হত, তারা যেন সালাতে ডান হাতটিকে বাম যেরার (বাহু/গজ হাতের) উপর রাখে।" এভাবে হাতটি বাঁধলে তা কোথায় থাকে? মূলত তখন হাতটি নাভীর উপর সিনা বরাবর থাকে। সুতরাং সিনার উপর হাত রাখাটাই বেশী সহীহ। তাছাড়া নাভীর উপরে রাখার বর্ণনাটিও এরই পরিপূরক। কিন্তু নাভীর নিচের বর্ণনাটি অত্যন্ত য'য়ীফ (ও একাধিক সহীহ হাদীসের বিরোধী বিধায় পরিত্যাজ্য)।[আবূ দাউদ (উর্দূ) – তরজমা ও ফায়েদা : শায়েখ আবূ 'আম্মার উমার ফারুক সা'য়ীদী, তাহক্বীক্ব : শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ, সম্পাদনা : হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ (রিয়াদ ঃ দারুস সালাম) ১/৫৭০ পৃ:) –(মূলভাবে অনুদিত)]

শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী ﷺ লিখেছেন: হাত কোথায় বাঁধতে হবে? সিনার উপর না নাভীর নিচে। কেউ কেউ নাভীর নিচে হাত বাঁধেন। কিন্তু নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসটি য'য়ীফ, সহীহ নয়। আলোচ্য (বুকের উপর হাত বাঁধার) হাদীসটি ইবনে খুযায়মাহ তাঁর সহীহতে উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থনে মুসনাদে আহমাদে হালব ﷺ-এর হাদীস রয়েছে যে, নবী ﷺ তাঁর হাত সিনার উপরে বাঁধতেন। অপর বর্ণনাতে فوق السرة (নাভির উপরে) শব্দটি এসেছে। নাভির নিচের (تحت السرة) বর্ণনাটির থেকে নাভির উপরের (فوق السرة) বর্ণনাটি তুলনামূলক বেশী ওজনদার। আহলে হাদীস আলেমগণের কাছে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সিনার উপরে হাত বাঁধার বর্ণনাটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর নাভির নিচে (تحت السرة) হাত বাঁধার বর্ণনাটি য'য়ীফ হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। [উর্দূ বুলূগুল মারাম (রিয়াদ ঃ দারুস সালাম)। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

প্রশ্নের জবাব দেন নাই। আমি তাঁর কাছে পুনরায় জোর দাবী করছি, তিনি যেন আমাদের প্রশ্নের জবাব দেন। যদি রসূলুল্লাহ ﷺ এরকম না বলে থাকেন, তাহলে মাসআলাটি কি বিকৃত নয়? এটা কি বিকৃত শরী'আত নয়? শরী'আত বিকৃত করা কি শিরক নয়?

ভুল ধারণা– ৩৯ঃ অভিযোগ করা হয়, হানাফীগণ সালাতে রুকু'তে যেতে এবং রুকু থেকে উঠতে হাত উত্তোলন (রফ'উল ইয়াদাইন) করে না। এর পক্ষে কোন হাদীস নেই। অথচ এই মাসাআলায় একটি-দু'টি নয় সাত-আটটি হাদীস রয়েছে।

সংশোধনঃ যদি ধরে নিই, আপনারা যে হাদীসগুলোকে সহীহ বলছেন– এখানে সেগুলো উপস্থাপন করেন নি। এরপরও এটা কিভাবে প্রমাণিত হল, রুকু'র সময় রফ'উল ইয়াদাইন সুন্নাত নয়। এটা প্রমাণ করুন– রফউল ইয়াদাইন সুন্নাত নয়, বরং মানসুখ (রহিত) হয়েছে।

যদি মানসুখ না হয় তবে আপনাদের মাযহাবে এটা গ্রহণ করা হয় নি কেন? আসল প্রশ্নের জবাব দিন।

যদি আপনারা কেবল এভাবে প্রত্যাখ্যান করেনঃ "একটি আমল করা হয়েছে, আর অন্যটি আমল করা হয় নি।" তাহলে আমলটি কি প্রত্যাখ্যাত? যদি আমলটি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে সেটা কেন আমল করা হল? আমলটি করা হল আর সওয়াব কম হল, শেষাবধি সেই কাজটি করার প্রয়োজনই বা কি থাকল? এরকম বেওকুফ কে আছে, যে বেশী কাজ করবে আর কম মজুরী নেবে। এক্ষেত্রে রফ'উল ইয়াদাইন করা বিবেকবিরোধী। তাহলে নবী ﷺ এবং সাহাবীগণ ﷺ কেনইবা এ কাজ করতেন? তারা কি কম সওয়াব পাওয়ার জন্য এটা করতেন? যেহেতু তাঁরা আমলটি করেছেন সুতরাং এতে তাদের সওয়াব বেশী হত।

ভুল ধারণা– ৪০ঃ হানাফীদের প্রতি অপর একটি অভিযোগ হল, প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে সিজদা থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যায়, জলসায়ে ইস্তিরাহাত (আরামের বৈঠক) করে না। বলা হয়, (না বসে) সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। অথচ সহীহ বুখারী ও জামে' তিরমিযীতে আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ [بخارى صـــ١١٤ وترمذى صـــ١٢٩]

"নবী ﷺ সালাতে নিজের পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।" [সহীহ বুখারী পৃ:১১৪, তিরমিযী পৃ: ১২৯][৮৮] (ফারান, পৃ: ২৪)

সংশোধন: এই হাদীসটি য'য়ীফ, বরং মাওযু'। এর সনদে খালিদ আছেন, যার সম্পর্কে কঠিন অভিযোগ আছে:

قال ابن حبان يروى الْموضوعات عن الثقات

"ইমাম ইবনে হিব্বান বলেছেন: সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের থেকে মাওযু' হাদীস বর্ণনা করেছেন।" [আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, শরহে তিরমিযী]

এ ধরণের মিথ্যা হাদীসকে সহীহ বুখারীর সাথে সম্পৃক্ত করাটা তাক্বী সাহেবের দুঃসাহস বৈকী। এমনকি তিনি সহীহ বুখারীর পৃষ্ঠা নাম্বারও দিয়েছেন। তাক্বী সাহেব! এই হাদীসটি সহীহ বুখারীতে নেই। এটি তো একটি মারাত্মক ভুল। এটা কোন সহীহ বুখারীর পৃষ্ঠা নাম্বার যা আপনি উল্লেখ করেছেন?

তাক্বী সাহেব! যদি আমি (তর্কের খাতিরে) হাদীসটিকে সহীহ হিসাবেও গ্রহণ করি, তবুও এটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত জলসায়ে ইস্তিরাহাতের বিরোধী হয় না। আমরাও জলসায়ে ইস্তিরাহাত করে পায়ের সম্মুখভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াই। সুতরাং দু'টি হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আপনি নিজে নিজে বিরোধ সৃষ্টি করেছেন এবং মাওযূ' হাদীসের উপর 'আমল করেছেন ও সহীহ হাদীসটিকে ছেড়ে দিয়েছেন। এটাই কি ঈমানের নমুনা?

তাক্বী সাহেব! যদি আপনাদের উপস্থাপিত হাদীস সহীহ হিসাবে মেনে নিই, তবে এই মাসআলার দলিলটি বলুন– (হানাফী) নারীরা পায়ের

---

৮৮. **য'য়ীফ:** তিরমিযী– কিতাবুস সালাত, ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে এই হাদীসের রাবী খালিদ ইবনে ইলয়াস য'য়ীফ। [তিরমিযী (ইফা) ১/২৮৮ নং] আলবানীও হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/২৮৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সম্মুখভাগের উপর ভর দিয়ে না দাঁড়িয়ে, বরং পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে কেন দাড়ায়? এটা কি কৃত্রিম মাসআলা নয়?

ভুল ধারণা– ৪১ঃ হানাফীদের সালাত 'ফাসিদ' হবার একটি কারণ হিসাবে বলা হয়, "তারা শেষ বৈঠকেও প্রথম বৈঠকের ন্যায় বাম পায়ের উপর বসে। প্রকৃতপক্ষে শেষ বৈঠকে নারীদের ন্যায় তুয়াররুক করে বসা উচিৎ।" অথচ হানাফীগণের ঐ মাসআলার স্বপক্ষে নিচের দলিল রয়েছে :

عن عائشة فى حديث طويل كان رسول الله ﷺ يقول فى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"একটি দীর্ঘ হাদীসে আয়েশা ﷺ বলেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দুই রাক'আতেই আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন এবং নিজের বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।" [সহীহ মুসলিম ১/১৯৪ পৃঃ] (ফারান, পৃঃ ২৪)

সংশোধনঃ তুয়াররুকে এভাবেই বসতে হয়। অর্থাৎ, বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া রাখতে হয়। এর মধ্যে বাম পায়ের উপর বসার দলিল কোথায়? যখন এটা নেই তখন এই হাদীসটি তুয়াররুক বিরোধী নয়। আর যদি তর্কের খাতির আমি ঐ অর্থই গ্রহণ করি যা আপনার উদ্দেশ্য– তবে তো উভয় পদ্ধতিতেই বসা প্রমাণিত হল। আপনি এমন কে যে, একটিকে জায়েয বলবেন এবং অপরটিকে নাজায়েয বলবেন? আপনি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপরেও হাকিম!? আপনি কি শরী'আত বিকৃতকারী আলেম?

যদি তুয়াররুক করা আপনাদের কাছে নাজায়িয হয়, তবে এটাতো প্রমাণ করুন – মহিলাদের বসার যে নিয়ম আপনারা অনুমোদন করেন, তার প্রমাণ কি? (সালাতে) পুরুষ ও মহিলাদের বসার পদ্ধতি পৃথক করা কি শরী'আতকে বিকৃত করা নয়?

ভুল ধারণা– ৪২ঃ হানাফীদের উপর অভিযোগের বান এ কারণেও নিক্ষেপ করা হয় যে, তারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। অথচ তাদের এই আমলের স্বপক্ষে আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা প্রমাণিত আছে। নিচে এর একটি বর্ণনা দেয়া হলঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ [قَالَ أَبُو عِيسَى] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"আবূ না'য়ীম ওয়াহহাব বিন কায়সান বলেছেন: আমি জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন রাক'আত এভাবে আদায় করল যে, তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাই – তবে তার সালাত আদায় হয় নাই। কিন্তু ইমামের পিছনে থাকলে (স্বতন্ত্র বিষয়)। [তিরমিযী বলেছেন] হাদীসটি[৮৯] হাসান সহীহ।" (ফারান, পৃ: ২৪-২৫)

সংশোধন: আপনি এটা লিখেছেন যে, "অনেক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত আছে।" কিন্তু আয়াত ও হাদীসের বর্ণনার পরিবর্তে কেবল একজন সাহাবীর উক্তি পেশ করেছেন। আয়াত ও হাদীস থাকা সত্ত্বেও কি সাহাবীর ﷺ কথা কি আপনাদের কাছে বেশী শক্তিশালী দলিল? এমন কোন সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস পেশ করুন, যেখানে ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পাঠকে নিষেধ করা হয়েছে।

জাবির ﷺ-এর ঐ কথাটিকে কি আপনি দলিল মনে করেন? যদি দলিল মনে না করেন, তবে আমাদের মোকাবেলায় এটা কেন উপস্থাপন করলেন? জাবির ﷺ-এর আলোচ্য উক্তি অনুযায়ী প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয।[৯০] অথচ আপনাদের নিকট কোন রাক'আতের সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয নয়। আলোচ্য আসারের আলোকে আপনারা কি

---

৮৯. মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সাহাবীদের ﷺ কথা ও কাজকেও হাদীস বলা হয়। (মূল লেখক)

৯০. হানাফীদের নিকট সালাতে ক্বিরাআত হিসাবে কুরআনের যে কোন তিনটি আয়াত পাঠ করা ফরয। কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সহু সিজদার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। কেননা তাদের মতে সূরা ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব, ফরয নয়। আর ওয়াজিবের সংশোধন হল, সিজদায়ে সহু। অথচ জাবির ﷺ-এর আসারটিতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাত বাতিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, হানাফী মাযহাব ছাড়া সমস্ত ইমাম ও মুহাদ্দিসদের নিকট ফরয ও ওয়াজিব পরিভাষাটি একই অর্থবোধক। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

নিজেদের মাসআলা পরিবর্তনে রাজী আছেন? অথচ শেষ দু' রাক'আতেও তো আপনারা সূরা ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব বলেন না। বরং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাকেই যথেষ্ট মনে করেন।[৯১] আপনারা কি এখন থেকে শেষ দু' রাক'আতেও সূরা ফাতিহা পাঠকে ওয়াজিব হিসাবে গণ্য করবেন? যদি গ্রহণ না করেন, জাবির ﷺ-এর বর্ণনাতো আপনারা নিজের জন্যই বাতিল করলেন। তাহলে অন্যের জন্য কেন একে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করছেন?

আমি তো ঐ আসারকেও গ্রহণ করি, যা অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন হাদীস ও আসারের আলোকে জাবির ﷺ-এর অন্যান্য বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় ও বৈপরীত্য দূর হয়। এ সম্পর্কীত বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী 'ভুল ধারণা'র সংশোধনীতে বর্ণনা করা হলো।

ভুল ধারণা– ৪৩ঃ হানাফীগণের সালাতের ব্যাপারে অপর একটি অভিযোগ হল– তারা ফরয সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে শুধুমাত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই যথেষ্ট মনে করে। এই রাক'আতগুলোতে ক্বিরাআত করা ফরয মনে করে না। তাদের এই 'আমলের কোন প্রমাণ নেই।

এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হল, এমন কোন সুস্পষ্ট হাদীস নেই যেখানে ক্বিরাআতকে শুধুমাত্র দুই রাক'আতের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله কুরআনের এই আয়াতের হুকুমঃ

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"কাজেই কুরআনের যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ুন"[৯২]

–এর আলোকে ক্বিয়াস করেছেন। .... এমন কোন সুস্পষ্ট হাদীস নেই যেখানে প্রতি রাক'আতে ক্বিরাআত করা ফরয বলে প্রমাণিত।

---

৯১. হানাফীগণ একাকী সালাত আদায়কারী ও ইমামের ক্ষেত্রে শেষ দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তিনবার সুবহানাল্লাহ পরিমাণ দাঁড়ালে সালাত সহীহ হবে বলে রায় দিয়েছেন। অথচ আলোচ্য আসারে একাকী সালাত আদায়কারীর শুরু–শেষ সব রাক'আতেই ফাতিহা পাঠকে ফরয করা হয়েছে। (অনুবাদক)

৯২. সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ আয়াতটির দাবী হল, প্রতি রাক'আতে কুরআন পাঠ করা উচিৎ। কিন্তু আপনারা এ আয়াত থেকে দলিল নিচ্ছেন, প্রথম দুই রাক'আতে কুরআন পাঠ করা যাবে, পরের দুই রাক'আতে প্রয়োজন নেই। আলোচ্য আয়াতটিতে কি এ ধরণের কোন অর্থ প্রকাশ পেয়েছে? কেন আপনারা কুরআন মাজীদের আয়াত নিয়ে খেলছেন? যা ইচ্ছা তা–ই করছেন!

আপনি খুব জোর দিয়ে লিখেছেন, "প্রতি রাক'আতে ক্বিরাআত পাঠ ফরয হওয়া সম্পর্কীত কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই।"

আপনি কোন হাদীস খুঁজে না পাবার অর্থ এটা নয় যে, কোন হাদীসই এর স্বপক্ষে নেই। তাক্বলীদি চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন, দেখবেন সব সত্যই আপনার সামনে প্রকাশ হচ্ছে। যদি আপনি না–ই দেখে থাকেন তবে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। শুনুন–

১. আবূ হুমায়িদ ﷺ বর্ণনা করেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ .... ثُمَّ يَقْرَأُ .... ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .... ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِى بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতের জন্য দাড়াতেন তখন দু' হাত উঠাতেন। ... এরপর ক্বিরাআত করতেন। .... দ্বিতীয় রাক'আতেও এমনটি করতেন। .... পুনরায় যখন দ্বিতীয় রাক'আতের পর দাঁড়াতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং আল্লাহু আকবার বলতেন। .... পুণরায় বাকী সালাতও এভাবে আদায় করতেন।"[৯৩]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, রসূলুল্লাহ ﷺ চার রাক'আতেই ক্বিরাআত করতেন। আবূ হুমায়িদ ﷺ–এর হাদীস বর্ণনা শেষ হলে উপস্থিত সাহাবীদের ﷺ জামা'আত

---

[৯৩]. **সহীহঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সালাত بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৭৩০।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাঁর বর্ণনার সত্যতাকে স্বীকার করেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

২. রিফা'য়াহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাত শেখানোর সময় বললেন :

فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ (وفى رواية) فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى تَفْرُغَ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ

"অতঃপর তিনি ﷺ আল্লাহু আকবার বললেন, এরপর সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন ক্বিরাআত করলেন।[৯৪] এভাবে তিনি চার রাক'আত পড়লেন এবং এভাবেই শেষ করলেন। অতঃপর বললেন : যে সালাত এভাবে আদায় করে না, তার সালাত নেই।"[৯৫] (আবূ দাউদ ১/১৩৪ পৃ:, মুসনাদে আহমাদ, বুলগুল আমানী ৩/১৫৯ পৃ:)

৩. এ সম্পর্কীত আবূ হুরায়রা ﷺ-এর বর্ণনা হল, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

فَكَبِّرْ , ثُمَّ اقْرَأْ .... وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন ও ক্বিরাআত করতেন,.... অতঃপর তিনি সমস্ত সালাত এভাবেই পড়তেন।"[৯৬]

---

৯৪. **হাসান:** আবূ দাউদ- কিতাবুস সালাত باب صَلَاةِ مَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৭৬৫)।

৯৫. **সহীহ:** আবূ দাউদ- কিতাবুস সালাত باب صَلَاةِ مَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৭৫৮)।

৯৬. **সহীহ:** সহীহ বুখারী- (সালাত) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আলোচ্য দু'টি হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হল, তিনি চার রাক'আতের নিয়ম বললেন এবং প্রত্যেক রাক'আতে ক্বিরাআত করার হুকুম দিয়েছেন। এখন ইচ্ছা না হলে আপনারা তাঁর ﷺ হুকুম মানবেন না!?

৪. সা'য়ীদ বিন আবী ওয়াক্কাস ﷺ বলেন:

كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيِينِ قَالَ (عمر): ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ

"আমি ঐ সমস্ত লোকদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত সালাত পড়িয়েছি, এর মধ্যে কমবেশী করি নাই। 'ঈশার সালাতের প্রথম দুই রাক'আতে ক্বিরাআত লম্বা করি এবং শেষ দু' রকা'আতে সংক্ষিপ্ত করি। উমার ﷺ বললেন : "আপনার সম্পর্কে আমার এই ধারণাই ছিল।"[৯৭]

বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রসূলুল্লাহ ﷺ 'ঈশার চার রাক'আতে ক্বিরাআত করতেন। প্রথম দু' রাক'আতে দীর্ঘ ও শেষের দু' রাক'আতে সংক্ষিপ্ত। 'উমার ﷺ ঐ আমলকে সমর্থন করলেন।

৫. আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ বলেন:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের প্রথম দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।"[৯৮]

---

[৯৭]. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– (সালাত) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ।

[৯৮]. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– (সালাত) باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ।

https://www.facebook.com/178945132263517

উক্ত হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল, শেষের দু' রাক'আতেও রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআত করতেন।

৬. আবূ সা'য়ীদ খুদরী ﷺ বলেন:

حَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ

"আমাদের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবীগণ ﷺ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের ক্বিয়ামকে (দাঁড়িয়ে থাকার সময়কে) অনুমান করতাম। তিনি যোহরের প্রথম দুই রাক'আতে প্রায় ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষের দুই রাক'আতে তার অর্ধেক (পনের আয়াত) করতেন।"[৯৯]

এই হাদীস থেকে আসরের ক্বিয়ামও অনুমান করা যায়, যা ছিল যোহরের ক্বিয়ামের অর্ধেক। অর্থাৎ প্রথম দু' রাক'আতে পনের আয়াত এবং শেষ দু' রাক'আতে সাত/আট আয়াত। অর্থাৎ তিনি যোহর ও আসর প্রত্যেক রাক'আতে ক্বিরাআত করতেন। সুতরাং ক্বিরাআত না করা প্রমাণিত হয় না। এ সম্পর্কে ত্রিশজন সাহাবীর ﷺ ঐকমত্য রয়েছে। [মুসনাদে আহমাদ (ফতহুর রব্বানী)৩/২৩৪পৃ:]

৭. আনাস ﷺ থেকে হাসান বসরী رحمه الله বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিবরাঈল عليه السلام পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেখালেন। যার প্রতি রাক'আতে ক্বিরাআত করার বর্ণনা আছে। যেমন – মাগরিবের সালাত সম্পর্কে বর্ণনাটি হচ্ছে :

صلى بهم ثلاث ركعات يُجهر في ركعتين بالقراءة ولا يُجهر في الثالثة

"জিবরাঈল عليه السلام তাঁকে সালাত শিক্ষা দিলেন– দুই রাক'আত উচ্চস্বরে ক্বিরাআতের এবং তৃতীয় রাক'আতের ক্বিরাআত উচ্চস্বর ছিল না।"[১০০]

---

[৯৯]. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম– (সালাত) باب الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ।

[১০০]. **মুরসাল ঃ** দারাকুতনী باب إمامة جبرائيل।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমাম হাসান বসরী رحمه الله এর বর্ণনাটি যদিও মুরসাল– কিন্তু মুরসাল হাদীস হানাফীগণের নিকট গ্রহণযোগ্য।[১০১]

৮. 'আলী ও জাবির رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন:

يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

"ইমাম ও মুক্তাদী প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরাও পাঠ করবে। আর শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।" [কিতাবুল ক্বিরাআত লিলবায়হাক্বী, পৃ: ৬৭]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, জাবির رضي الله عنه মুক্তাদিদেরকে সূরা ফাতিহা পাঠ করার হুকুম দিতেন। আপনারা কি জাবির رضي الله عنه-এর এই হাদীসটি গ্রহণ করেন?

৯. জাবির رضي الله عنه বলেন:

اقرأ في الأوليين بالْحمد والسورة وفي الأخريين بالْحمد

"প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরাও পাঠ করো। আর শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ো।" [কিতাবুল ক্বিরাআত লিলবায়হাক্বী পৃ: ৬৭]

অর্থাৎ জাবির رضي الله عنه-এর নিকট চার রাকআতেই ক্বিরাআত করা জরুরী। আপনারা কি জাবির رضي الله عنه–এর এই হাদীসকে গ্রহণ করেন?

১০. জাবির رضي الله عنه বলেন:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

---

[১০১]. লেখক এখানে হানাফীগণের নিজস্ব উসূল বা নীতির শর্তে তাদের সামনে দলিলটি উপস্থাপন করেছেন। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

"আমরা (সাহাবীগণ ﷺ) যোহর ও আসর সালাতে ইমামের পিছে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পাঠ করতাম। আর শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম।" [বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃ: ১৬৭][১০২]

এই বর্ণনাটি থেকে প্রমাণিত হলো, চার রাক'আতেই ক্বিরাআত করার ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা' হয়েছে। কেবল ইমাম নয়, (এই হুকুম) মুক্তাদীদের জন্যও প্রযোজ্য। সাহাবীদের ﷺ ইজমা' কি আপনারা দলিল হিসাবে গণ্য করেন? যদি না করেন তবে এটাতো মু'মিনদের পথ নয়, যার উপর আপনারা চলছেন। সূরা নিসার ১১৫ নং (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)[১০৩] আয়াতটি সম্পর্কে একটু ভাবুন।

জাবির ﷺ-এর আলোচ্য বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি মুক্তাদির উপরও ক্বিরআত পাঠ জরুরী মনে করতেন। সুতরাং জাবির ﷺ সম্পর্কে যে বর্ণনা তাক্বী সাহেব পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, সেটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। সম্ভবত, জাবির ﷺ-এর ঐ বক্তব্যের দাবী হল– যদি মুক্তাদী ভুলে যায়, তবে সেটা ক্ষমার যোগ্য। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সালাত আদায় হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মূলনীতি হল, মুক্তাদী যদি ভুলে যায় তবে তার উপর সাজদা করা জরুরী নয়। কেননা সে তখন ইমামের অনুসারী।

১১. আবূ 'আব্দুল্লাহ তাবে'য়ী رحمه الله বলেন:

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ .... ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ .... فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ

---

১০২. **সহীহ:** ইবনে মাজাহ– باب القراءة خلف الإمام কিতাবুস সালাত ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্বক ইবনে মাজাহ হা/৮৪৩)]

১০৩. "যারা মু'মিনদের বিপরীত পথে চলে ...।"

https://www.facebook.com/178945132263517

الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"আমি আবূ বকর ﷺ-এর খেলাফতে মদীনায় গেলাম। অতঃপর তাঁর পিছে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। ....

তিনি ﷺ তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ালেন। আমি তাঁর নিকটেই ছিলাম ..... আমি শুনলাম, তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন ও এই (সূরা আল-ইমরান ঃ ৮) আয়াত পড়লেন (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا...أَنْتَ الْوَهَّابُ)।" [মুয়াত্তা মালেক, পৃঃ ২৭]

এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল, আবূ বকর ﷺ-ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআত করতেন।

১২. আবূ মাস'উদ ﷺ বলেন:

أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .... فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا

"আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দেব না। (তখন তিনি এক রাক'আতের বর্ণনা দিলেন) অতঃপর বললেন: এভাবে চার রাক'আত আমাদেরকে পড়িয়েছেন।" [মুসনাদে আহমাদ (ফতহুর রব্বানী) ৩/১৫০ পৃঃ, এর সনদ সহীহ][১০৪]

অর্থাৎ, প্রথম রাক'আতের ন্যায় চার রাক'আতেই ক্বিরাআত করেছেন।

১৩. আবূ মালিক আল-আশ'আরী ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বিরাআত সম্পর্কে বলেন:

---

১০৪. শু'আয়েব আরনাউত বলেন ঃ হাদীসটি হাসান। [তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৪/১১৯/১৭১১৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِيَ أَطْوَلَهُنَّ لِكَيْ يُثُوبَ النَّاسُ

"তিনি ﷺ ক্বিরাআত ও ক্বিয়ামের ব্যাপারে চার রাক'আত একই সমান করতেন। অবশ্য প্রথম রাক'আত সবচেয়ে বেশী দীর্ঘ হত, যেন লোকেরা ঐ রাক'আত পেতে পারে।" [মুসনাদের আহমাদ (ফতহুর রব্বানী) ৩/১৫৩ পৃ:, এর সনদ হাসান][১০৫]

আলোচ্য হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল, তিনি ﷺ চার রাক'আতে ক্বিরাআত করতেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হল: রসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং চার রাক'আতে ক্বিরাআত করতেন। (ক্বিরাআত না করা তাঁর ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই।) চার রাক'আতেই ক্বিরা'আত করার হুকুম দিতেন (যা ওয়াজিব হবার দলিল)। সমস্ত সাহাবা ﷺ চার রাক'আতে ক্বিরাআত করতেন এমনকি যদিও তারা মুক্তাদি অবস্থায় থাকতেন।

আলোচ্য সমস্ত দলিল ও কুরআন মাজীদের ঐ আয়াত যা আপনি উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো ছাড়াও আরো অন্যান্য আয়াত সামনে রাখুন। সবগুলো মিলে কি এটা প্রমাণ হয়– শেষ দু' রাক'আতে ক্বিরাআত প্রয়োজন নেই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকায় যথেষ্ট? আপনারা তো একথা দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, "শেষ দুই রাক'আতের সাথে ক্বিরাআত করার কোন সুস্পষ্ট দলিল নেই।" এজন্য আমি পূনরায় বলছি, আপনাদের মাসআলা দলিলবিরোধী ও মনগড়া। অথচ সালাত তো ইবাদত। যেখানে ক্বিরাআত, তাসবীহ ও অন্যান্য আমলগুলো প্রতিষ্ঠিত; সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাকে জায়েয বলা এমন বিষয় যা বলার সাহস কোন মু'মিনের নেই।

---

[১০৫]. শু'আয়েব আরনাউত বলেন: হাদীসটি য'য়ীফ। [তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৪৪/২২৯৬২]

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৪৪ঃ অভিযোগ করা হয়, হানাফীগণ সালাতে মুখে নিয়্যাত করার অনুমতি দিয়ে থাকে, অথচ তা বিদ'য়াত।

এটাইতো আমাদের মত, কেননা মুখে নিয়্যাত করা কোন সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। (ফারান, পৃ : ২৫)

সংশোধনঃ এখন এ বিষয়ে আমরা আর কি বলব, যখন আপনারাই বলছেন– এটা কোন সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নেই। আমাদের উদ্দেশ্য তো এটাই স্মরণ করানো যে– আপনাদের মাধ্যমে শরী'য়াতের জালিয়াতি হচ্ছে, মাসায়েল বিকৃত হচ্ছে, বিদ'য়াত বিস্তার হচ্ছে। এর থেকে বড় গোমরাহী আর কি আছে !?

[সংযোজনঃ যদিও তাক্বী সাহেব বিষয়টিকে সহীহ হাদীসে নেই বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হানাফীগণ এই আমলটির উপরই সাধারণভাবে অভ্যস্ত। –অনুবাদক]

ভুল ধারণা– ৪৫ঃ শহরবাসীদের জন্য 'ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা হাদীসের আলোকে জায়েয নেই। ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله–এর মতে গ্রামবাসী এই হুকুম থেকে পৃথক। তারা ফজরের সময় শেষ হবার পর কুরবানী করতে পারে। অভিযোগ করা হয়, ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله–এর এই পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ মনগড়া এবং এর স্বপক্ষে কোন দলিল নেই।

এ অভিযোগের জবাবে আমাদের নিবেদন হল, যে হাদীসে সালাতের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ

"যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করলো সে নিজের জন্য যবেহ করল। আর যে সালাতের পরে কুরবানী করল, তার কুরবানী পূর্ণ হল।"[১০৬]

এ হাদীসের শব্দগুলো পাঠের পর সহজেই একজন সাধারণ বুঝের মানুষও বুঝতে পারে যে, এই হুকুম ঐ লোকদেরকে দেয়া হয়েছে, যারা

---

[১০৬]. **সহীহঃ** সহীহ মুসলিম – কিতাবুল আযহা وَقْتِهَا باب।

https://www.facebook.com/178945132263517

'ঈদের সালাত পড়ে। অথচ গ্রামের লোকেরা এর বিপরীত। কেননা, তাদের জন্য ঈদের সালাত নেই। এজন্য তাদের 'সালাতের পূর্বে' ও 'সালাতের পরে' কথাটি কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? তাদের উপর আসল হক্ব বাকী থাকবে– অর্থাৎ যদি তারা ফজর উদয়ের পর কুরবানী করে, তবে তাদের কুরবানী বৈধ হবে। (ফারান, পৃ: ২৫-২৬)

সংশোধন: আমাদের এটা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, এ মাসআলাতে ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله জালিয়াতি করেছেন। কেননা, এটাতো তার উপরে অপবাদ দেয়া। তবে আপনাদের মাযহাবের (কোন কোন) ফক্বীহ জালিয়াতিটি করেছেন।

১. তাক্বী সাহেব এমন কোন দলিল দিতে পারেন নাই যা থেকে প্রমাণিত হয়– গ্রামের লোকদের উপর 'ঈদের সালাত ফরয/ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র শহরবাসীর জন্য ফরয/ওয়াজিব।

এই পার্থক্যতো কুরআন ও হাদীস বিরোধী। যেমন– আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

"তোমরা রমাযানের দিনগুলো পুরা কর এবং আল্লাহর তাকবীর ঘোষণা কর।" (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত)

এই আয়াতে 'ঈদুল ফিতরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে রমাযানের সিয়াম প্রত্যেকের উপর ফরয, একইভাবে 'ঈদের দিন আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করাও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয। দু'টি ক্ষেত্রেই আল্লাহ ﷻ একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২. অন্যস্থানে আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"সুতরাং আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী কুরুন।" [সূরা কাওসার ঃ ২ আয়াত]

https://www.facebook.com/178945132263517

এই আয়াতে 'ঈদুল আযহার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং কোন পার্থক্য করা হয় নাই। এই হুকুম 'আম এবং সবারই জন্যই ফরয।

৩. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

"নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ তোমাদের ঐ দু'টি উৎসবের বদলে আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দু'টি উত্তম উৎসব দিয়েছেন। 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহা।" [মুসনাদে আহমাদ (ফতহুর রব্বানী), আবূ দাউদ অনুরূপ অর্থে। এর সনদ সহীহ।][১০৭]

অর্থাৎ আইয়্যামে জাহেলিয়াতের দু'টি উৎসবকে বাতিল করে নবী ﷺ দু'টি ঈদকে আল্লাহর হুকুমে নির্দিষ্ট করেছেন। যেভাবে পূর্বে ঐ দু'টি উৎসব গ্রাম ও শহরবাসী সবাই মেনে চলত। সেভাবে দুই 'ঈদও সবারই জন্য। তাই শহর ও গ্রামবাসীকে পৃথক করা সুস্পষ্ট জালিয়াতি।

৪. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: هذا عيدنا أهل الإسلام "এটা আমাদের আহলে ইসলামের ঈদের দিন।" [সহীহ বুখারী – তা'লিকরূপে[১০৮], চারটি সুনানে,[১০৯] সহীহ ইবনে খুযায়মাহ (ফতহুল বারী ১৩/১২৮)]

৫. আনাস বিন মালিক ﷺ-এর আমল:

---

১০৭. **সহীহ:** শু'আয়েব আরনাউত হাদীসটিকে একস্থানে শায়খাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৩/১০৩/১২০২৫) অপর স্থানে সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৩/২৫০/১৩৬৪৭) আলবানীও আবূ দাউদের বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/১১৩৪)

১০৮. সহীহ বুখারী – কিতাবুল 'ঈদায়ীন باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين

১০৯. আলবানী, সহীহ জামে'উস সগীর হা/৭৮১২।

https://www.facebook.com/178945132263517

وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم

"আনাস বিন মালিক ﷺ নিজের স্বাধীন গোলামকে যাবিয়াহ গ্রামে 'ঈদের আয়োজন করার হুকুম দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি পরিবার ও প্রতিবেশীদেরকে একত্রিত করতেন এবং শহরবাসীদের মত সালাত পড়াতেন ও তাকবীর দিতেন।" [মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, বুখারী তা'লিকরূপে[১১০]]

অর্থাৎ সাহাবীগণ ﷺ-ও গ্রামে 'ঈদের সালাত আদায় করা জরুরী মনে করতেন। আপনারা কি এই সাহাবার ﷺ কথা মানেন না?

৬.

قَالَ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ

"ইকরামাহ ﷺ বলেছেন: গ্রামের লোকেরাও 'ঈদের সালাত দুই রাক'আত আদায় করবেন, যেভাবে ইমাম (খলিফাহ) আদায় করে থাকেন।" [বুখারী তালিকরূপে[১১১], মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা]

৭. 'উসমান ﷺ জুমার দিন 'ঈদের সালাত আদায়ের পর বলেন:

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ

"আজ তোমাদের দু'টি 'ঈদ একত্রিত হয়েছে ('ঈদ ও জুম'আ)। সুতরাং গ্রামের লোকদের যার ইচ্ছা জুম'আর জন্য

---

১১০. সহীহ বুখারী – কিতাবুল 'ঈদায়ীন باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين

১১১. সহীহ বুখারী – কিতাবুল 'ঈদায়ীন باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين

https://www.facebook.com/178945132263517

অপেক্ষা করুক এবং যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে।"[১১২]

যদি জুম'আর সালাত গ্রামবাসীদের জন্য ফরয না হতো, তবে উসমান ﷺ কেন 'ঈদের সালাত আদায়ের পর জুম'আর সালাতের জন্য না আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও জুমার সালাত গ্রামবাসীদের জন্য ফরয কিন্তু 'ঈদের সালাত জুম'আর ফরযিয়াতকে হালকা করে দেয়। তাছাড়া কোন নফল সালাত ফরয সালাতের পরিপূরক হতে পারে না। এ কারণে 'ঈদের সালাতও গ্রামবাসীদের জন্য ফরয।

আলোচ্য বর্ণনা থেকে একথা প্রমাণিত হল, 'ঈদের সালাতে গ্রামবাসীরাও শরীক হত। বরং এরকম কোন বর্ণনা নেই যার থেকে প্রমাণিত হয়, 'ঈদের সালাত গ্রামবাসীদের জন্য ফরয নয়। যদি এরকম কোন হাদীস থাকে, তবে তাক্বী সাহেব! তা পেশ করুন। যদি না থাকে তবে মাসআলাটি স্বয়ং জাল হবার স্বীকৃতি দেয়।

আসল প্রশ্নের জবাব নেইঃ প্রকৃত প্রশ্ন ছিল (হানাফী ফিক্বাহর) নিম্নোক্ত কৌশল (হীলা/ বাহানা) সম্পর্কে :

"যদি শহরবাসীও 'ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করতে চায় তবে নিজের কুরবানীর পশু শহরের বাইরে নিয়ে যবেহ করতে পারবে। অতঃপর সালাত আদায় করতে পারবে কি?"

কেননা শহরবাসীর জন্য 'ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। এজন্য এই ছলচাতুরী শেখানো হয়েছে। যা হানাফী মাযহাবে মাশহুর ফিক্বাহ 'হিদায়াহ'-তে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একটি নাজায়েয কাজ এই হীলা/ বাহানার মাধ্যমে জায়েয করা হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ ﷻ'র শরী'আতের সাথে তামাশা করা হয়েছে। হারামকে হালাল করা হয়েছে। শরী'আতের হুকুম ও উপদেশকে পদদলিত করা হয়েছে। এরপরও দাবী করা হচ্ছে "আমরা মুসলিম।"

---

১১২. **সহীহঃ** সহীহ বুখারী- কিতাবুল আযহা باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها

https://www.facebook.com/178945132263517

আমাদের প্রশ্ন ছিল, এই হীলার (ছল-চাতুরীর) দলিল কুরআন ও হাদীস থেকে পেশ করুন। তাক্বী সাহেব এর জবাব দেয়ার পরিবর্তে ভিন্ন আলোচনা করেছেন। কেননা উক্ত হীলার কোন প্রমাণ শরী'আতে নেই। এ কারণে এই হীলা জালিয়াতি এবং একটি প্রতারণা – যা আল্লাহর সাথে করা হয়েছে।

ভুল ধারণা– ৪৬ঃ অভিযোগ করা হয়, যদি কোন মহিলার স্বামী নিখোঁজ (মাফকুদ) হয়, সেক্ষেত্রে হানাফীদের বিধান অত্যন্ত কঠিন। তাহল, "মৃত্যুর খবর আসা পর্যন্ত স্ত্রী অপেক্ষা করবে। যখন স্বামীর সত্তর বছর পূর্ণ হবে, তখন স্ত্রী অন্যকে বিয়ে করতে পারবে।"

এর জবাব হল, দু'টি বিষয়ই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুনানে দারা কুতনীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ মাফকুদের (নিখোঁজ ব্যক্তির) বিবি সম্পর্কে বলেছেনঃ

هى امرأة حتّى يأتيها البيان

"সে তারই বিবি, যতক্ষণ না খবর আসে।"

'আলী ﷺ থেকে এর ব্যাখ্যা মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাকে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে :

هي امرأة ابتليت فلتصبر حتّى يأتيها موت أو طلاق

"এই মহিলা পরীক্ষার মধ্যে পতিত হয়েছে। এজন্য তার উচিত ঐ পর্যন্ত সবর করা, যতক্ষণ না তার স্বামীর মৃত্যুর বা তালাকের খবর আসে।" (ফারান, পৃঃ ২৬)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব যে হাদীস উপস্থাপন করেছেন তা কোন মতেই দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

قال ابو حاتم حديث منكر ومُحمّد بن شرحيل متروك الْحديث يروى عن الْمغيْرة بن شعبة مناكيْر وأباطيل

"ইমাম আবূ হাতিম رحمه الله বলেছেন, এই হাদীস মুনকার এবং মুহাম্মাদ বিন শারজীল মাতরুক (পরিত্যাজ্য) হাদীস। সে মুগীরাহ বিন শু'বাহ থেকে মুনকার ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতো।"

https://www.facebook.com/178945132263517

قال ابن الْقطان سوار بن مصعب اشهر الْمتروكين ودونه صالح ولايعرف ودونه مُعمّد بن فضل ولايعرف حاله

"ইমাম ইবনুল ক্বত্তান رحمه الله বলেছেন, সুয়ার বিন মুস'আব মাতরুকদের মধ্যে খুবই বিখ্যাত মাতরুকুল হাদীস। তারপরে (সনদে) সালিহ গায়ের মা'রুফ। তারপরে (সনদে) মুহাম্মাদ বিন ফাযল রয়েছেন – তার অবস্থা জানা যায় না।" [হাশিয়াহ দারা কুতনী পৃঃ ৩২১]

অর্থাৎ, আলোচ্য দু'টি হাদীসের বর্ণনাকারী মাজহুল (অপরিচিত) এবং দু'জন মিথ্যাবাদী। বরং একজনতো মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী। আপনারা কি এ ধরণের মিথ্যা হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন।[১১৩]

২) যদি হানাফীগণ এটাকে দলিল মনে করেন, তবে এর বিরোধী মাসআলা কেন তৈরী করলেন? অর্থাৎ ৭০/৯০ বছরের সময় নির্দিষ্ট করলেন কেন? হাদীস অনুযায়ী খবর পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আপনারা না হাদীস মানলেন, না আলী رضي الله عنه–এর উক্তি মানলেন। উভয়টি ছেড়ে দিয়ে, নিজস্ব মত গ্রহণ করেছেন – অর্থাৎ সত্তর বা নব্বই বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। বলুনতো, মাসআলাটি কি মনগড়া নয়? হাদীস ও আসারের বিপরীত নয়?

ভুল ধারণা– ৪৭ঃ বাকী থাকল সত্তর বছর পর্যন্ত দলিল থেকে কিভাবে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকার দলিল নেয়া হল? এর জবাব হল, নবী ﷺ বলেছেনঃ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ "আমার উম্মাতের আয়ুস্কাল ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হবে।"[১১৪] (ফারান, পৃঃ ৩৬)

সংশোধনঃ আমি প্রশ্ন করেছিলাম নব্বই বছরের প্রমাণ দিন। তাক্বী সাহেব নব্বই কে সত্তরে রূপান্তর করে আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। যা আলোচ্য মাসআলার সাথে সম্পর্কহীন। সম্ভবত, এই

---

১১৩. আরো জানার জন্য দেখুনঃ সাইয়েদ আবূ আ'লা মওদূদী, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী) অনুচ্ছেদঃ নিখোঁজ স্বামীর প্রসঙ্গ। (অনুবাদক)

১১৪. **হাসানঃ** তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত (এমদা) ৯/৫০৫০ নং ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ৩/৫২৮০ নং)

https://www.facebook.com/178945132263517

হাদীসের আলোকে প্রশ্নকে পরিবর্তন করে নব্বইকে সত্তর করা হয়েছে। অথচ নব্বই বছর অপেক্ষা করার মাসআলা তাদের ফেক্বাহতে মজুদ আছে। যেমন– কানযুল দাক্বায়েক্ব প্রভৃতি। যদি 'বেহেস্তি জেওর' খোলা হয়– তবে তাতেও নব্বই বছরই রয়েছে।

ভুল ধারণা– ৪৮ঃ উল্লেখ্য, কেউ কেউ বুঝেছেন– নারীদেরকে সত্তর বছর অপেক্ষা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। অথচ উদ্দেশ্য হল, স্বামীর বয়স সত্তর বছর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদিওবা তার নিখোঁজ হবার এক বছর পরে হোক না কেন। (ফারান, পৃঃ ২৬)

সংশোধনঃ

১. এই ব্যাখ্যাও সহীহ নয়। এমতটি তাক্বী সাহেব ফিক্বাহর কিতাব থেকে সূত্রও উল্লেখ করেন নি। 'কানযুল দাক্বায়েক্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয় নি। বরং কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, নব্বই বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

২. আমাদেরকে অভিযোগের স্বরে প্রশ্ন করা হয়েছে, যদি প্রথম স্বামী ফিরে আসে তখন আপনারা কি করবেন? আমরা তো তা–ই করব যা 'উমার ﷺ করেছিলেন। তাছাড়া আপনারাও এর জবাব দিন, যদি (তাক্বী সাহেবের বক্তব্যের পূর্বোক্ত) একবছর অপেক্ষার পর মহিলাটি বিয়ে করে, তখন তার প্রথম স্বামী ফিরে আসলে আপনারা কি করবেন?

৩. তাছাড়া আপনার যে মাসআলা বানিয়েছেন তা ত্রুটিপূর্ণ এবং ন্যায় বিচারের বিরোধী।

ক. যেমন– মহিলাটির স্বামী যদি এমন অবস্থায় নিখোঁজ হয় যখন তার বয়স সত্তরের থেকে বেশী ছিল। সেক্ষেত্রে তার যুবতী স্ত্রী থাকলে সে কি করবে? আপনারা কি নিজেদের মাসআলাতেই ফেঁসে গেলেন না? সে কি আপনাদের মাসআলার আলোকে স্বামীর বয়স সত্তর অতিক্রম করাতে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যুবককে বিয়ে করবে?

https://www.facebook.com/178945132263517

খ. যদি উক্ত মহিলাটি তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে করে, তবে তো এটা একটি আজব স্বাধীনতা, যা আপনারা মহিলাটিকে দিলেন। এভাবে কি কোন বিয়ে কার্যকরী হতে পারে ?

গ. অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যাপক ব্যাবধান হয়ে থাকে। অনেক ষাট–সত্তর বছরের ব্যক্তিও যুবতীকে বিয়ে করে। যদি ঐ যুবতীর স্বামী ঊনসত্তর বছর বয়সে নিখোঁজ হয়, তাহলে কি একবছর পরে সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে ? কিংবা যদি তখন স্বামীর বয়স ঊনসত্তর বছর এগার মাস হয়, তবে কি এক মাস পরে ঐ যুবতী বিয়ে করতে পারবে? আপনাদের মাসআলাই তো বয়সের বিষয়টি পূর্ণ করে দিয়েছে।

ঘ. যদি ধরে নিই, নিখোঁজ হওয়ার সময় স্বামীর বয়স ঊনসত্তর হয় এবং তখন স্ত্রীর বয়স ছিষট্টি হয়। তবে এই মহিলাটি সাতষট্টি বছর বয়সে বিয়ে করার অধিকার লাভ করে।

দ্বিতীয়ত যদি ধরে নিই, নিখোঁজ হওয়ার সময় স্বামীর বয়স বিশ বছর এবং স্ত্রীর বয়স পনের বছর। সেক্ষেত্রে এই পনের বছরের নারী পঞ্চাশ বছর পর বিয়ে করার অধিকার লাভ করে।

উক্ত দু'টি উদাহরণ সামনে রাখুন। বৃদ্ধাকে এক বছর পরে বিয়ের অনুমতি দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে যুবতী নারীটিকে পঞ্চাশ বছর পর বিয়ের অনুমতি দিচ্ছেন। অর্থাৎ তখন তার বয়স পয়ষট্টি বছর। যা 'আক্বল ও 'আদল উভয়টির বিরোধী। যদি উভয়ের জন্য মাসআলা একই হত, তবে তা 'আক্বল ও 'আদলের পরিপূরক হত।

লক্ষণীয় দিক ঃ প্রকৃতপক্ষে, আপনাদের এ মাসআলাটিই ত্রুটিযুক্ত। এতে সত্তরের থেকে বেশী বয়সের নিখোঁজ ব্যক্তির বিধান নেই। এটিও 'আক্বল ও 'আদলের বিরোধী। তাছাড়া বৃদ্ধারা ঐ বয়সে খুব কমই বিয়ে করে। পক্ষান্তরে যে যুবতীকে ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হয় সে তো তখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৪৯ঃ আমরা এখানে কয়েকটি মাসআলা নমুনাস্বরূপ উপস্থাপন করলাম, যেগুলোর প্রতি বিকৃতির অভিযোগ করা হয়। আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হল, প্রত্যেক ফিক্বহী হুকুমের ভিত্তি হিসাবে কোন কুরআনের আয়াত, হাদীস কিংবা আসার অবশ্যই রয়েছে। (ফারান. পৃঃ ২৬)

সংশোধনঃ কোন মাসআলাতেই আপনি দলিল উপস্থাপন করতে পারেন নি। যে জবাব আপনি দিয়েছেন তাও ত্রুটিযুক্ত। যার সাথে কুরআন ও হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। বরং হানাফী ফেক্বাহর দৃষ্টিভঙ্গিতে সঙ্কলিত ও সম্পূর্ণ কৃত্রিম মাসায়েল। এর মধ্যে এমন মাসায়েলও রয়েছে, যা অবাস্তব ও অসম্ভব।

ভুল ধারণা– ৫০ঃ কুরআন ও সুন্নাত আমাদেরকে নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। ঐ নীতিমালার আলোকে ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণ নিজ নিজ বুঝ ও দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (ফারান, পৃঃ২৬)

সংশোধনঃ আমরা বলছি, এই সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাত মোতাবেক নয়। বরং এগুলো ফক্বীহদের বিকৃত চিন্তার প্রকাশ। তাছাড়া আপনারাও স্বীকার করেছেন এগুলো ফক্বীহদের নিজস্ব বুঝ ও দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং আপনাদের এই বক্তব্য আমাদের উপস্থাপনাই সমর্থন করল। ফক্বীহগণ কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে নয়, বরং বিরোধী নীতি অবলম্বন করেছেন। যা আপনি পূর্বোক্ত আলোচনাতেই দেখেছেন। যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইস্তিম্বাত করে থাকে, তাহলেও সেটাকে স্থায়ী শরী'আতী আইনের মর্যাদা দেয়া ঠিক হয় নি। কাযীর ফায়সালা তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানের জন্য হয়ে থাকে। তা স্থায়ী শরী'আতী আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। অথচ আপনারা ফক্বীহদের ফতোয়াকে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দিয়েছেন। আপনাদের কাছে পরবর্তীরা ইজতিহাদ করার হক্বদার নয়, বরং পূর্ববর্তী ফতোয়ার ভিত্তিতে রায় দেয়াকে বাধ্যতামূলক করেছেন। অথচ স্থায়ী কানুন কেবল যা আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। সুতরাং আপনাদের উক্ত পন্থা কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শির্ক নয়?

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৫১ঃ কোন ব্যক্তির কাছে এ জাতীয় বিষয়ের ব্যাপারে ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এগুলোকে বিকৃত বলার উদাহরণ হল, যেমন কেউ বলল– বিড়ি, হুইস্কি, বিয়ার প্রভৃতির বেঁচাকেনা সুদ। সিনেমা তৈরী, ফটোগ্রাফী হারাম হওয়ার ফাতোয়া তোমরা মনগড়াভাবে দিয়েছ। কুরআন ও সুন্নাতে এগুলো হারাম হবার বর্ণনা নেই।

সংশোধনঃ এ ধরণের মাসায়েলকে বিকৃত মাসায়েল হিসাবে কেউ উল্লেখ করে নি। এই সমস্ত মাসায়েলে কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। যেমন বিরান্ডি, হুইস্কি যদি কেউ হারাম বলে তবে এর দলিল হিসাবে হাদীসটি হল : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "সমস্ত নেশাদায়ক বস্তু হারাম।"[১১৫] কেননা বিরান্ডি নেশাদার বস্তু। এ কারণে তা হারাম। সুতরাং সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। কেউ এটা বলতে পারবে না যে, এটা আমার বুঝে আসল না। প্রত্যেক ব্যক্তির এই দলীলের আলোকে বিরান্ডিকে হারাম মানবে। এটা ঐ ধরণের মাসায়েল নয় যে ব্যাপারে বিকৃতির কথা বলা হচ্ছে। বিকৃত মাসায়েলের নমুনা নিম্নরূপঃ

مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذُّرَةِ حَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ

"যে মদ গম, জব, মধু ও ভুট্টার থেকে তৈরী হয় সেগুলো ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله কাছে হালাল। তাঁর নিকট এটা পানকারীর উপর হদ (শাস্তি) নেই, যদিও তাতে নেশা হোক না কেন।" (হিদায়াহ – কিতাবুল আশরাবাহ)

বলুন, এটা কুরআন–সুন্নাহর নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত, না বিরোধী? যদি অন্তর্ভূক্ত বিষয় হয়, তবে তো নেশাদার বস্তু হলেও তা পানকারীর উপর অবশ্যই হদ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উসূলের বিরোধী ফতোয়া দেয়া হয়েছে। বলুন, এটাও কি কুরআন ও হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে? বরং এটাতো বিকৃত মাসায়েল!

---

১১৫. সহীহঃ সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৭/৩৪৭৩ নং।

https://www.facebook.com/178945132263517

বলুন, সালাতে নিয়্যাত মুখে বলাটা হাদীসে আছে কি? যেভাবে নেশাদার বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে একটি 'আম উসূল দিয়েছেন যে, 'সব নেশাদার বস্তুই হারাম'। সেভাবে সালাতের ক্ষেত্রে কি এমন কোন উসূল দেয়া হয়েছে যে, "সালাতে যা তোমাদেরকে এর হক্ব আদায়ে সঙ্গত মনে কর, যার মাধ্যমে বেশী খুশূ'-খুজু' ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে– তা সালাতে যুক্ত কর।" যেমন– রুকুতে একাগ্রতার জন্য পূনরায় মুখে নিয়্যাত বলা– "হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রুকু' করছি।" এভাবে সিজাদ করতে গিয়েও অনুরূপভাবে মুখে বলা। আপনারা কি এমনটি অনুমতি দিবেন?

রাতে বিবির পরিবর্তে ভুলে মেয়ের শরীরে হাত লাগলে– বিবি হারাম হয়ে যায়। বলুন, এটা কোন উসূলের অধীনে সিদ্ধান্ত দেয়া হল? এমন কোন উসূল আছে কি, যদি ভুলে কেউ হারাম কাজ করে বসে, তবে তার জন্য হালাল জিনিসও হারাম হয়ে যায়? কিংবা কোন হারাম কাজ করাতে কি হালাল জিনিস হারাম হয়ে যায়? যদি উসূল থাকে তবে তা এর বিপরীত। অর্থাৎ হারাম কাজ করাতে হালাল কখনই হারাম হয় না। আর এক্ষেত্রে তো লোকটি হারাম কাজই করে নি। বরং কেবল হাত লাগিয়েছে, যা তার একটি ভুল। কেবল এজন্যই কি হালাল বিবি হারাম হতে পারে? এটি খুবই আজব মাযহাব। এখানে ভুল-ত্রুটিরও ক্ষমা নেই।

এখন মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন! কোন তাৎক্ষণিক বিচারের শরী'আতের আলোকে দেয়া কাযী বা বিচারকের ফায়সালা ভিন্ন জিনিস। কিন্তু প্রত্যেক এ ধরণের বিচারের ফায়সালাকে শরী'আত গণ্য করা আবার পৃথক জিনিস। প্রথম অবস্থাটি হালাল ও একটি দায়িত্বও বটে। দ্বিতীয় অবস্থাটি 'শিরক ফিত তাশরি'য়ী'।

<u>ভুল ধারণা – ৫২ঃ</u> আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় ধ্বংসের কারণ আর কি হতে পারে যে, এক অন্যের সাথে ফুরুঁয়ি (শাখাগত) মাসায়েলের উপর সরাসরি আক্রমণ করে থাকি!? (ফারান পৃঃ ২৭)

সমাধান ঃ শিরক ও তাওহীদের মাসআলা মামূলী মাসআলা নয়। তাক্বলীদ শিরক, বিধানের বিকৃতি করা শিরক। আপনারা এসব বিষয়ে তাওবা করুন। এখন যদি আপনার ও আমার (যুগোপযোগী সমস্যার

https://www.facebook.com/178945132263517

সমাধানে– যার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি দলিল প্রমাণ নেই। সেক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের মূলনীতির আলোকে) ইজতিহাদ করতে গিয়ে যদি মতপার্থক্য হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। (কেননা, সেটা মূলে শরী'আত নয়।)

ভুল ধারণা– ৫৩ঃ আমাদের মান–মর্যাদার উপর কোন দুশমন মাথা তুলতে পারতো না, অথচ আমরাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের এপথ খুলে দিয়েছি। ইতিহাস সাক্ষী – যখন মুসলিমরা ফুরু'য়ী মাসআলার ক্ষেত্রে ঠুনকো রেষারেষি করেছে, তখন সর্বদাই ইসলামের দুশমনরা ফায়দা উঠিয়েছে। (ফারান, পৃ:২৭)

সংশোধনঃ ফুরু'য়ী মাসআলা নিয়ে রেষারেষি মুক্বাল্লিদগণের অন্ধ ও ব্যক্তি পূজার ফল। যদি ব্যক্তি পূজা না থাকতো তবে বিভিন্ন ফেরক্বা সৃষ্টি হত না। ফলে ঝগড়াও হতো না।

মুক্বাল্লিদগণতো এ জাতীয় যুদ্ধ দেখেও শিক্ষা নেয় না। বরং আমরা যখন আমাদের আন্দোলনের ধারা বেগবান করি, তখন এর মূল দাবী থাকে কেবল তাওহীদ। আমাদের ও আপনাদের মতপার্থক্য– তাওহীদ ও শিরকের মতপার্থক্য।

ফারানের মন্তব্য

'মাসিক ফারান', জুন' ১৯৬৪ 'ঈসায়ী সংখ্যায় সম্পাদক সাহেব 'তালাশে হক্বের' উপর নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ঐ মন্তব্যের জবাব এই গ্রন্থের শুরুতে সংযোজন করা হয়েছে। এরপর সম্পাদক সাহেব ঐ জবাবের উত্তর দেয়ার জন্য নিজের কিছু মন্তব্য পূনরায় নিজের মাসিক পত্রিকার মে'১৯৬৫ 'ঈসায়ী সংখ্যার মাধ্যমে তাক্বী সাহেবের নিকট সোপর্দ করেন। উদ্দেশ্য হল, "তুমি যত কিছুই বল, আমি আমার মত বলে যাব।"

সম্পাদক সাহেব শেষাবধি একজন সম্মানিত আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালির উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমার উপর অভিযোগ আরোপ করেছেন। যার আসল দাবী ছিলঃ "তিনি মুক্বাল্লিদগণকেও ফিরক্বায়ে নাজিয়ার অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন, কাফির ভাবতেন না এবং তাদের পিছনে

https://www.facebook.com/178945132263517

সালাত আদায় করাকে নিষেধ করতেন না। বরং তাদেরকে শুধুমাত্র পাপী মনে করতেন।"

এর সংক্ষিপ্ত জবাব হল, আমি কারো মুক্বাল্লিদ নই। সুতরাং কোন আলেমের কথা বা লেখার দ্বারা আমার উপর অভিযোগ করার অর্থ– আমার প্রতি জুলুম করা।

আমাদের নিকট কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসই একমাত্র দলিল। নওয়াব সাহেব যদি উক্ত কথাগুলো লিখে থাকেন, তবে তার দায়-দায়িত্ব তাঁরই। কোন ভুল-ত্রুটির কারণে আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি না।

যে গ্রন্থ থেকে উক্ত উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, সম্ভবত এটা তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের লেখা। আর এ কারণে তাঁর মধ্যে কিছুটা শিথিলতা ও তাল দেয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী লেখাগুলোতে অনেক দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হয় – যেগুলো আমিও বলে থাকি। অর্থাৎ আমার কথাগুলো নওয়াব সাহেবের কথারই প্রতিধ্বনি। নওয়াব সিদ্দিক হাসান সাহেব رحمه الله সূরা আলে-ইমরানের মুবাহালার আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"কিতাব ও সুন্নাতে তাক্বলীদের তিরষ্কার রয়েছে এবং তা আহলে তাক্বলীদ থেকে অনেক দূরে। মুবাহালাহ করবো তো কিসের ভিত্তিতে করব। নাজরানের নাসারাগণ তিন ঈশ্বর বানিয়েছিল। মুক্বাল্লিদগণ চার ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব গণ্য করেছে। তারা ত্রিত্ববাদকে চতুর্থবাদ করেছে। তারা শিরক ফিল উলুহিয়্যাত করত, এরা শিরক ফির রিসালাতে লিপ্ত।" (তাফসীরে তরজমানুল কুরআন, সূরা আল–ইমরান)

নওয়াব সাহেব رحمه الله আরো লিখেছেন: "কোন আলেম বা দরবেশের তাক্বলীদ আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে শিরক।" (তাফসীরে সূরা তাওবা)

নওয়াব সাহেব رحمه الله লিখেছেন:

اى بدعة أعظم من بدء التقليد

"তাক্বলীদের বিদ'আত থেকে আর কোন বিদ'আত বড় হতে পারে ?" [আদ–দীনুল খালেস ৪/১১ পৃ:]

التقليد أمّ البدع ورأس الشنع

https://www.facebook.com/178945132263517

"তাক্বলীদ সমস্ত বিদ'আতের মা এবং সমস্ত খারাপির মাথা (মূল)।" [আদ-দীনুল খালেস ৪/১১ পৃঃ]

নওয়াব সাহেব 'আদ-দ্বীনুল খালেস' গ্রন্থটির কেবল একটি খন্ডে সম্পূর্ণরূপে তাক্বলীদের অনিষ্টতা সম্পর্কে লিখেছেন। গ্রন্থটির শুরুতেই লিখেছেনঃ

الشرك هو المنهى عنه وفيه ان التقليد نوع من انواعه اعاذانالله منه

"শিরক হল– যা নিষিদ্ধ। এই গ্রন্থে এটাও প্রমাণ করা হয়েছে, তাক্বলীদ শিরকের প্রকারভেদের একটি প্রকার। আল্লাহ আমাদের এ থেকে হেফাযতে রাখুন।" [আদ-দ্বীনুল খালেস ১/৩০ পৃঃ]

মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের কাছে আবেদন, আলোচ্য উদ্ধৃতিগুলো পাঠ করুন এবং নিজেকে সংশোধন করুন।

[**নোটঃ** ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله, শাহ ওয়ালিউল্লাহ رحمه الله প্রমুখের উদ্ধৃতি এখানে শরী'আতী দলিল হিসাবে নয়, বরং অভিযোগের জবাব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।]

https://www.facebook.com/178945132263517

পরিশিষ্টাংশ– ১

তাক্বলীদের শরী'আতী অনিষ্টতা[১১৬]

ভূমিকা

আমিও মারা যাব, তাক্বী সাহেবও মারা যাবেন। হাশরের ময়দানে আমাকে আক্বীদা ও আমলের হিসাবে দিতে হবে, তাক্বী সাহেবকেও দিতে হবে। আল্লাহর আদালতে সমস্ত জটিলতার নিরসণ হবে।

তাক্বী সাহেব যদি তওবা না করেন, তাহলে আমার ও তাঁর মোকদ্দামার ফায়সালা হাশরের ময়দানে হবে।

ব্যাস! এতটুকুই এই পরিশিষ্টাংশের ভূমিকা।

---

১১৬. তাক্বী 'উসমানী সাহেবের "তাক্বলীদ কী শর'য়ী হাইসিয়াত" এর জবাবে মাস'উদ আহমাদ "তাক্বলীদ কী শর'য়ী ক্বাহাত" লেখেন। বাংলা ভাষায় তাক্বী সাহেবের বইটি "মাযহাব কি ও কেন?" নামক পুস্তকের প্রথমাংশে প্রকাশিত হয়েছে। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে "তালাশে হক্ব" নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। যেখানে তাক্বলীদ ও হানাফীদের কিছু মাসায়েলের উপর বিশ্লেষণ ও আপত্তি করা হয়। ঐ কিতাবের একটি কপি মাহারুল ক্বাদিরী সাহেবের কাছে পেশ করা হয়। তিনি তাঁর পত্রিক "মাসিক ফারান" জুন' ১৯৬৪ 'ঈসায়ী সালে বইটির উপর সমালোচনা লেখেন। যা নিন্দা ও কটাক্ষ পূর্ণ ছিল। দলিল দ্বারা জবাব দেয়ার পরিবর্তে ঠাট্টা-বিদ্রূপের দ্বারা জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যা তাঁর অজ্ঞতা, 'ইলম ও আক্বলের দৈনতা, জাহেলী আক্বীদা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলোর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ।

মাহারুল ক্বাদিরী সাহেব সমালোচনামূলক জবাবটিতে একটি চিঠি প্রেরণ করেন, যেখানে আলোচনাটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য ছিল। যা তিনি তাক্বী 'উসমানী সাহেবের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। মুহাম্মাদ তাক্বী সাহেব ঐ চিঠির জবাবে "তাক্বলীদ কিয়া হে" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাক্বী সাহেবের ঐ প্রবন্ধ "মাসিক ফারান" মে' ১৯৬৫ 'ঈসায়ী সালে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের জবাবে আমাদের পক্ষ থেকে "আত-তাহক্বীক্ব ফী জওয়াবে আত-তাক্বলীদ"[১১৭] (গবেষণায় হল অন্ধ অনুসরণের জবাব) বইটি ১৩৮৬ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়। ঐ বইটি প্রকাশের ২৫ বছরের বেশী অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বঞ্চিত রয়েছি।

১৩৯২ হিজরীতে তাক্বী সাহেব নিজের প্রবন্ধ "তাক্বলীদ কিয়া হে" বই আকারে প্রকাশ করেন। তখন বইটির নাম দেন "তাক্বলীদ কী শর'য়ী হাইসিয়াত"। বইটি সংযোজনসহ আরো বড় আকারে প্রকাশ হলেও আমাদের "আত-তাহক্বীক্ব ফী জওয়াবে আত-তাক্বলীদ"-এর প্রশ্নগুলোর কোন জবাব দেয়া হয় নি। নিজের কথাগুলো বারংবার বলা ও অন্যদের প্রশ্নের জবাব না দেয়া সঙ্গত আচরণ নয়। তাক্বী সাহেবের কাছে নিবেদন, তিনি যদি এই ভান ছেড়ে দেন তবে সেটাই উত্তম হবে। এই ভান আপনার জন্য সম্মানজনক নয়। যদি আপনি তা না ছাড়েন এবং এরই মধ্যে

---

[১১৭]. আমাদের এই অনুদিত বইটির প্রথমাংশ (পরিশিষ্টাংশ-১ এর পূর্বের অংশ পর্যন্ত)।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

নিজেদের মঙ্গল মনে করেন। তবে চিন্তা করুন, এটা আখিরাতের জন্যও মঙ্গলজনক হবে কি না!?

তাক্বী সাহেব! ইসলাম দশম হিজরীতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। যা আপনারও আক্বীদা। একারণে আপনাকে প্রশ্ন করছি, এই চার ইমামের কোন একজনের তাক্বলীদ করাকে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত করা কি আক্বীদার বিরোধী বিষয় নয়?

ইসলামে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার আক্বীদা রাখা কি ঈমান বিরোধী নয়? যদি আপনারা অপূর্ণাঙ্গতা বা ত্রুটির আক্বীদা নাও রাখেন, কিন্তু আমলগতভাবে ইসলামের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন, এটা কোন আক্বীদার দাবী?

আপনি প্রশ্ন করেছেন, নিত্যনতুন মাসায়েলের আমরা কি জবাব দিব? (এর জবাবে) আমাদের (পাল্টা) প্রশ্ন, আপনার জবাব দেয়ার প্রয়োজনটা কি? আপনি দ্বীন পৌঁছে দিন। যা দ্বীনের মধ্যে নেই, তা পৌঁছানো আপনার কাজ না। আপনি এটা বলতে পারেন, এ মাসায়েলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল চুপ রয়েছেন। সুতরাং আমিও চুপ থাকব। বলুন, এটাই কি মঙ্গলজনক নয়?

তাক্বী সাহেবের "তাক্বলীদ কী শর'য়ী হাইসিয়াত" বইটির অধিকাংশ জবাব আমাদের "আত-তাহক্বীক্ব ফী জওয়াবে আত-তাক্বলীদ" বইটিতে রয়েছে।[১১৮] এই কিতাবটি তাক্বী সাহেব কিছুটা বর্ধিতভাবে প্রকাশ করেছেন। এই অংশটির জবাব প্রয়োজন না থাকলেও আমরা এর জবাব দেয়াটাই যথার্থ মনে করি। তাক্বী সাহেবের উদ্ধৃতি আমরা "ভুল ধারণা" শিরোনামে উল্লেখ করব। আর আমাদের জবাব 'সংশোধন' শিরোনামে উল্লেখ করব।

প্রথমে আমি তাক্বী সাহেবের আলোচ্য কিতাবের জবাব দেয়ার পূর্বে ঐ কিতাবের একটি উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করছি। তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

---

[১১৮]. আমাদের এই অনূদিত বইটির প্রথমাংশ (পরিশিষ্টাংশ-১ এর পূর্বের অংশ পর্যন্ত)।

https://www.facebook.com/178945132263517

"কোন জিনিস হালাল? কোন জিনিস হারাম? কি জায়েয? কি নাজায়েয? এ সমস্ত বিষয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের পরিবর্তে অন্য কারো ইত'আত (আনুগত্য) করে এবং তাকে বাধ্যতামূলক আনুগত্যের অধিকারী মনে করে, তবে নিঃসন্দেহে সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে।" (তাক্বলীদ কী শর'য়ী হাইসিয়াত, পৃ: ৭)[১১৯]

তাক্বী সাহেব কতইনা উত্তম কথা বলেছেন। প্রতিটি শব্দে তাওহীদ ও ঈমান দীপ্তমান। আমরা এ বাক্যের সাথে শতবার একমত। আমরা তাঁর কাছে আবেদন করছি, আমলগতভাবেও তারা যেন মজবুতভাবে এটিকে আঁকড়ে থাকেন। আল্লাহ ﷻ-র কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন এমনটিই করেন। তাহলে আমাদের ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দের ফায়সালা দুনিয়াতেই হয়ে যাবে।

অতঃপর তাক্বী সাহেব লিখেছেন ঃ "শরী'আতী আহকামে অস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, বৈপরীত্য দেখা যায়। এমন ধরণের আহকামে তাক্বলীদ করা জরুরী।" অতঃপর তিনি এর কিছু উদাহরণ পেশ করেন।[১২০] যা আমরা বইটির শুরুতে (ভুল ধারণা ঃ ৪ থেকে ১০) জবাব দিয়েছি।

অতঃপর তাক্বী সাহেব পৃষ্ঠা ১১ থেকে ১৩ পর্যন্ত[১২১] আব্দুল গণী লাবলুসী, খতীব বাগদাদী ও আশরাফ আলী থানভীর رحمه الله উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যা 'মাসিক ফারানে' তাক্বী সাহেবের প্রবন্ধ "তাক্বলীদ কিয়া হে"-এর মধ্যে ছিল না। নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু এই

---

১১৯. বাংলা অনুবাদকের সম্ভাব্য ভাবানুবাদটি হল: "সুতরাং দ্বীন ও শরী'য়াতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ ও রসূলেরই আনুগত্য করে যেতে হবে সমর্পিতচিত্তে; এখলাস ও একনিষ্ঠার সাথে। তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এই আনুগত্যের সামান্যতম হক্বদার মনে করারই অপর নাম শিরক। অন্য কথায় হালাল-হারামসহ শরী'য়াতের যাবতীয় আহকাম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহই হলো মাপকাঠি।" [মাযহাব কি ও কেন (ঢাকাঃ মুহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী) পৃ:১১]

১২০. মাযহাব কি ও কেন? ১২-১৩ পৃষ্ঠা।

১২১. মাযহাব কি ও কেন? ১৫-১৭ পৃষ্ঠা।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

উদ্ধৃতিগুলো শরী'আতী দলিল নয়। এ কারণে এর জবাব দেয়ার প্রয়োজনও নেই। কেননা, শরী'আতী দলিল ছাড়া কথা আপনিই বলেন, আর আশরাফ আলী থানভীই رحمه الله বলেন– এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া এ কথাটি স্বয়ং তাক্বী সাহেবও গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 'উলামাদের উক্তি শরী'আতী দলিল হিসাবে গণ্য নয়। তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

اَلتَّقْلِيْدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ اِحْدَى الْحُجَجِ بِلاَحُجَّةٍ مِنْهَا

"তাক্বলীদ হল, যার বক্তব্য শরী'আতের উৎস নয়, তার বক্তব্যকে দলিল প্রমাণ দাবী না করে মেনে নেয়ার নাম।" (তাক্বলীদ কী শর'য়ী হায়সিয়াত, পৃ :১৫)[১২২]

[সংযোজন: আমি (অনুবাদক) উপরোক্ত তিনজন সম্মানিত ব্যক্তির উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন করে তার জবাবও উল্লেখ করলাম।

ক. আব্দুল গণী লাবলুসী رحمه الله-এর উদ্ধৃতিটি হল: "সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে চার ইমামের কারো তাক্বলীদের প্রয়োজন নেই। যেমন– সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়া এবং যিনা, সমকামিতা, মদ্যপান, চুরি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি হারাম হওয়া দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এ বিষয়ে কারো তাক্বলীদের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে ভিন্নমতসম্বলিত আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রেই শুধু তাক্বলীদের প্রয়োজন।" (মাযহাব কি ও কেন? ১৫ পৃষ্ঠা)

জবাব ঃ

১. সম্মানিত পাঠক! আপনি ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন, আব্দুল গণী লাবলুসী যেসব বিষয়ে তাক্বলীদ প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত সেগুলোর ব্যাপারে তাক্বলীদপন্থীদের সাথে সংস্কারপন্থী বা তাক্বলীদ বিরোধীদের মূল দ্বন্দ। তারা ঐ সমস্ত সুস্পষ্ট ফরয ও হারাম মাসায়েলের মধ্যে বিদ'আত এবং অদ্ভুত ও বিকৃত মনগড়া মাসায়েল রচনা করেছে। যার কিছু উদাহরণ সম্মানিত লেখক ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছেন।

২. আব্দুল গণী লাবলুসী رحمه الله-এর শেষোক্ত রেখাঙ্কিত বাক্যটির জবাবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতই যথেষ্ট:

---

[১২২]. মাযহাব কি ও কেন? ১৭ পৃ:।

https://www.facebook.com/178945132263517

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হত, তাহলে অবশ্যই এতে বৈপরীত্য (ইখতিলাফ) দেখতে পেত।" [সূরা নিসা, ৮২ আয়াত]

সুতরাং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বহু মতামত ও স্ববিরোধীতা মুক্ত। আর যদি এমন কোন বিষয় হয় যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নি তবে তা মার্জনীয়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا اَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَتَهُ فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তাই হালাল এবং যা হারাম করেছেন তাই হারাম এবং যা থেকে নীরব থেকেছেন তা মাফযোগ্য। সুতরাং যা মাফযোগ্য তা তোমরা আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিলাওয়াৎ করলেন : "তোমাদের রব ভুলেন না। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৪ আয়াত)" [হাকিম– কিতাবুত তাফসীর, باب سورة مريم। হাকিম এর সনদকে সহীহ বলেছেন। উক্ত মর্মে বাযযার সলেহ্ সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [ফতহুল বারী (মাকতাবা মিশর, ১৪২১/২০০১) ১৩/৩৭৮ পৃ:; নায়লুল আওতার (মিশরঃ দারুল হাদীস ১৪২১/২০০০)৮/৪২৮ পৃ:]

সুতরাং এ পর্যায়ে চার মাযহাবে যে কোন একটির তাক্বলীদ করা কিভাবে ওয়াজিব হতে পারে?

খ. খতীব বাগদাদী رحمه الله–এর উদ্ধৃতি: "শরী'আতের আহকাম দু' ধরণের। অধিকাংশ আহকামই দ্বীনের অংশরূপে সাধারণভাবে স্বীকৃত। যেমন ; পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমাযানের সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির ফরযিয়াত বা অপরিহার্যতা এবং যিনা, মদ্যপান ইত্যাদির হুরমত ও নিষিদ্ধতা। এ সকল ক্ষেত্রে তাক্বলীদ বৈধ নয়। কেননা এগুলো সবার জন্য সমান বোধগম্য। পক্ষান্তরে 'ইবাদত, মু'আমালাত ও বিয়ে-শাদীর খুঁটিনাটি মাসায়েলের ক্ষেত্রে রীতিমত বিচার গবেষণা প্রয়োজন বিধায় তাক্বলীদ অপরিহার্য। ইরশাদ হয়েছে– "তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে নাও।" তদুপরি এ সকল ক্ষেত্রে তাক্বলীদ নিষিদ্ধ হলে সবাইকে বাধ্যতামূলক ইলম চর্চায় নিয়োজিত হতে হবে। ফলে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাই অচল হয়ে যাবে। আর ক্ষেত-খামার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সংসার-পরিবার সবই উচ্ছন্নে যাবে। এমন আত্মঘাতী পথ অবশ্যই বর্জনীয়।" (মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ১৬)

https://www.facebook.com/178945132263517

জবাবঃ উপরোক্ত উদ্ধৃতিটিতে তাক্বলীদ ও ইত্তিবা'কে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আমাদের আলোচনা তাক্বী সাহেবের ন্যায় আলেমদের নিয়েই। যখন সহীহ দলিল প্রমাণকে ছেড়ে দিয়ে জাল, য'য়ীফ বা বাতিল ক্বিয়াসের দ্বারা উদ্ভূত নিজের ইমামের নামে রচিত মাযহাবী সিদ্ধান্তকে মানা ফরয বা ওয়াজিব মনে করা হয়– সেটাকেই আমরা তাক্বলীদ বলছি। যা সহীহ দলিল-প্রমাণকে অস্বীকার করার নামান্তর। তাছাড়া অজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে বুঝবে সহীহ বুখারী কি? আর হিদায়াহ কি? ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله কে? আর ইমাম বুখারী رحمه الله কে? তার কাছে তো সবই সমান। সে বিশ্বস্ত আলেমের অনুসরণ করবে এটাই সঠিক। এটাকে তাক্বলীদ বলা হচ্ছে না। এ পর্যায়ে আলেম দলিল–প্রমাণ ছাড়া ফতোয়া দিলে সব দায়-দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

"দলিল–প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ফতোয়া দেয়া হলে, তার গুনাহর ভার ফাতোয়াদাতার উপর বর্তাবে।"[১২৩]

এ কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله বলেছেনঃ

لا تقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا

"তুমি আমার তাক্বলীদ করো না; মালিক, শাফে'য়ী, আওযা'য়ী, সাওরী এদেরও তাক্বলীদ করো না। বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করেন তুমি সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর। [আল ফাললানী (পৃঃ ১১৩), ইবনুল ক্বাইয়েম الإعلام এর ২/৩০২ পৃঃ।

তাছাড়া ইলম জানার কাজটিতো একজন আলেম হওয়া সত্ত্বেও অপর আলেমের কাছ থেকেও জানতে হয়। এ কারণে প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার কাজটি তাক্বলীদ নয় বা বরং ইত্তিবা'। যার মধ্যে আলেম ও জাহেল উভয়েই গণ্য এবং উভয়েরই এর প্রয়োজন রয়েছে। তাক্বলীদ সেটাই যখন আলেম হওয়ার পরেও দলিল-প্রমাণ জানা সত্ত্বেও– উম্মাতের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য স্থায়ী রাখে এবং নিজের মাযহাবের ভুলগুলো ছেড়ে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে না। বরং এই ফিরে আসাকে খারাপ ও গোমরাহীর কারণ মনে করে। আমরা এ ব্যাপারে নিচের হাদীসটিকে সমাধানের মানদণ্ড হিসাবে উপস্থাপন করছিঃ

---

১২৩. **হাসানঃ** ইবনে মাজাহ– [باب اجتناب الرأى والقياس (ص) باب اتباع سنة رسول الله ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ (রিয়াদ) হা/৫৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

'আমর ইবনে শু'আয়িব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন :

سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَؤُنَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَّ إِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلاَ تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ إِلَى عَالِمِهِ

"নবী ﷺ একদল লোককে কুরআনের বিষয়ে বিতর্ক করতে শুনলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই হালাক (ধ্বংস) হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে এর এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসাবে। সুতরাং তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না। বরং যা তোমরা জান কেবল তা-ই বলবে। আর যা জান না তা যে জানে তার কাছে সপর্দ করবে।"[১২৪]

হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ক নিষিদ্ধ। শরী'আতে বর্ণিত বিষয়গুলো কখনই স্ববিরোধী হতে পারে না। কখনো এমনটি পরিদৃষ্ট হলে যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার সমাধান নিতে হবে। কিন্তু ইখতিলাফ বা বিতর্ক স্থায়ী রাখা যাবে না।

গ. অতঃপর আশরাফ আলী থানভী رحمه الله-এর উদ্ধৃতির জবাব পূর্বোক্ত 'ক' ও 'খ' নং এর মধ্যেই রয়েছে। আরো দ্রঃ এই বইয়ের "ইসলাম সুস্পষ্ট ও সংশয়মুক্ত" অনুচ্ছেদটি। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। **(অনুবাদক)]**

অতঃপর তাক্বী সাহেব লিখেছেন: "তারা ইমামকে শরী'আতদাতা ভেবে তাক্বলীদ করে না, বরং ব্যাখ্যাকারী ভেবে তাক্বলীদ করে।" এর জবাবের জন্য দেখুন পূর্ববর্তী "ভুল ধারণা- ১০"। যেখানে আমরা প্রমাণ করেছি, শরী'আতের ব্যাখ্যাদাতা কেবল স্বয়ং আল্লাহ ﷻ।

---

১২৪. **হাসান:** আহমাদ, মিশকাত [ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী] ২য় খন্ড হা/২২১। নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন- আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/২৩৮ পৃ:। এ মর্মে নবী ﷺ আরো বলেছেন, لاَ تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا "ইখতিলাফ করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ইখতিলাফ করত। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহাদিসুল আম্বিয়া] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ باخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ "তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা (আল্লাহর) কিতাবে ইখতিলাফ করেছিল। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল।" [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম]

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৫৪ঃ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য আয়িম্মায়ে মুজতাহিদদের অভিমুখী হওয়া ও তাদের পরে নির্ভর করাকে তাক্বলীদ বলে। (পৃ : ১৫)[১২৫]

সংশোধনঃ প্রথমত, এটা তাক্বলীদের সঙ্গা নয়। বিস্তারিত দেখুন "ভুল ধারণা– ১" অনুচ্ছেদঃ তাক্বলীদ শব্দটি নিয়ে সংশয়। দ্বিতীয়ত, যদি উদ্ধৃতিটিকে সঙ্গা হিসাবে মেনেও নিই, তবে এটা সুস্পষ্ট হয় কেবল চার ইমামের কোন একজনের তাক্বলীদ করাটা ওয়াজিব নয়।

[**সংযোজনঃ** এ পর্যায়ে তাক্বী সাহেবের বইটির বাংলা অনুবাদেও সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ঃ "তাক্বলীদের নামে কাউকে আইন প্রণেতার মর্যাদায় বসানো নিঃসন্দেহে শিরকের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নৈতিকতা ও পবিত্রতার এ দৈন্যের যুগে নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর ভরসা না করে আইনের ব্যাখ্যাদানকারী মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মুতাবেক আমল করাই নিরাপদ। শরী'আত ও যুক্তির দাবীও তাই।" (মাযহাব কি ও কেন ? পৃ : ১৮)

লক্ষণীয় ঃ তাক্বী সাহেবের উক্ত মন্তব্য একাধিক বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। কখনই মৃত চার ইমামের যে কোন একজনের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে না। তাছাড়া আমরা পূর্বেই উক্ত ইমামদের ﵏ নিজস্ব উক্তি থেকে জেনেছি, তাঁরা নিজেরাই দলিল ছাড়া তাঁদের বক্তব্যগুলো মানতে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর তাক্বী সাহেব উদাহরণ হিসাবে লিখেছেন ঃ "ধরুন, দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান বিন্যস্ত ও গ্রন্থাবদ্ধ আকারে সামনে রয়েছে। কিন্তু দেশের কোটি কোটি নাগরিকের মধ্যে কয়জন সংবিধানের উপর সরাসরি আমল করতে পারে ? নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কথা তো বলাই বাহুল্য। এমনকি যারা আইনশাস্ত্রে সনদধারী নন, অথচ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, তারাও ইংরেজী জানেন বলেই আইনগ্রন্থ খুলে আইনের জটিল ধারা সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোকামী করেন না, বরং বিজ্ঞ আইনবিদের

---

[১২৫]. তাক্বলীদ কী শর'য়ী হাইসিয়াত, পৃ: ১৫। বইটির বাংলা অনুবাদকের সম্ভাব্য অনুবাদটি হল, "ইমাম ও মুজতাহিদের তাক্বলীদের প্রয়োজনীয়তা শুধু এজন্য যে, কুরআন-সুন্নাহর বিশাল ও বিস্তৃত জগতে সে একজন আনাড়ী পথিক। পক্ষান্তরে মুজতাহিদ হলেন কুরআন সুন্নাহর মহাসমুদ্র মন্থনকারী আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সুতরাং শরী'আতের আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে তার পরিবেশিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তই আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।" [মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ১৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

পরামর্শ মেনে চলারই প্রয়োজন অনুভব করেন। এটা নিশ্চয় কোন অপরাধ নয় এবং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সরকারের পরিবর্তে আইনবীদকে আইন প্রণেতার মর্যাদা দানের অভিযোগও তুলবে না কিছুতেই। তাক্বলীদের ব্যাপারটাও কিছুমাত্র ভিন্ন নয়।.... "

জবাবঃ আইনবিদতো দেশের সংবিধানকে সাধারণের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবেন ঐ গ্রন্থ অনুযায়ী। যদি তিনি বিকৃত করেন তবে কি সেটাও দেশের সংবিধান বা আইন বলে গণ্য হবে? আমরাতো মাযহাবের নামের যে সমস্ত বিকৃত শরী'আতি মাসায়েলের উদ্ভব হয়েছে সেগুলোর কথা বলছি। সেগুলো দলিল ছাড়া মেনে নেয়াটাও কি বৈধ হবে? কিংবা সহীহ দলিল থাকা সত্ত্বেও কি জাল, যয়ীফ ও বিকৃত ক্বিয়াসী সিদ্ধান্তকে শরী'আত হিসাবে মানতে হবে? ইয়াহুদী আলেমদের তাওরাত ও এর বিধান নিয়ে বিকৃতির বিরুদ্ধে কুরআনের বক্তব্যগুলো একটু সামনে রাখুন। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। আর তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।"[১২৬]

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

"অতএব, তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যেন এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। অতএব তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম), তাদের কিতাব লেখার জন্য এবং তাদের জন্য ওয়েল (জাহান্নাম), তাদের উপার্জনের জন্য।"[১২৭]

এরপরও কি মাযহাবের অন্ধ অনুসারীরা বলবেন – উম্মাতের মধ্যে মাযহাব ও তাক্বলীদের নামে উক্ত বিষয়গুলো সৃষ্টি হয় নি !। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। **(অনুবাদক)**]

---

১২৬. সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৮ আয়াত।
১২৭. সূরা বাক্বারাহ ঃ ৭৯ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ভুল ধারণা– ৫৫ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব তাক্বলীদের দু'টি প্রকারভেদের বর্ণনা দিয়েছেন।

১. তাক্বলীদে মুতলাক্ব (মুক্ত তাক্বলীদ);

২. তাক্বলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাক্বলীদ)।

তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ

"যদি একটি মাসআলাকে একজন আলেমের মত গ্রহণ করা হয়, তবে অন্য মাসআলাতে অন্য আলেমের মত গ্রহণ করাকেই "তাক্বলীদে মুতলাক্ব" বা "তাক্বলীদে 'আম" বা "তাক্বলীদে গায়ের শাখসী" বলে।"[১২৮] (পৃঃ ১৫)

সংশোধনঃ তাক্বলীদের উক্ত মর্মের আলোকে কুরআন মাজীদ ও হাদীসের কিতাবে উক্ত শব্দের প্রয়োগ নেই। সুতরাং তাক্বলীদ শব্দ ব্যবহার করে এর আলোচনাটিই অহেতুক।

যদি ধরে নিই, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের ﷺ হুকুম–আহকাম কারো কাছে জিজ্ঞাসা করাটাকে "তাক্বলীদে মুতলাক্ব" বলে। তবে এই তাক্বলীদ বিষয়ে আমাদের কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমাদের আলোচনা "তাক্বলীদে শাখসী" নিয়ে।

ভুল ধারণা– ৫৬ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে কুরআন মাজীদ থেকে কিছু আয়াত উপস্থাপন করেছেন। তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ

---

[১২৮]. বাংলা অনুবাদকের ভাবানুবাদটি হল, "শরী'আতের পরিভাষা সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট মুজতাহিদের পরিবর্তে বিভিন্ন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণের নাম তাক্বলীদে মুতলাক্ব বা মুক্ত তাক্বলীদ।" (মাযহাব কি ও কেন, পৃঃ ১৯)

https://www.facebook.com/178945132263517

'উলূল আমরের অনুরসরণ

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহর ইতা'আত করো এবং রসূলের ইতা'আত করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা 'উলূল আমর' তাদেরও।" [সূরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত]

'উলূল আমর'–এর তাফসীরে কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ শাসক। আবার কেউ কেউ বলেছেন ফকীহগণ। দ্বিতীয় তাফসীরটি জাবের ﷺ, 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ .... থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১২৯] (পৃ: ১৬)

---

১২৯. বাংলায় প্রকাশিত বইটির ভাবানুবাদটি হল ঃ "প্রায় সকল তাফসীরকারের মতে আলোচ্য আয়াতে 'উলূল আমর' শব্দটি দ্বারা কুরআন–সুন্নাহর 'ইলমের অধিকারী ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ মতের স্বপক্ষে রয়েছেন জাবের বিন 'আব্দুল্লাহ ﷺ, 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﷺ; মুজাহিদ ﷺ, 'আতা বিন আবী বারাহ ﷺ, 'আতা বিন সাইব ﷺ, হাসান বসরী ﷺ ও 'আলিয়াহ ﷺ সহ জগদ্বরেণ্য আরো অনেক তাফসীরকার। দু'একজনের মতে অবশ্য আলোচ্য উলূল আমরের অর্থ হলো মুসলিম শাসকবর্গ। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আল্লামা ইমাম রাযী ﷺ প্রথম তাফসীরের সমর্থনে বিভিন্ন সারগর্ভ যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করে শেষে বলেছেনঃ "বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতের 'উলূল আমর' ও 'উলামা শব্দ দু'টি সমার্থক। ইমাম আবূ বকর জাসসাসের ﷺ মতে : "উলূল আমর শব্দটিকে বিস্তৃত অর্থে ধরে নিলে উভয় তাফসীরের মাঝে মূলত কোন বিরোধ থাকে না।..... কেননা আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে শাসকবর্গ আলিমগণের ইতা'আত করতে বাধ্য। সুতরাং শাসকবর্গের ইতা'আত আলিমগণের ইতা'আতের নামান্তর মাত্র।" ....(মাযহাব কি ও কেন? পৃ:১৯-২০) **লক্ষণীয়ঃ** উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরগুলো মৃত চার ইমামের যে কোন একটি মাযহাবের কিতাবের অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে না। বরং উন্মুক্তভাবে জীবিত শাসকের ন্যায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের জীবিত আলেমদের ইতা'আতকে প্রতিষ্ঠিত করে। পক্ষান্তরে যেসব আলেম নামধারীরা শিরক, বিদ'আত, ভ্রান্ত–আক্বীদা বিশ্বাস ও আমল প্রচার করে তাদের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করে; যেমন– শিয়া, খারেজী, মু'তাযিলা এবং সহীহ হাদীসকে অবজ্ঞা,

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ

ক. যদি বলা হয় দ্বিতীয় তাফসীরটি (তথা উলূল আমর বলতে – আলেম) ইবনে 'আব্বাস ﷺ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এটাও উল্লেখ করা দরকার প্রথম তাফসীরটি (তথা উলূল আমর বলতে –শাসক) আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন: هم الامراء "অর্থাৎ উলূল আমর হল –শাসক।" [তাফসীরে তাবারী –এর সনদ সহীহ (ফতহুল বারী ৯/৩২৩)]

খ. আফসোস! তাক্বী সাহেব যদি এ সম্পর্কে কোন মারফু'[১৩০] হাদীস পেশ করতেন। এ সম্পর্কে মারফু' হাদীস ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে । তিনি ﷺ বর্ণনা করেছেন:

অপব্যাখ্যা ও অবমূল্যায়নকারী প্রভৃতি চিন্তার আলেম। কেননা আলেমতো সব ফিরক্বাতেই রয়েছে। অথচ তাক্বী সাহেবের পরবর্তী উদ্ধৃতি হল:

"মোটকথা; আলোচ্য আয়াতের আলোকে আল্লাহ ও রসূলের ইতা'আত যেমন ফরয তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে আলেম ও মুজতাহিদগণের ইতা'আতও ফরয। আর এরই পারিভাষিক নাম হলো তাক্বলীদ।" (মাযহাব কি ও কেন? পৃ:২০)

অথচ সূরা নিসার ৫৯ আয়াতটির পরবর্তী অংশে 'উলূল আমরের' সাথে বিরোধ হলে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকেই ফিরতে বলা হয়েছে। তাহলে উলামা বা শাসকদের ইতা'আত আল্লাহ ও রসূলের ইতা'আতের ন্যায় সমমর্যাদার থাকল না। সুতরাং সুস্পষ্ট হল, শাসক ও আলেমদের সাথে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের সাথে মতপার্থক্য করা ঈমানবিরোধী। অথচ তাক্বী সাহেবের শেষোক্ত দাগানো অংশটিতে আল্লাহ ও রসূলের মৌলিক ইতা'আতকে আলেম ও মুজতাহিদগণের নিজস্ব ব্যাখ্যাকৃত ইতা'আতের সমান গণ্য করা হয়েছে। যা কখনই আলোচ্য সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের দাবী নয়, বরং বিরোধী। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহ পরস্পর পরস্পরের ব্যাখ্যা আর আলেমগণ হলেন উপস্থাপনকারী। আলেমদের উপস্থাপনা কুরআন ও সুন্নাহর ন্যায় শর্তহীন আনুগত্যের হক্বদার নয়। (অনুবাদক)

১৩০. মারফু': যে হাদীসের সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

نَزَلَتْ فِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بِنْ عَدِيٍّ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ

"আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা ইবনে ক্বায়েস ইবনে আদীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যাকে রসূলুল্লাহ ﷺ কোন যুদ্ধে (আমীর হিসাবে) পাঠান।"[১৩১]

আলী ﷺ বর্ণনা করেছেন :

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ

---

১৩১. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম– কিতাবুল ইমারাত .... باب وجوب طاعة الامراء । ইমাম নববী رحمه الله বলেছেন:

فى عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ

"আব্দুল্লাহ বিন হুযায়ফা ﷺ এই যুদ্ধের আমীর ছিলেন। আলেমগণ বলেছেন: 'উলীল আমর' দ্বারা রাষ্ট্র ও শাসককে বুঝানো উদ্দেশ্য যার আনুগত্য ওয়াজিব। এটাই অধিকাংশ সালাফ, খালাফ, মুফাসসির, ফক্বীহ প্রমুখের মত। কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ আলেমগণ। অনেকে বলেছেন: শাসক ও আলেম উভয়। তবে যারা এর অর্থ কেবল সাহাবীদের জন্য খাস করেছেন, তারা ভুল করেছেন। [শরহে মুসলিম নববী –আলোচ্য অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ] হাদীসটি নাসায়ী ও আবূ দাউদেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [তাহক্বীক্বকৃত নাসায়ী হা/৪১৯৪, তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৬২৪] আলেমগণ এই জন্যই 'উলূল আমর (امر)' যে, তারা 'আমর (امر) বিল মা'রূফ (সৎ কাজের আদেশ) ও নাহি আনিল মুনকারের (অসৎ কাজের নিষেধ) সবচে' বেশী সমঝদার। আর এ কারণেই তারা শাসনযন্ত্রের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও এই পদবীর অধিকারী (দ্রঃ সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ২৮ আয়াত, সূরা ৯ তাওবা ঃ ১২২ আয়াত, সূরা ৩ আলে-ইমরানঃ ১১৪ আয়াত)। অবশ্য শাসক ও আলেমের মূল্যায়ন তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকেই করতে হবে। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

"রসূলুল্লাহ ﷺ একটি সৈন্যদলকে প্রেরণ করলেন। তাদের উপর একজন আনসারকে আমীর নিযুক্ত করলেন এবং সৈন্যদলকে বললেন তার আনুগত্য করতে।"[১৩২]

তাক্বী সাহেব! এখন বলুন, এই মারফু' হাদীসগুলোতে কি বলা হয়েছে? এই হাদীসগুলো থেকে কী এটা প্রমাণিত হয় না যে, উলূল আমর অর্থ আমীর ? বলুন, মারফু' হাদীস থাকতে সাহাবীদের ﷺ আসার উপস্থাপনের প্রয়োজন বাকী থাকে কি?

গ. 'উলূল আমর' শব্দটিতে আমর (امر) রয়েছে। বলুন, এই মাদ্দাটি (শব্দের মূল) কার সাথে সম্পৃক্ত امراء না علماء –এর সাথে। علماء এর মাদ্দা তো علم এর সাথে, امر এর সাথে নয়। তাহলে আপনি কেন 'উলূল আমর' বলতে উলামা নিচ্ছেন?

ঘ. তাক্বী সাহেব ! এই আয়াতে 'উলূল আমর' দ্বারা কি চার ইমামকেই বুঝানো হয়েছে, নাকি যে কোন একজন ইমামের আনুগত্যকে ওয়াজিব করা হয়েছে ? আয়াতটির কোন শব্দ দ্বারা চার ইমাম, অতঃপর কোন একজন ইমামের তাক্বলীদ করাটা ওয়াজিব বলা হয়েছে?

ঙ. তাক্বী সাহেব যে সমস্ত ব্যক্তির উদ্ধৃতির সাহায্যে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'উলূল আমর' অর্থ আলেম ও ফক্বীহগণ। ইবনে 'আব্বাসের ﷺ উক্তির আলোকে আমি আপনার কথাকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরেও আয়াতটি দ্বারা তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণিত হয় না। বরং উন্মুক্তভাবে আলেমদের তাক্বলীদ প্রমাণিত হয়। অথচ আমাদের আলোচনার বিষয় হল 'তাক্বলীদে শাখসী', যা এই

---

১৩২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– কিতাবুল মাগাযী باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي . ويقال إنها سرية الأنصاري ।

https://www.facebook.com/178945132263517

আয়াতটি দ্বারাও খণ্ডিত হয়। আপনি যদি তাক্বলীদে শাখসীর সমর্থনে কোন আয়াত পেশ করতেন!!

চ. তাক্বী সাহেব আয়াতটির প্রসঙ্গে 'উলূল আমর' অর্থ আলেম ও শাসক উভয়টিকেই মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ উভয়ের ইতা'আতের একই হুকুম। এ পর্যায়ে প্রশ্ন হল, আলেম ও শাসকের আনুগত্য দ্বীনি বিষয়ে, নাকি দুনিয়াবী বিষয়ে? যদি দুনিয়াবী বিষয়ে হয়, তবে আমাদের ও আপনাদের আলোচনাটি এখানেই শেষ। কেননা সেক্ষেত্রে (পারিভাষিক) তাক্বলীদের প্রসঙ্গও আসে না।[১৩৩] যদি দ্বীনি বিষয়ে হয়, তবে বলুনঃ তারা কি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের আহকাম পৌঁছানোর কারণে ইতা'আতের (আনুগত্যের) অধিকারী? নাকি এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে নিজের রায়, ক্বিয়াস ও ইজতিহাদ দ্বারা সংযোজনকৃত বিষয়ের ইতা'আতের অধিকারী? শেষোক্তটি কি দ্বীনের মধ্যে বৃদ্ধি তথা বিদ'আত নয়? এরপরেও কি আপনি এ দ্বীনকে কামেল (পূর্ণাঙ্গ) বলতে পারেন? কারো রায় কি দ্বীন হতে পারে? এটা কি শিরক ফিদ দ্বীন (দ্বীনের মধ্যে শিরক) নয়?

ছ. তাক্বী সাহেব! আচ্ছা, আল্লাহকে হাযির-নাযির মনে করে বলুন তো, 'উলূল আমর' দ্বারা জীবিত শাসক ও আলেমদের বুঝানো হয়েছে, না মৃতদের? যদি জীবিতদের বুঝানো হয়ে থাকে, তবে আপনারা মৃতদের তাক্বলীদ করেন কেন? যদি মৃতদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে– তবে বলুন, মৃত শাসকের তাক্বলীদ কিভাবে করবেন? যদি মৃত শাসকের ইতা'আত আবশ্যক হয়, তবে তো দুনিয়াতে অনেক বড় ফাসাদের সৃষ্টি

---

১৩৩. কেননা এখানে তাক্বলীদ বলতে দ্বীন পূর্ণাঙ্গ ও দলিল সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষের রায়কে দ্বীনি আহকামের উপরে অনুসরণীয় গণ্য করা। যদিওবা সেটা আক্বীদার দিক থেকে না হয়ে আমলের দিক থেকে হয়ে থাকে। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

হবে।[১৩৪] বর্তমান শাসক কি তা মেনে নিবেন? তখন তার ইতা'আত না করে মৃত শাসকের ইতা'আত করা হবে। এটা তো খুবই সমস্যার সৃষ্টি করবে। মৃত শাসকের ইতা'আত করা হবে এবং জীবিত শাসকের বিদ্রোহ করা হবে। যদি মৃত শাসকদের যে কোন একজনের ইতা'আত আবশ্যক হয়, তাহলে তাদের নির্বাচন হবে কিভাবে?

যদি আপনি বলেন, আলেমদের ক্ষেত্রে তাক্বলীদটি মৃত আলেমদের করতে হবে। আর শাসকদের ক্ষেত্রে বর্তমান (জীবিত) শাসকের তাক্বলীদ করতে হবে। এই পার্থক্য করার ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে কি দলিল আছে ?

জ. আলোচ্য (সূরা নিসা, ৫৯ নং) আয়াতটির তাফসীরে বিশটি সহীহ মারফু' হাদীসে দ্বারা শাসকের ইতা'আতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কোন একটি সহীহ মারফু' হাদীসে কি আলেমদের ইতা'আতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? তাক্বী সাহেব! একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, আপনি এই দলিল পাবেন, 'আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা কর।' কিন্তু আলেমদেরকে ইতা'আত কর মর্মে কোন দলিল পাবেন না? আলেমদের কাজ হল, আল্লাহ ও রসূলের বাণী পৌঁছে দেয়া। তারা ইতা'আতের দাবীদার নয়। এ কারণে কোন হাদীসেই আলেমদের ইতা'আতকে ফরয করা হয় নি।

ভুল ধারণা– ৫৭ঃ বাকী থাকল, আয়াতটির পরবর্তী বাক্যের বক্তব্যঃ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"…. কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সমীপেই পেশ করো, যদি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর তোমরা ঈমান এনে থাকো।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত)

---

১৩৪. আমাদের দেশে মৃত শাসকদের আদর্শের দোহাই দিয়ে রাজনীতি ও ক্ষমতার লড়াই এই ফিতনা-ফাসাদের অন্যতম উদাহরণ। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ আয়াতটির তাফসীরে মোতাবেক্ব এই স্বতন্ত্র বাক্যটি মুজতাহিদদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। (পৃঃ ১৭)

সংশোধনঃ

১. তাক্বী সাহেব! আপনি কুরআন মাজীদ ও হাদীস থেকে এ ব্যাপারে কোন দলিল উল্লেখ করেন নি। বলেছেন, এটি স্বতন্ত্র বাক্য। তাহলে কিভাবে আমরা আপনার কথাকে গ্রহণ করব ? 'উলামাদের (দলিলহীন) ব্যক্তিগত অভিমত কখনই দলিল নয়।

২. আয়াততো একটিই। আয়াতটির শুরুতে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের এই আলোচ্য অংশটিও মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা ছাড়া অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে বলার বক্তব্য আয়াতটির কোথাও নেই।

৩. যদি আয়াতাংশটিতে মুজতাহিদদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে চার মাযহাবের মুজতাহিদরাতো আয়াতটির দাবীর উপর আমল করছেন না? আজ পর্যন্ত কেন ইখতিলাফ (মতবিরোধ) স্থায়ী রয়েছে?

৪. এই আয়াতটির 'উলূল আমর' দ্বারা কি ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله এবং মুজতাহিদ বলতে কাযী আবূ ইউসূফ رحمه الله ও ইমাম আহমাদ رحمه الله প্রমুখকে বুঝানো হয়েছে?

তাক্বী সাহেব! প্রকৃতপক্ষে আয়াতের আলোচ্য অংশটিতে সুস্পষ্ট নস (প্রমাণ) দ্বারা তাক্বলীদকে খণ্ডন করা হয়েছে, তা নানা রকম পদ্ধতিতে আপনারা নিজেদের মতামতের (তাক্বলীদের) পক্ষে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন।

৫. এযুগের উলামায়ে মুক্বাল্লিদগণ কি আলোচ্য আয়াতের দাবীর মধ্যে গণ্য নন? যদি তা না হন, তবে কেন একজন আরেকজনকে আলেম বলে থাকেন? নিজেদেরকে কেন জাহেল বলেন না? কেননা প্রকৃতপক্ষে, কোন মুক্বাল্লিদই আলেম নন। যা আমি বইটির প্রথমাংশে প্রমাণ করেছি।

https://www.facebook.com/178945132263517

[সংযোজন: এ পর্যায়ে তাক্বী সাহেবের বইটির বাংলা অনুবাদে নিম্নোক্ত বক্তব্য এসেছে:

"অবশ্য (সূরা নিসা, ৫৯ নং) আয়াতের শেষ অংশ কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। ইরশাদ হয়েছে :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

".... কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সমীপেই পেশ করো, যদি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর তোমরা ঈমান এনে থাকো।" এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আয়াতের প্রথমাংশে সর্বসাধারণকে এবং শেষাংশে মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।" .....এরপর তাক্বী সাহেব 'উলূল আমর' এর ব্যাখ্যায় আবূ বকর জাসসাস ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেখানে 'উলূল আমর' শব্দটিকে আলেম ও মুজতাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[১৩৫] অতঃপর লিখেছেন:

"মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশের নির্দেশমতে সাধারণ লোকেরা উলূল আমর তথা মুজতাহিদগণের বাতানো মাসায়েল মোতাবেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ ও রসূলের ইতা'আত করবে। পক্ষান্তরে আয়াতের শেষাংশের নির্দেশমতে মুজতাহিদগণ তাদের ইজতিহাদ প্রয়োগের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। সুতরাং ইজতিহাদের যোগ্যতাবঞ্চিত লোকেরাও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কুরআন হাদীস চষে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; এ ধরণের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উক্তির কোন অবকাশ আলোচ্য আয়াতে নেই।"

লক্ষণীয়: মূলত আলোচ্য আয়াতটি উম্মাহর সব স্তরের জন্যই প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষতো আলেমদের অনুসারী। এ কারণে আলেমরা যখন বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত থাকে, তখন সাধারণ মানুষ ঐ সমস্ত মত ও পথে শরীক হয়ে সেগুলো আরো শক্তিশালী করে। ফলে মতপার্থক্য ও বিরোধ আরো চরমে পৌছায়। এ কারণে আয়াতের শেষে আলেমদের সাথে মতপার্থক্য দেখা দিলে মুজতাহিদ, আলেম এমনকি সর্বসাধারণ সবাইকেই কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে এসে মতপার্থক্য নিরসণ করতে বলা হয়েছে। যদি সাধারণ জনগণের প্রতি এই হুকুম প্রযোজ্য না হয়, তবে তো স্বার্থান্বেষী মহল মুসলিমদের মধ্যকার বিরোধকে পূঁজি করে ফায়দা লুটবে। অথচ তাক্বী সাহেব যা বুঝাতে চেয়েছেন তার দাবী হল–

---

[১৩৫]. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ২১।

https://www.facebook.com/178945132263517

"বিরোধ ও মতপার্থক্য যতই থাকুক না কেন – আলেমরা তাদের বুঝের মত বুঝ জনগণকে দিবেন। জনগণ ঐ বিরোধ ও মতপার্থক্য মেনে নিয়েই স্ব স্ব আলেমদের বুঝের অনুসরণ করে যাবে।"

সম্মানিত পাঠক! তাক্বী সাহেবের এই বুঝটি সম্পূর্ণভাবে সূরা নিসা, ৫৯ নং আয়াতের দাবীর বিরোধী। উক্ত বুঝের কারণে শিয়া, খারেজী ও বিভিন্ন বিদ'আতী মতের লোকেরা নিজ নিজ আলেমের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করে থাকে। যা ঈমানের দাবীর বিরোধী। এ কারণে মতবিরোধ নিরসণে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আহবানের পর আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে :

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"যদি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিকে থেকে উত্তম।"

এই ঈমান আনাটা কি কেবল মুজতাহিদদের জন্য প্রযোজ্য? কক্ষনই না, বরং সমস্ত মুসলিমই উক্ত আয়াতটির দাবীর মধ্যে গণ্য। এরপরও মুসলিমরা কি উত্তম পরিণতির দিকে ফিরতে চায় না? – (অনুবাদক)]

তাক্বী সাহেবের পরবর্তী দু'টি আয়াতের বিশ্লেষণ আমরা ভুল ধারণা– ১১ ও ১২ তে বর্ণনা করেছি।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আল্লাহ ﷻ-এর বাণীঃ "আহলে যিকিরদের কাছে জিজ্ঞাসা কর"

ভুল ধারণা– ৫৮ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব লিখেছেন, আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে যিকিরদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।"[১৩৬]

এই আয়াতটিতে নীতিগত হিদায়েত দেয়া হয়েছে, যে লোকেরা কোন 'ইলমের অধিকারী নয়, তারা যেন 'ইলমের অধিকারীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে 'আমল করে। আর এটাকেই তাক্বলীদ বলে।

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব, সবকিছুতেই আপনার চোখে তাক্বলীদ বলে মনে হয়। যদি এটাই তাক্বলীদ হয়ে থাকে, তবে আজকাল যে লোকেরা হানাফী আলেমদের জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ঐ আলেমের মুক্বাল্লিদ? কক্ষনো না, বরং সে ইমাম আবূ হানিফার মুক্বাল্লিদ। ঐ আলেমদের জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তারা ইমাম আবূ হানিফারই ﷺ মুক্বাল্লিদ। ঠিক তেমনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী আলেমদের জিজ্ঞাসার কারণেও সে নবী ﷺ-এরই অনুসারী থাকে। কখনই সে শেষোক্ত আলেমদের মুক্বাল্লিদ হয় না।

একজন হানাফী আলেম একজন অজ্ঞ হানাফীকে ঐ মাসআলাই বলেন, যা ইমাম আবূ হানিফার মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত। আর ঐ অজ্ঞ হানাফীও আলেমটির কাছে এই জন্য প্রশ্ন করেন যে, সেই আলেম তাকে ইমাম আবূ হানিফার মাসায়েল বর্ণনা করবে। অর্থাৎ ঐ আলেম ব্যক্তিটি – অজ্ঞ ব্যক্তি ও ইমাম আবূ হানিফার ﷺ মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারী। যেহেতু বর্ণিত মাসআলাটি ইমাম আবূ হানিফার নামে প্রচলিত – তাই সে হানাফীই থাকল।

অনুরূপভাবে, কোন মুসলিম যখন কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী আলেমকে প্রশ্ন করে, তখন সে এটাই ভাবে– ঐ আলেম ব্যক্তিটি

---

[১৩৬]. সূরা নহল ঃ ৭ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাকে আল্লাহ ﷻ ও রসূলুল্লাহ ﷺ এরই বিধান বলবে। আর এই চিন্তার অনুসারী আলেমটিও নিশ্চিতভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া বিধানই বর্ণনা করবে। তখন এই আলেমটিও আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হয়। সুতরাং ঐ মুসলিম ব্যক্তিটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী আলেমের মুখ থেকে তা শুনে মানার কারণে তার মুক্বাল্লিদ হয় না। বরং সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানেরই অনুসারী হয়।

একজন মুসলিম যখন কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলেমকে প্রশ্ন করে, তখন সে ভাল ধারণার বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, সেই আলেম আমাকে নিজস্ব রায়ের মুক্বাল্লিদ বানাবে না। বরং আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের ﷺ বিধান জানাবে। পক্ষান্তরে একজন মুক্বাল্লিদ তার আলেমের কাছে এটাই আশা করে যে, সে ইমাম আবূ হানিফার রায় তাকে বলবে।

এই স্তরে এসে আপনি কি বলবেন, ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله বক্তব্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান? যদি ধরে নেয়া হয়, অজ্ঞ হানাফী ব্যক্তি এবং আল্লাহ ও রসূলের মাঝে ঐ হানাফী আলেম ও ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله উভয়েই মধ্যস্থতাকারী, তবে তো ঐ অজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলেরই অনুসারী এবং সে কখনই ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله বিধানের অনুসারী নয়। তাহলে কেন বলা হয়, সে আবূ হানিফার رحمه الله মুক্বাল্লিদ? কেন তাকে বলা হয় না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানের অনুসারী? এই ভাবে বললে তো তাক্বলীদ দূর হয়ে যায়। কিন্তু সম্ভবত আপনারা তার অনুমোদন দেবেন না। কেননা এতে তাক্বলীদ ও ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله সাথে সম্পৃক্ততা শেষ হয়ে যায়। যার প্রকৃত দাবী হল, আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ সাথে সম্পৃক্ততাকে পছন্দ করেন না। এটা কি মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য?

তাছাড়া আয়াতটিতে তাক্বলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাক্বলীদ) এর দলিল কোথায়? আয়াতটির দাবী যে আলেমের কাছে চাও জিজ্ঞাসা করে নাও। আপনারা ব্যক্তিকে কেন নির্দিষ্ট করছেন। আয়াতটিতে চার ইমামের কোন উল্লেখ নেই– যা আপনারা তাক্বলীদ বা মাযহাব মানার আবশ্যকতা সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। তাক্বী সাহেব! এমন কোন আয়াত উপস্থাপন

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

করুন, যা সুনির্দিষ্টভাবে ঐ চার ইমামের তাক্বলীদকে সুস্পষ্ট করে। এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা।

প্রত্যেক ইমামের তাক্বলীদ এই জন্য করা হয় যে, ঐ ইমাম রসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রশ্নকারীর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। কিন্তু একজন ইমাম একটি উত্তর দিলে অন্য ইমামের উত্তর ঠিক তার বিপরীত। এ পর্যায়ে কোন ইমামের উত্তর গ্রহণযোগ্য এবং কোন ইমামের উত্তর অগ্রহণযোগ্য?

তাক্বী সাহেব! আমাদের দা'ওয়াত তো কেবল এটাই যে, আমরা সবাই মিলে একজনকেই ইমাম বানাবো, যাঁকে আল্লাহ ﷻ ইমাম বানিয়েছেন। আল্লাহর ﷻ'র নির্ধারিত ইমামের মোকাবেলায় অন্য ইমাম নির্ধারণের প্রয়োজনটা কি? এভাবে তো ফিরক্বা সৃষ্টি হয়। আপনিও তো ফিরক্বাবন্দী পছন্দ করেন না। অথচ এ অপছন্দনীয় বিষয়টি নির্মূলের এই একটি পন্থা। যা আমি আপনার কাছে পেশ করেছি। যখন আমরা সবাই এক ইমামের ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হব, তখন আমাদের আলেমগণ কেবল ঐ বিধানই দিবেন যা কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তখন রায় থাকবে না, কোন ইখতিলাফও থাকবে না। আল্লাহ ﷻ'র দ্বীন খালেস (নিষ্কলুশ) থাকবে। তখন কেবল মুসলিমদের একটি জামা'আতই থাকবে তথা জামা'আতুল মুসলিমীনই থাকবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপিত হাদীস

অতঃপর তাক্বী সাহেব "তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপিত হাদীস..." শিরোনামে যে প্রথম হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার বিশ্লেষণ আমরা 'ভুল ধারণা– ১৪"-তে উল্লেখ করেছি।

এরপর তাক্বী সাহেব আরো কিছু হাদীস দলিল হিসাবে এনেছেন। ঐসব হাদীসের দাবী হল, অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষ থেকে আলেমকে জিজ্ঞাসা করার বিষয়ে। এর জবাব পূর্বেই গত হয়েছে।

[সংযোজনঃ তাক্বী সাহেবের বইটির বাংলা অনুবাদে তাক্বলীদের স্বপক্ষে অন্যান্য হাদীসগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"বান্দাদের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ 'ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন না। বরং আলেম সম্প্রদায়কে উঠিয়ে নিয়ে 'ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন। একজন আলেমও যখন থাকবে না মানুষ তখন জাহিল মুর্খকেই নেতার মর্যাদা দিয়ে বসবে। আর তারা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হবে অন্যদেরও গোমরাহ করবে।"[১৩৭]

এই হাদীসটি থেকে মৃত চার ইমামের তাক্বলীদ প্রমাণিত হয় না। বরং জীবিত ব্যক্তিদের তাক্বলীদমুক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী আলেমদের অনুপস্থিতির ভয়াবহ ফিতনার প্রকাশ ঘটেছে। অথচ তাক্বী সাহেব বুঝেছেন :

"আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম এই যে, ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমগণ যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁদের কাছেই মাসায়েল জেনে নিতে হবে। কিন্তু যখন তাদের কেউ বেঁচে থাকবেন না তখন স্বঘোষিত মুজতাহিদদের দরবারে ভিড় না করে বিগত যুগের মুর্জতাহিদ আলিমগণের তাক্বলীদ করাই অপরিহার্য কর্তব্য।"[১৩৮]

---

১৩৭. সহীহঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (ঢাকাঃ এমদাদিয়া) ২/১৯৬ নং।
১৩৮. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ৩০।

https://www.facebook.com/178945132263517

সম্মানিত পাঠক! হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ ﷻ আলেম সম্প্রদায়ের বিলুপ্ত ঘটাবেন। ফলে লোকেরা গোমরাহ হবে।" পক্ষান্তরে তাক্বী সাহেব বুঝেছেন : "যোগ্য আলেমরা উঠে গেলে তথা মারা গেলে, তখন ঐ মৃত আলেমদের কিতাবের তাক্বলীদ করাটাই অপরিহার্য।"

তাক্বী সাহেব! হাদীসটির দাবী অনুযায়ী যোগ্য আলেমরা উঠে গেলে তো অযোগ্য লোককে আলেম হিসাবে অনুসরণ করা হবে। আমরা তাক্বলীদের নামে মাযহাবী ফিক্বাহ ও ফতোয়ার কিতাবে সেটাই দেখছি। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস আজো সংরক্ষিত আছে এবং থাকবে। পক্ষান্তরে মৃত আলেমদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তকে কুরআন ও হাদীসের ন্যায় সংরক্ষণের ওয়াদাও আল্লাহ ﷻ দেন নি। তাছাড়া আমরা এ পর্যন্তকার সমস্ত গোমরাহীর মূলেও মাযহাবী কিতাব ও সেগুলোর অনুসারী আলেমদেরকেই অগ্রগামী দেখি। শিয়া, খারেজী, কাদিয়ানি, মুতাযিলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া এরূপ প্রত্যেকটি মতের পক্ষেই অনেক আলেম রয়েছেন। যারা ঐ মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। সাধারণ মানুষের এসব বিষয়ে কোন ভূমিকাই রাখা সম্ভব নয়, কেবল দল ভারী করা ছাড়া। আমরা এ পর্যায়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণকেই মুক্তির পথ মনে করি। যেভাবে বিদায় হজ্জে নবী ﷺ এই দু'টি জিনিসকেই আঁকড়ে থাকতে বলেছেন।

তাক্বী সাহেবের উপস্থাপিত তৃতীয় হাদীসটি হল,

مَنْ اُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ

"দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ফতোয়া দেয়া হলে, তার গুনাহর ভার ফাতোয়াদাতার উপর বর্তাবে।"[১৩৯]

তাক্বী সাহেব এ হাদীসটি থেকেও তাক্বলীদের দলিল নিয়েছেন। অথচ হাদীসটি দ্বারা আলেমদেরকে দলিল ছাড়া ফতোয়া দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যেভাবে চার ইমামও দলিল ছাড়া তাদের রায় মানতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ হাদীসটি প্রকারান্তরে তাক্বলীদকে খণ্ডন করে।

তাক্বলীদের পক্ষে চতুর্থ দলিল হিসাবে নিচের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন :

يَحْمِلُ هذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

---

১৩৯. হাসান: ইবনে মাজাহ- [باب اجتناب الرأى والقياس ; باب اتباع سنة رسول الله (ص)] আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ (রিয়াদ) হা/৫৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

"সুযোগ্য উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের কাছ হতে এই 'ইলম গ্রহণ করবে এবং অতিরঞ্জনকারীদের অতিরঞ্জন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং জাহিলদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এর হেফাযত করবে।"[১৪০]

সম্মানিত পাঠক! হাদীসটি য'য়ীফ। এরপরও আমরা বলব, হাদীসটির দাগানো অংশগুলো তাক্বলীদের সুস্পষ্ট বিরোধীতা করে। কেননা উত্তরসূরীরা যখন পূর্বসূরীদের কাছ থেকে 'ইলম হাসিল করে তখন তাক্বলীদ আর থাকে না। তাক্বলীদ তো 'ইলমহীন তথা অন্ধ অনুসরণ। অথচ তাক্বী সাহেব হাদীসটিকে তাক্বলীদ করার স্বপক্ষে উপস্থাপন করেছেন। হাদীসটির দাবী সেটাই যেভাবে আমরা তাক্বী সাহেবের অতিরঞ্জন, মিথ্যাচার ও অপব্যাখ্যার জবাব দিচ্ছি।

অতঃপর তাক্বী সাহেব তাক্বলীদের পক্ষে পঞ্চম দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি এনেছেন । রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اِئْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

"তোমরা (আমাকে দেখে) আমার ইকতিদা করো আর তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের দেখে ইকতিদা করবে।"[১৪১]

হাদীসটির দাবী হল, যে অনুসরণে নবী ﷺ-এর ইকতিদা করা হয়, সে অনুসরণের পরবর্তীদের ইকতিদাও নবীর অনুসরণ। কিন্তু যে ইকতিদাতে নবী ﷺ এর অনুসরণের প্রমাণ নেই, বরং বিরোধীতা আছে – সেই অনুসরণও কি উক্ত হাদীসটির দাবী পূরণ করে? মূলতঃ সহীহ হাদীস অনুসরণের মধ্যে উক্ত হাদীসটির বাস্তবায়ন বুঝা যায়। হাদীস সংগ্রহ তথা সনদগত পদ্ধতির দাবী এটাই। কিন্তু হানাফী মাযহাবের ফিক্বাহর মাসআলা নির্ণয়ে নবী ﷺ-এর উক্ত ইকতিদা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় নি। এজন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসই কেবল অনুসরণীয়, মাযহাবী সিদ্ধান্ত এর বিপরীত হলে অবশ্যই বর্জনীয়।

অতঃপর ষষ্ঠ হাদীসে তাক্বী সাহেব একজন মহিলা কর্তৃক সালাতে ও অন্যান্য কাজে স্বামীর ইকতিদার কথা[১৪২] বর্ণনা করে তাক্বলীদের স্বপক্ষে উপস্থাপন করেছেন।

---

১৪০. **য'য়ীফ:** বায়হাক্বী তাঁর 'মাদখালে' মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মিশকাত (এমদা) ২/২৩১ নং। আলবানী হাদীসটিকে তাঁর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাতে (১/২৪৮ নং) সহীহ বললেও 'তামামুল মিন্নাহ'তে (পৃ:১/২২-২৩) একাধিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। যুবায়ের আলী যাইও হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। [ইযওয়াউল মাসাবীহ ফি তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ (পাকিস্থানঃ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ) ১/২৪৮ নং, পৃ:৩০৮]

১৪১. **সহীহ:** সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৩/১০২২ নং।

১৪২. **য'য়ীফ:** হাদীসটি হল,

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

এটা দ্বারাও তাক্বলীদে শাখসী তথা চার মাযহাবের থেকে যে কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ প্রমাণিত হয় না। এ হাদীস থেকে তো সব স্ত্রীকে চার মাযহাবের পরিবর্তে নিজ নিজ স্বামীকে অনুসরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া মহিলা তার স্বামীর জিহাদের আমলের ন্যায় ঐ মুহূর্তে অন্য কোন ভাল আমলের পরমার্শ চেয়েছেন। হাদীসটি থেকে উক্ত ইকতিদা জীবিত ও উপস্থিত ব্যক্তির দলিলভিত্তিক ভাল আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মৃত ইমামের তাক্বলীদ বা অন্ধ-অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। **-অনুবাদক]**

তাক্বী সাহেব ! আমাদের আলোচনা তো তাক্বলীদে শাখসী (একজন ইমামের তাক্বলীদ) সম্পর্কে। অথচ আপনি দলিল দিয়েছেন, তাক্বলীদে মুতলাক্ব (উন্মুক্তভাবে বিভিন্ন আলেমের তাক্বলীদ) সম্পর্কে। আমাদের আলোচনাতো শেষোক্তটি সম্পর্কে নয়। মুহতারাম, এমক কোন হাদীস উপস্থাপন করুন, যা দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে এই চারজন ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব গণ্য হয়।

তাক্বী সাহেব! আমাদের প্রশ্ন নোট করুন। যদি এর জবাব আপনাদের কাছে না থাকে, তবে ঘোষণা করুন – এই চার ইমামের ছাড়া অন্যান্য ইমামদেরও তাক্বলীদ করা জায়েয। যখন এই নীতি প্রয়োগ করা হবে, তখন তাক্বলীদে শাখসী বিলুপ্ত হবে। তখন অসংখ্য ইমাম হবে – যাদের তাক্বলীদ করা যাবে। কিন্তু এটাও আপনারা অপছন্দ করেন এবং চার ইমাম ছাড়া কারো তাক্বলীদই পছন্দ করেন না। সেক্ষেত্রে দলিলে চার ইমামের কথা থাকতে হবে।

امْرَأَةٌ أَتَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِيًا وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ فَأَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُبَلِّغُنِي عَمَلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ فَقَالَ لَهَا أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِي وَلَا تَفْتُرِي وَتَصُومِي وَلَا تُفْطِرِي وَتَذْكُرِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَفْتُرِي حَتَّى يَرْجِعَ

"জনৈকা মহিলা সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার স্বামী জিহাদে গিয়েছেন। তিনি থাকতে আমি তাঁর সালাত ও অন্যান্য কাজ অনুসরণ করতাম। এখন তার ফিরে আসা পর্যন্ত এমন কোন আমল আমাকে বাতলে দিন যা তাঁর আমলের সমমর্যাদায় আমাকে পৌঁছে দিবে।"(মুসনাদে আহমাদ, শু'আয়েব আরনাউত হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৩৯/১৫৬২১)

https://www.facebook.com/178945132263517

"সাহাবাযুগে মুক্ত তাক্বলীদ"

ভুল ধারণা– ৫৯ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব "সাহাবাযুগে মুক্ত তাক্বলীদ" অনুচ্ছেদের অধীনের কিছু বর্ণনা এনেছেন। যেমন :

প্রথম নযীরঃ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে উমার ﷺএর একটি খুতবার বর্ণনা। যেখানে 'উমার ﷺ বলেছেনঃ "কুরআন সম্পর্কে তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে উবাই ইবনে কা'বের কাছে এবং ফারায়েয সম্পর্কে যায়েদ বিন সাবিতের কাছে আর ফিক্বাহ সম্পর্কে মু'আয বিন জাবালের কাছে যাবে।...."[১৪৩]

সংশোধনঃ প্রশ্ন হল, 'উবায় ইবনে কা'ব ও অন্যান্যদের কাছে কি জিজ্ঞাসা করতে যাবে, কুরআন হাদীসের 'ইলম না তাঁদের রায়? যদি কুরআন হাদীসের 'ইলম জানতে যায়, তবে আমরা সেটাই করতে বলছি। ছাত্র যদি শিক্ষককে না জিজ্ঞাসা করে, তবে আর কার কাছে জিজ্ঞাসা করবে? এটাই তো তা'লিম দেয়া ও নেয়া। এর সাথে তাক্বলীদের কোনই সম্পর্ক নেই। আর যদি আপনি বলেন, আলেমের কাছে (কুরআন হাদীসের দলিলের কথা জিজ্ঞাসা না করে) তার রায় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে কারো কোন রায়কে কি আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীন হিসাবে গণ্য করা যাবে? কক্ষনো না। দ্বীন তো পরিপূর্ণ। এতে কারো রায় প্রবেশ করানোর সুযোগ নেই।[১৪৪]

তাছাড়া আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাক্বলীদে মুতলাক্ব বা উন্মুক্ত তাক্বলীদ নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমরা তাক্বলীদে শাখসীর আলোচনা করছি। সুতরাং উন্মুক্ত তাক্বলীদ শিরোনামে তাক্বী সাহেব যেসব দলিল উপস্থাপন করেছেন– তা পর্যালোচনার প্রয়োজন দেখছি না।

---

১৪৩. য'য়ীফঃ সনদটিতে দু'জন মাজহুল হাল বর্ণনাকারী (১. 'আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবী মুসলিম আন–নাজ্জার, ও ২) সুলায়মান বিন দাউদ বিন হুসায়ন) আছেন। (অনুবাদক)

১৪৪. কুরআন ও সহীহ হাদীসের ন্যায় কারো রায় স্থায়ী শরী'য়াতের মর্যাদা পাবে না। বিচারককে তাৎক্ষণিক অনেক সমাধান দিতে হয়। পরবর্তীতে কোন বিচারক পূর্ববর্তী বিচারকের রায়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী কিছু পেলে ফিরে আসবেন। সুতরাং এ প্রক্রিয়াটিও তাক্বলীদের বিরোধীতা করে। (অনুঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

[সংযোজন: আমি (অনুবাদক) সংক্ষেপে তাক্বী সাহেব কর্তৃক দৃষ্টান্তগুলো নিচে উপস্থাপন করলাম।

তাঁর বইটির বাংলা অনুবাদে দ্বিতীয় নযীর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে: ঋণের মেয়াদের পূর্বে আংশিক ঋণ মওকুফের শর্তে অবশিষ্ট ঋণ মওকুফ করা প্রসঙ্গে ইবনে উমার ﷺ তা নাকচ করে দেন।[১৪৫] অতঃপর তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

"এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্দেশ সম্বলিত কোন মারফূ হাদীস না থাকায় নিশ্চয়ই ধরে নেয়া যায় যে, এটাই ইবনে 'উমারের নিজস্ব ইজতিহাদ। অথচ তিনি নিজে তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন দলিল পেশ করেন নি, তেমনি প্রশ্নকারীও তা তলব করে নি। আর শরী'আতের পরিভাষায় বিনা দলিলে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমল করার নামই হলো তাক্বলীদ।"[১৪৬]

এই আসারটি সুনির্দিষ্টভাবে চারটি মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাব মানার পক্ষে দলিল হয় না। যদি তাক্বী সাহেব এই আসারটি দ্বারা ইবনে 'উমার ﷺ-এর তাক্বলীদ করার সমর্থনে পেশ করতেন– তবে সেক্ষেত্রে এটি তার উপস্থাপনার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত হত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দলিলটি দ্বারা তাক্বী সাহেব নবী ﷺ-এর এই সাহাবীর তাক্বলীদ করাকে জরুরী মনে না করে, ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله তাক্বলীদ করা জরুরী মনে করেন। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে আসারটি জ্ঞানী ও জ্ঞানপিপাসুদের মাঝে প্রশ্নোত্তরের প্রমাণ হলেও, তাক্বলীদের পক্ষে কোন প্রমাণ নয়। কেননা হাদীসে বর্ণিত সুদসংক্রান্ত নীতিমালার আলোকেই উক্ত ফাতোয়াটি দেয়া হয়েছে। যা কোন সহীহ হাদীসেরই বিরোধী নয়। আমরা মাযহাব ও তাক্বলীদের ঐ সমস্ত বিষয়েরই বিরোধীতা করছি– যা কুরআন বা সহীহ হাদীসের বিরোধী।

অতঃপর তাক্বী সাহেব তৃতীয় নযীর হিসাবে লিখেছেন, আব্দুর রহমান বলেন: "মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে আমি হাম্মামখানায় গোসলের বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'উমার ﷺ এটা অপছন্দ করতেন।"[১৪৭] দেখুন মুহাম্মাদ

---

১৪৫. মুয়াত্তা মালেক হা/২৪৭৯ অনুচ্ছেদ ঃ بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ। পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি হল:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ

১৪৬. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ৩৫।

১৪৭. কানযুল উম্মাল ৯/৫৬০/২৭৪১৮ নং। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবনে সীরীন প্রশ্নকারীর জবাবে হাদীস-দলিল উল্লেখ না করে 'উমার ﷺ-এর অপছন্দের কথা জানিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন। অথচ এ সম্পর্কে 'উমার ﷺ বর্ণিত মারফু' হাদীসও রয়েছে।[১৪৮]

যখন বিশেষজ্ঞের বক্তব্যের সমর্থনে মারফু' হাদীস তথা কুরআন বা সহীহ হাদীসের দলিল থাকবে তখন তা আর তাক্বলীদ হল না। কেননা তাক্বলীদ তো সেটাই যখন কুরআন ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট দলিল থাকার/উপস্থাপনের পরও এর বিপরীতে কারো রায়কে মেনে নেয়ার নাম।

অতঃপর তাক্বী সাহেব চতুর্থ ও পঞ্চম নযীর হিসাবে যথাক্রমে 'উমার ﷺ ও সা'আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের ﷺ পরামর্শমূলক সিদ্ধান্তকে তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর লিখেছেন: "... সাধারণ মানুষ সাহাবীগণের বাণী ও বক্তব্যের সাথে সাথে তাঁদের কর্ম ও আচরণেরও ইকতিদা করতো। তাই নিজেদের খুঁটিনাটি আমল সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বলাবাহুল্য যে, কারো আমল দেখে ইকতিদা করার ক্ষেত্রে দলিল প্রমাণ তলব করার কোন প্রশ্নই আসে না।"[১৪৯]

এ পর্যায়ে প্রশ্ন হল, কোন পরমার্শ বা ফতোয়া ভুল হলে তা থেকে ফিরে আসতে হবে কি না ? আপনাদের কাছে তো মাযহাবের নামে রচিত বিকৃত ফতোয়া থেকেও ফিরে আসা যাবে না। তাছাড়া সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় য'য়ীফ, মুনকার হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণকে নিজেদের মাযহাবের পক্ষে উপস্থাপন করেন। আর এগুলো থেকে যখনই ফিরে আসা জরুরী মনে করবেন, তখনই তাক্বলীদ বিলুপ্ত হয়। আমরা ভুল থেকে ফিরে আসাটা জরুরী মনে করি।

এরপর তাক্বী সাহেব ষষ্ঠ ও সপ্তম নযীর হিসাবে যে সমস্ত আসার উপস্থাপন করেছেন[১৫০] তার মূল দাবী হল: "যারা লোকদের ইমাম হিসাবে চিহ্নিত তারা অনেক বিষয় থেকে পরহেয করবেন। কেননা লোকেরা তাদের ইকতিদা (অনুসরণ) করে।" আমরা মাযহাবী তাক্বলীদ বলতে যা নিষিদ্ধ মনে করি তার মোকাবেলায় এই ধরণের উদ্ধৃতিসম্বলিত বক্তব্যের উপস্থাপনাই নিরর্থক। তাক্বওয়ার কারণে কেউ কোন বিষয় পরহেয করলে তা কি কোন মাযহাবে পরিণত হয় ?

---

১৪৮. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ৩৫-৩৬।

১৪৯. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ৩৬-৩৭।

১৫০. সম্মানিত পাঠক! তুলনামূলক পর্যালোচনা জন্য "মাযহাব কি ও কেন?" বইটি সামনে রাখুন। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

অষ্টম নযীর হিসাবের তাকী সাহেব উমার ﷺ কর্তৃক আম্মার বিন ইয়াসারকে শাসক ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে শিক্ষক হিসাবে প্রেরণের চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে তাদের ইকতিদা ও নির্দেশ শ্রবণের কথা উল্লেখ আছে।

এ ধরণের দলিল চার মাযহাবের মৃত ইমামদের যে কোন একজনের বাধ্যতামূলক অনুসরণের পক্ষের কোন প্রমাণ নয়।

এরপর নবম নযীর হিসাবে 'মুয়াত্তা মুহাম্মাদ' থেকে সাহাবী ইবনে 'উমার ﷺ ও তাবে'য়ী ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ ﷺ এর ইমামের পিছনে ক্বিরাআত না পড়ার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাটি হল :

"ইবনে 'উমার ইমামের পিছনে কখনো ক্বিরাআত পড়তেন না। ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: তুমি ইচ্ছা করলে পড়তে পারো আবার না পড়ারও অবকাশ আছে। কেননা আমাদের অনুকরণীয় যারা তাঁরা কেউ পড়েছেন কেউ পড়েন নি। অথচ ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ নিজে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ার বিরোধী ছিলেন।"

জবাব:

১. হাদীসটির সনদ হল :

قال مُحمد أخبرنا أسامة بن زيد الْمدني حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر...

অথচ উসামা বিন যায়েদ লায়সী মাদানী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন: ليس بشيئ (সে কিছুই না)। নাসায়ী বলেছেন: ليس بالقوى (সে শক্তিশালী না)। ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন: তার থেকে দলিল নেয়া সহীহ নয়। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে য'য়ীফ মনে করতেন এমনিক শেষাবধি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন বলেছেন, তার হাদীস মুহাদ্দিসগণ অগ্রাহ্য করেছেন। ইমাম বুখারী তাকে ত্যাগ করেছেন।"[১৫১] সুতরাং বর্ণনাটি য'য়ীফ।

২. প্রকৃতপক্ষে সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী ইবনে 'উমার ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন। যেমন নাফে' ﷺ বর্ণনা করেছেন:

إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر و ورأى تلك السنة

---

১৫১. ইরশাদুল হক্ব আসরী, তাওযীহুল কালাম ফি উযুবিল ক্বিরাআত খলফাল ইমাম (ফয়সালাবাদ ঃ ইদারায়ে 'উলূম আল-আসরিয়াহ), পৃ: ৯৯১।

https://www.facebook.com/178945132263517

"ইবনে উমার ইমামের সাথে (পিছে) থাকলে সূরা ফাতিহা পড়তেন। যখন লোকেরা আমিন বলত তখন ইবনে উমারও আমীন বলতেন। আর তিনি এটা সুন্নাত মনে করতেন।"[১৫২]

৩. অনুরূপভাবে ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ ﵀ সম্পর্কে 'মুয়াত্তা মালেকে' বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

"ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ যেসব সালাতে ইমাম ক্বিরাআত সরবে পড়তেন না সেসব সালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করতেন।"[১৫৩]

অর্থাৎ ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ চুপের সালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করতেন। সুতরাং 'মুয়াত্তা মুহাম্মাদ'–এর বর্ণনাটির সনদ ও মতন উভয়টিতেই ত্রুটি পাওয়া গেল।

তাক্বী সাহেব উক্ত য'য়ীফ ও মুনকার বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর শেষাংশে লিখেছেন: "....এতে দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দলীলে বিভিন্নতার কারণে মুজতাহিদগণের মাঝে মতভিন্নতা দেখা দিলে বিশুদ্ধ নিয়তে (মতভিন্নতার সুযোগে সুবিধা লাভের মতলবে নয়) যেকোন এক মুজতাহিদের ইকতিদা করা যেতে পারে।" (মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ৩৯-৪০)

এই উদ্ধৃতিটির দ্বারা তাক্বী সাহেব যেকোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করার সীমাবদ্ধতাকে প্রকারান্তরে খণ্ডন করেছেন। যা আমাদের পক্ষকেই সমর্থন করল।

অতঃপর তাক্বী সাহেব দশম নযীর হিসাবে একটি ফতোয়াতে হাসান বসরী ﵀ কর্তৃক নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে আবূ বকর ﵁ ও উমার ﵁এর আমলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শেষাবধি নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা তিনি অনুচ্ছেদটির ইতি টেনেছেন:

"ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ উভয় পন্থাই অনুসরণ করতেন। কখনো কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল উল্লেখ করে ফতোয়া দিতেন আবার কখনো বিনা দলীলে

---

১৫২. **সহীহ:** সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৮৭, হা/৫৭২। শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাঁই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন: যিনি (আলবানী ﵀) হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন, সেটা ভুল। [মাসআলাহ ফাতিহা খলফাল ইমাম (পাকিস্তানঃ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, জুন' ২০০৭) পৃ: ১৩৪]

১৫৩. **সহীহঃ** মুয়াত্তা মালেক (ইফা, ফেব্রু' ২০০২) بَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ হা/৪১। মুহাদ্দিস যুবায়ের আলী ঝাঁই বলেন: হাদীসটি সহীহ। (মাসআলাহ ফাতিহা খলফাল ইমাম, পৃ: ২৮)

https://www.facebook.com/178945132263517

শুধু সিদ্ধান্তটুকু শুনিয়ে নিতেন। আর মানুষ নির্দ্বিধায় তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করতো।"[১৫৪]

ক্ষেত্র বিশেষে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দান বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য আপতভাবে দলিল হীন উদ্ধৃতিকে মেনে নেয়া যায়। যা উপায়হীন অবস্থার সাথে তুলনীয়। কিন্তু যখন দলিল প্রমাণ তার বিপরীতে পাওয়া যাবে, তখন কি ফিরে আসতে হবে? যদি না ফেরা হয়– সেটাকেই আমরা তাক্বলীদ বলছি। যা আল্লাহর বিধি–বিধানের প্রায়োগিক শিরক। বরং হাদীসে তো দলিলহীন ফতোয়াকে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

"দলিল–প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ফতোয়া দেয়া হলে, তার গুনাহর ভার ফতোয়াদাতার উপর বর্তাবে।"[১৫৫]

সুতরাং এ পর্যায়েও তাক্বী সাহেবের সংশোধন অপরিহার্য। – **অনুবাদক]**

ভুল ধারণা– ৬০ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেন: "কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাখ্যা সালফে–সালেহীনদের ফায়সালার আলোকে করতে হবে।" (৪১ পৃ:)

সংশোধন: যদি সালফে–সালেহীন অর্থ সাহাবীগণের ﷺ ইজমা' হয়– তবে এ ব্যাপারে আমরা একমত। আর যদি এই অর্থ ব্যক্তি বিশেষ সাহাবা ﷺ ও অন্যান্য সালেহীনদের رحمهم الله ব্যক্তিগত রায় হয়, তাহলে সেটা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। এ সম্পর্কীত কয়েকটি উদাহরণ নিচে উপস্থাপন করা হল:

১. ইমাম যুহরী رحمه الله ও ইমাম 'আতা رحمه الله বলেছেন: যদি সদক্বায়ে ফিত্‌র 'ঈদের পর দেয়া হয় তবে তাতে কোন দোষ নেই।[১৫৬]

---

১৫৪. মাযহাব কি ও কোন? পৃ: ৪১।

১৫৫. হাসান: ইবনে মাজাহ– باب اجتناب الرأى والقياس [باب اتباع سنة رسول الله (ص)] ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ (রিয়াদ) হা/৫৩]

১৫৬. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক্ব, ৩/৩২৯ পৃ:।

https://www.facebook.com/178945132263517

আমরা এই দু'জন সালেহীনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক্ব কি ঈদের পরেও সদক্বায়ে ফিতর আদায় করতে পারি? অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম দিয়েছেন, ঈদগাহে যাবার পূর্বে সদক্বায়ে ফিত্‌র আদায় করতে।[১৫৭]

এখন বলুন, কোনটি গ্রহণ করবেন– নবী ﷺ-এর নির্দেশ না হাদীস ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যা?

২. সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস ﷺ এক রাক'আত বিত্‌র পড়তেন।[১৫৮]

আপনারা (হানাফীগণ) কি এই বর্ণনাটি فاركع ركعة দ্বারা[১৫৯] ব্যাখ্যা নিতে রাযী আছেন?[১৬০]

৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ রুকু'তে হাতকে রানের মাঝে রাখতেন। তিন ব্যক্তির জামা'আতে একজনকে ডানে ও অপরজনকে বামে দাঁড় করাতেন।[১৬১]

---

১৫৭. **সহীহ:** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৭২৩ নং।

১৫৮. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– দু'আ অধ্যায় باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم ; পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হল:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.

"আব্দুল্লাহ ইবনে সা'লাবাহ ﷺ যার মাথায় রসূলুল্লাহ ﷺ হাত বুলিয়েছিলেন, বর্ণনা করেন: তিনি সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসকে বিত্‌রের সালাত এক রাক'আত আদায় করতে দেখেছেন।"

১৫৯. **সহীহ:** সহীহ বুখারী– কিতাবুল বিত্‌র باب ما جاء في الوتر ; পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হল:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ

"রাতের সালাত দুই দুই যখন তোমাদের কেউ ফজর হবার আশঙ্কা করবে তখন এক রাক'আত পড়বে, যা তার পূর্বের সালাতকে বিত্‌র (বেজোড়) করে দেবে।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৩/১১৮৫ নং]

১৬০. হানাফীগণ কেবল তিন রাক'আত বিত্‌র পড়াকেই বিধান মানেন। এ কারণে সম্মানিত লেখক মাযহাবী সালাফদের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় হাদীস উপস্থাপন করে তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ইবনে মাস'উদ ﷺ-এর এই 'আমলটির আলোকে আপনারা কি উক্ত পন্থার আমলটিকে রসূল ﷺ-এর আমল হিসাবে গণ্য করবেন?

ভুল ধারণা– ৬১ঃ তাক্বী সাহেব মদীনাবাসীদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেনঃ

لا نَأْخُذُ بِقَولِكَ وَنَدَعُ قَولَ زَيْدٍ

"যায়েদ বিন সাবেতকে বাদ দিয়ে আপনার মতামত আমরা মানতে পারি না।"[১৬২]

সংশোধনঃ এ পর্যায়ে প্রশ্ন হল, মদীনাবাসী ইবনে 'আব্বাস ﷺ-এর কাছে কেনইবা জিজ্ঞাসা করেছিল, যখন যায়েদ ﷺ-এর মতামতকে তারা ছাড়তে রাজি নয়? সুস্পষ্ট হল, তারা যায়েদ ﷺ-এর কথাকে তাক্বলীদের

---

[১৬১]. **সহীহঃ** সহীহ মুসলিম– কিতাবুস সালাত باب النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الأَيْدِى عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ ; পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি হলঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالاَ نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"'আলকামা ও আসওয়াদ رحمه الله থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ–এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পিছনের লোকেরা কি সালাত আদায় করেছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ তাঁদের মধ্যভাগে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং অপরজনকে বাম পাশে। তাঁরা বললেন : আমরা রুকু' করার সময় আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। কিন্তু তিনি আমাদের হাত ধরে দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাত শেষে বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন।" [সহীহ মুসলিম (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে' ১৯৯১) ২/১০৭৪ নং]

[১৬২]. **সহীহঃ** সহীহ বুখারী– কিতাবুল হাজ্জ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ لَا نُتَابِعُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا "হে ইবনে 'আব্বাস ﷺ! যায়েদ বিন সাবিতের মোকাবেলায় আপনাকে অনুসরণ করতে পারি না।" [মুসনাদে আহমাদ ২/৪৩১/২৭৪৭২]

https://www.facebook.com/1789451322263517

ভিত্তিতে মানতে চায় নি। বরং তারা যায়েদ ﷺ-এর কথার দলিল অনুসন্ধান করেছেন। ইবনে 'আব্বাস ﷺ-ও নিজের মতামত উল্লেখ করেন। তখন একটি মতের দ্বারা অপর মতটি সাংঘর্ষিক হল। আপনারা বলুন, তারা কেন যায়েদ ﷺ-এর ফতোয়ার থেকে ফিরে আসে? শেষাবধি আরো তাহক্বীক্বের পর তারা জানতে পারলেন, যায়েদ ﷺ-এর ফতোয়াটি ভুল। তারা ঐ ভুল থেকে ফিরে আসেন এবং যায়েদ ﷺ-ও ফিরে আসেন। [এ সম্পর্কীত বিস্তারিত আলোচনা 'ভুল ধারণা– ১৬' তে বর্ণিত হয়েছে। –অনুবাদক]

ভুল ধারণা– ৬২ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

"অনেক হযরত এই দলিলের জবাবে লিখেছেন: 'যদি মদীনাবাসী মুক্বাল্লিদ হতেন, তাহলে উম্মে সুলাইমের হাদীসের তাহক্বীক্ব কেন করলেন?'[১৬৩] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জবাবটি ঐ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাক্বলীদ করার কারণে হাদীসের তাহক্বীক্ব করা হারাম হয়ে যায়।"[১৬৪]

সংশোধন: তাক্বলীদের সঙ্গা হল :

فاما الْمقلد فالدليل عنده قول الْمجتهد فالْمقلد يقول هذا الْحكم واقع عندى لانه ادّى اليه رأى ابى حنيفة رحمه الله وكل ما ادّى اليه رأيه فهو واقع عندى [توضيح مطبوعه نور مُحمد اصح الْمطابع ١٤٠٠ هـ، صـ٤٣-٤٤]

"মুক্বাল্লিদদের জন্য মুজতাহিদদের উক্তিই দলিল। সুতরাং মুক্বাল্লিদ যখন বলে: আমার কাছে এটাই হুকুম– কেননা আবূ হানিফার রহ. রায়

---

১৬৩. মুক্তবুদ্ধি আন্দোলন (উর্দূ) ইসমাঈল সলফীকৃত পৃ: ১৩৬ সূত্রেঃ মাযহাব কি ও কেন? পৃ:৪২-৪৩।

১৬৪. বইটির বাংলা অনুবাদকের ভাষাটি নিম্নরূপ: "জনৈক আহলে হাদীস পণ্ডিত এই বলে আমাদের বক্তব্য নাকচ করে দিতে চেয়েছেন যে, মদীনাবাসী দলটি যদি সত্যই যায়েদ বিন সাবিতের মুক্বাল্লিদ হতো তাহলে উম্মে সুলাইমের হাদীস সম্পর্কে নিজেরাই স্বতন্ত্র অনুসন্ধান চালাতে যেত না।" অর্থাৎ পণ্ডিতপ্রবর এটা ধরেই নিয়েছেন যে, কোন মুজতাহিদের তাক্বলীদের পর এমনকি কুরআন–সুন্নাহ সম্পর্কিত গবেষণা, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়।..... [মাযহাব কি ও কেন? পৃ:৪২-৪৩]

আমার কাছে পৌঁছেছে। এ কারণে এটাই আমার কাছে বাস্তব।" (তাওযীহ)

যদি তাক্বলীদের এই সঙ্গা আপনি পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনি এটাও বলতে পারেন যে, মুক্বাল্লিদ দলিল খোঁজ করতে পারে।

তাছাড়া যদি মুক্বাল্লিদ হাদীস খোঁজ করে সহীহ বিষয়টি জেনে নিতে পারে– তাহলে কি সে মুক্বাল্লিদ থাকল? তাক্বী সাহেব! আপনি তো তাক্বলীদ বুঝাতে গিয়ে উল্টো ফেঁসে গেলেন।

অতঃপর তাক্বী সাহেব দ্বিতীয় নযীর হিসাবে আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর পূর্ণাঙ্গ জবাব 'ভুল ধারণা– ১৭' তে দেয়া হয়েছে। আফসোস! তাক্বী সাহেব তাঁর পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই সংস্করণটিতে সেগুলোর জবাব দেন নি। অবশ্য (তৃতীয় নযীর হিসাবে উল্লিখিত) মু'আয বিন জাবাল ﷺ-এর হাদীসটির প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ ছিল[১৬৫], তাক্বী সাহেব তাঁর সম্পূর্ণ কিতাবটির কেবল এই একটি স্থানেই আমাদের পুস্তকের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

ভুল ধারণা– ৬৩ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ

"জাওযাক্বানীর বক্তব্য খণ্ডন করে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ মু'আয বিন জাবালের ﷺ সূত্রে যাঁরা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে কোন সন্দেহগ্রস্থ, মিথ্যুক ও আপত্তিযুক্ত ব্যক্তি নেই। দ্বিতীয়ত, তিনি খতীব বাগদাদী رحمه الله-এর সূত্রে ঐ হাদীসের অপর একটি সনদে عبادة بين نسى عن عبد الرحمان بن غنم عن معاذ হাদীসটি পেশ করে তিনি মন্তব্য করেছেন : وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة "এই সনদটি মুত্তাসিল[১৬৬]। আর এর বর্ণনাকারীগণ সুপরিচিত ও সিক্বাহ।" (তাক্বলীদ কী শর'য়ী হাইসিয়াত, পৃঃ ৫০)

সংশোধনঃ একটি হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে , মু'য়ায ﷺ বলেনঃ

---

১৬৫. এই বইটির 'ভুল ধারণা– ১৮' এর সংশোধন দ্রঃ।

১৬৬. মুত্তাসিলঃ যে সনদের আগাগোড়া সকল বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ রয়েছে এবং কোথাও সনদের বিচ্ছিন্নতা নেই, সে সনদকে মুত্তাসিল হাদীস বলা হয়।

"আমি কিতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়সালা করব। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি কিতাবুল্লাহতে না পাও? তিনি বললেন: তাহলে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত দ্বারা (ফায়সালা করব)। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তুমি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলে ﷺ না পাও? তিনি বললেন: আমার রায় দ্বারা চেষ্টা করব এবং এতে কোন অবহেলা করব না। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিনার উপর নিজের হাত রেখে বললেন: আল্লাহর শোকর, তিনি তাঁর রসূলের দূতকে ঐ বিষয়ের যোগ্যতা দিয়েছেন, যে ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট।"

তাক্বী সাহেব তাক্বলীদের প্রমাণে হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন। আমি ইমাম জাওযাক্বানীর সূত্রে লিখেছিলাম "হাদীসটি বাতিল"। হাদীসটিকে আমরা য'য়ীফ সাব্যস্ত করায় তাক্বী সাহেব এর জবাবে ইবনুল ক্বাইয়েম থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি পেশ করেন:

"খতীব্ বাগদাদীর সনদটি মুত্তাসিল এবং এর বর্ণনাকারীগণ সুপরিচিত ও সিক্বাহ।" কিন্তু এটা সহীহ নয়। কেননা এটা খতীব বাগদাদীর টিকাতে ছিল, তার বিশ্লেষণ নয়। খতীব সম্পূর্ণ সনদটির উদ্ধৃতি দেন নি। এমনকি তিন বর্ণনাটির পক্ষে জোড়ালো উপস্থাপনাও করেন নি। খতীব বাগদাদী رحمه الله লিখেছেন:

وقد قيل ان عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه

"বলা হয়ে থাকে, 'উবাদা বিন নাসী এটি 'আব্দুর রহমান বিন গনম থেকে, তিনি মু'আয رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন।"

খতীব رحمه الله এখানে মাজহুলের সীগাহ অর্থাৎ قيل ব্যবহার করেছেন। যা নিজেই সনদটিকে সন্দেহগ্রস্থ করে তোলে।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম رحمه الله যিনি খতীব বাগদাদীর সূত্রে সনদটি বর্ণনা করেছেন। তিনি 'তাহযীবুল সুনানে' লিখেছেন:

وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْن سَعِيد الْأُمَوِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن حَسَّان عَنْ عُبَادَة بْن نُسَيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن جَبَل قَالَ " لَمَّا بَعَثَنِي رَسُول اللَّه ﷺ إِلَى الْيَمَن قَالَ : لَا تَقْضِيَنَّ , وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَم وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْك أَمْر فَقِفْ حَتَّى تُبَيِّنَهُ أَوْ تَكْتُب إِلَيَّ فِيهِ " . وَهَذَا أَجْوَد إِسْنَادًا مِنْ الْأَوَّل , وَلَا ذِكْر فِيهِ لِلرَّأْيِ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

"এটি ইবনে মাজাহ ইয়াহইয়া বিন সা'য়ীদ আল-আমবী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন সা'য়ীদ বিন হিসান থেকে, তিনি 'উবাদাহ বিন নাসী থেকে, তিনি 'আব্দুর রহমান বিন গনম থেকে, তিনি মু'য়ায বিন জাবাল (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: 'রসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে ইয়ামানে (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠান, তখন তিনি বলেন: কখনো তুমি তোমার অজানা কোন বিষয়ে ফায়সালা অথবা ব্যাখ্যা দেবে না। আর তোমার উপর যদি কোন বিষয় কঠিন মনে হয়, তবে তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তা তোমার নিকট স্পষ্ট হয়; অথবা তুমি এ ব্যাপারে লিখিতভাবে আমাকে জানাবে।'[১৬৭] এই সনদটি প্রথম সনদটির থেকে উত্তম। ولا ذكر للرأى فيه "এর মধ্যে রায় দেয়ার বর্ণনাটি নেই।"

যখন হাদীসটিতে রায়ের বর্ণনাই নেই তখন সেটা উপস্থাপনই নিরর্থক। বরং হাদীসটির দাগানো বাক্যগুলো দ্বারা রায় ও ক্বিয়াসের প্রয়োগ অবৈধ সাব্যস্ত হয়।

তাক্বী সাহেব! আপনি যে মতনটির দিকে ইশারা করেছেন তাতো আপনারই বিরোধীতা করে।

তাক্বী সাহেব! এই সনদটিও বাতিল। কেননা, এর সনদে মুহাম্মাদ বিন সা'য়ীদ আছেন। যিনি হাদীস বানাতেন। (সিলসিলাহ য'য়ীফাহ ২/ ২৭৫, ২৭৭ পৃ: সংক্ষেপিত)

তাক্বী সাহেব! আমি স্বীকার করি যে, সাহাবী মু'য়ায ﷺ সিক্বাহ। কিন্তু তাঁর থেকে বর্ণনাকারী আল-হারিস বিন 'আমর তো মাজহুল। সুতরাং এই বর্ণনাটি কোনক্রমেই সহীহ নয়। দ্বিতীয়ত, মু'য়ায ﷺ হাকিম ছিলেন। হাকিমকে বিচারের ফায়সালা করতে হয়। হাকিমের ফায়সালা কেবলই ফায়সালা, শরী'আতী আইন নয়। আলেমরা শরী'আতের বিধানে বিকৃতি

---

১৬৭. **মাওযু' (জাল):** ইবনে মাজাহ- অধ্যায়: রসূলের ﷺ সুন্নাতের অনুসরণ باب اجتناب الرأي والقياس ; ইমাম আলবানী رحمه الله হাদীসটিকে মাওযু' বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৫৫)। শায়েখ যুবায়ের আলী যাই رحمه الله লিখেছেন: ইমাম নাসায়ী প্রমুখ বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে আবী সা'য়ীদকে মিথ্যুক বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত উর্দূ ইবনে মাজাহ (দারুস সালাম) ১/৫৫ নং]

https://www.facebook.com/178945132263517

করে, সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মোটকথা, এই হাদীসটি কোনক্রমেই তাক্বী সাহেবের পক্ষপাতিত্ব করে না।

[সংযোজন: যারা হাকিম তথা বিচারক/শাসকের বিকৃত ফায়সালাকে আলেমদের শরি'আত বিকৃতির সাথে গুলিয়ে ফেলেন– তাদের জন্যে দাগানো অংশটিতে শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ ﷻ, তাঁর রসূল ﷺ তথা ইসলামের নামে বিকৃতি এবং সাধারণ আইন প্রয়োগ এক বিষয় নয়। –অনুবাদক]

ভুল ধারণা– ৬৪ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেন: প্রথমত লেখক তাক্বলীদ খণ্ডন করতে গিয়ে নিজেই তাক্বলীদে জড়িয়ে পড়েছেন। কেননা হাদীস খণ্ডনে তিনি কেবল ইমাম জাওযাকানীর উক্তিই যথেষ্ট মনে করেছেন। (পৃ: ৫০, টিকা দ্রঃ)

সংশোধন: তাক্বী সাহেব আবারও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েছেন।

প্রথম ভুল ধারণা: "আমরা কেবল ইমাম জাওযাকানীর رحمه الله উক্তি উল্লেখ করেছি" –অথচ এটা সঠিক নয়। বরং আমরা ইমাম তিরমিযীর رحمه الله উক্তিও উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় ভুল ধারণা: "আমরা ইমাম জাওযাকানীর رحمه الله উক্তি গ্রহণ করে নিজেরাই তাক্বলীদ করেছি" –এটাও সহীহ নয়। আমরা ইমাম তিরমিযীর رحمه الله উক্তিও পেশ করেছি, যা কখনই তাক্বলীদে শাখসী নয়।

তৃতীয় ভুল ধারণা: "তাক্বী সাহেব আমাদের প্রতি অপবাদ দিয়েছেন, আমরা জাওযাকানীর তাক্বলীদ করেছি" –এটাও সঠিক নয়। আমরা কোন দ্বীনি মাসায়েলে তাঁর রায় মানি নি। বরং বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি। তাক্বলীদ ও শাহাদাত বা সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তাক্বী সাহেব উভয়টিকে একাকার করে ফেলেছেন। তাছাড়া এই শাহাদাত কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই নয়। বরং তাঁর যামানার সমস্ত মুহাদ্দিস– যাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরাও এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। বলুন, এত ব্যাপক সংখ্যক মুহাদ্দিসের শাহাদাত কি আমরা গ্রহণ করব না?

তাক্বী সাহেব ! আপনি কেবল আমাদের হাদীসটির সনদের আপত্তির প্রতি জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ এতটুকুই যথেষ্ট নয়। বরং

https://www.facebook.com/178945132263517

আমরা হাদীসটির অন্যান্য দিকের যে জবাব দিয়েছি, আপনারা তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

[এ সম্পর্কীত আরো কিছু আলোচনা 'ভুল ধারণা– ১৮' তে করা হয়েছে। –অনুবাদক]

ভুল ধারণা– ৬৫ ঃ তাক্বী সাহেব 'আমর বিন মায়মুন ﷺ এর উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন: "আমি ইবনে মাস'উদ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর সান্নিধ্যে থাকলাম যতক্ষণ না তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।" (পৃ: ৫৬)[১৬৮]

সংশোধন:

১. 'আমর বিন মায়মুন ﷺ প্রথমে তো মু'য়ায ﷺ–এর সাথে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইবনে মাস'উদের শিষ্যদের সাথে ছিলেন। বুঝতে পারলাম না, এর মধ্যে মৃত ইমামের তাক্বলীদের প্রমাণ কোথায়? শিষ্যত্ব তাক্বলীদের পক্ষে দলিল হয় না। শিষ্যরা উস্তাদের রায় শিখতে যায় না, বরং 'ইলম ও শরী'আতের নীতিমালা শিখতে যায়। যা রসূলূল্লাহ ﷺ থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কখনো কি কোন শিষ্য তার উস্তাদের ব্যক্তিগত রায় শেখার জন্য যায়?

২. এই ঘটনাটি যদি তাক্বলীদের পক্ষে দলিল হয়, তবে আপনার তাতে কি ফায়দা রয়েছে? আপনার কথানুযায়ী 'আমর বিন মায়মুন ﷺ মা'আয ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর তাক্বলীদ ছেড়ে দেন এবং জীবিত ব্যক্তির তাক্বলীদ শুরু করেন।[১৬৯] তাহলে আপনি কি এমনটি করেন? আপনি কি ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله তাক্বলীদ ছেড়ে দিবেন? কেননা তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩. এই ঘটনাতে দুই ব্যক্তির তাক্বলীদের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এই ঘটনাটি নিজেই তাক্বলীদে শাখসীর বিরোধীতা করে। অথচ আপনি এটিকে তাক্বলীদে শাখসীর পক্ষে দলিল নিয়েছেন।

---

১৬৮. মাযহাব কি ও কেন? ৫৩ পৃ:।

১৬৯. তাক্বী সাহেবের বইটির বাংলা অনুবাদকের ভাষা হল: "মু'আযের জীবদ্দশায় ফিক্বাহ ও মাসায়েলের ব্যাপারে তাঁর সাথেই তাঁর একক সম্পর্ক। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সে সম্পর্ক গড়ে উঠে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ এর সাথে।" [মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ৫৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৬৬ ঃ এরপর তাক্বী সাহেব "তাক্বলীদের আরো কিছু নযীর" শিরোনামে কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে সেগুলো ব্যক্তি তাক্বলীদের স্বপক্ষে কোন দলিল হয় না। দ্বিতীয়ত, এর জবাব সেটাই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ভুল ধারণা– ৬৭ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব "ব্যক্তি তাক্বলীদের প্রয়োজনীয়তা'[১৭০] শিরোনামে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা আমরা পূর্ববর্তী ভুল ধারণা ১৯ থেকে ২৬ পর্যন্ত আলোচনা করেছি। তাক্বী সাহেব যদি সেগুলোর জবাব দিতেন তবে সেটা খুবই সঙ্গত হত।

ভুল ধারণা– ৬৮ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব "চার মাযহাব কেন?" শিরোনামে যা কিছু লিখেছেন তার একটিও (আল্লাহ ﷻ এর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বা নবী ﷺ–এর হাদীসভিত্তিক) দলিল নয়। বাকী থাকল ব্যক্তি বিশেষের উদ্ধৃতি। এটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তাক্বী সাহেব! আপনি ব্যক্তি বিশেষের উদ্ধৃতির বদলে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল উপস্থাপন করুন। সেক্ষেত্রে আমি দলিলগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করব।

ভুল ধারণা– ৬৯ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব "তাক্বলীদের স্তর তারতম্য" শিরোনামের অনুচ্ছেদে 'তাক্বলীদে মুতলাক্ব' (উন্মুক্ত তাক্বলীদ – যাকে আমরা তাক্বলীদ হিসাবে গণ্য করি না) এবং 'তাক্বলীদে শাখসী'–কে একাকার করে ফেলেছেন। তাক্বলীদে মুতলাক্বের ব্যাপারে আমাদের কোন আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

ভুল ধারণা– ৭০ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব এক হানাফী গ্রাজুয়েটের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে সে ভুলের মধ্যে ছিল। কেননা সে মুহাক্কেক্ব ছিল না। তাছাড়া ভুল হওয়া সত্ত্বেও সে মা'যুর ছিল। কিন্তু আপনি তো হাদীস পাওয়ার পরেও ভুল থেকে সংশোধন হন না। আপনি তার ভুল ধারণা হাদীস দ্বারাই দূর করে দিলেন। হাদীসটির উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলেন। আপনি তো নিজের রায় দেন নি। এটা তো খুবই ভাল কাজ। কিন্তু এ প্রক্রিয়াকে আমরা কখনই তাক্বলীদ বলি নি। আমরাতো বলছি ব্যক্তি বিশেষের রায় না মানতে। আপনারা তো এর জবাব দেন নি। উস্তাদ

---

[১৭০]. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ৫৭–৭২।

https://www.facebook.com/178945132263517

যদি হাদীস পড়িয়ে বুঝিয়ে দেন – তবে এ প্রক্রিয়াকে আপনারা জোর করে তাক্বলীদ হিসাবে চিহ্নিত করেন। যদি উস্তাদ আলিফকে আলিফ–ই বলেন এবং শিষ্য তাকে আলিফ হিসাবেই গণ্য করে, তবে এটা তাক্বলীদ নয় বরং পাঠ দান ও পাঠ গ্রহণ। উস্তাদ নিজের রায় দেন নি, বরং একটি গ্রহণযোগ্য নীতি শিষ্যকে পৌঁছে দেন। অনুরূপভাবে যদি হাদীস পাঠ করা হয় এবং শিষ্যও তা মেনে নেয়, তবে তা তাক্বলীদ নয়। বরং এটাও পাঠ দান ও পাঠ গ্রহণ। উস্তাদ গ্রহণযোগ্য বিষয়াদি বললেন, আর শিষ্য তা মেনে নিলেন। এটা কখন তাক্বলীদ হল? তাক্বলীদ তো ব্যক্তিগত রায় থেকে উদ্ভব হয়।

ভুল ধারণা– ৭১ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেবে লিখেছেনঃ

"আলেমগণ বলেছেন, যিনি 'ইলমে দ্বীন সঠিক পন্থায় আয়ত্ব করতে পারেন নি, তার জন্য কুরআন ও হাদীস উস্তাদ ভিন্ন পড়াটা ঠিক নয়।" (পৃঃ ৯১)

সংশোধনঃ সমস্ত ছাত্রকেই উস্তাদের মাধ্যমেই পড়া উচিৎ। কিন্তু উস্তাদ ও শিষ্যের সম্পর্ক তাক্বলীদের দলিল নয়। যেভাবে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ভুল ধারণা– ৭২ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ

"কোন ইমাম ও মুজতাহিদের তাক্বলীদ সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন, কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে বৈপরীত্য বা জটিলতা দেখা যায়।"

সংশোধনঃ (মৃত ইমামের) তাক্বলীদের প্রয়োজন কোথায় থাকল, কোন (জীবিত) আলেমকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে দ্বিধা-দ্বন্দের নিরসণ করা হবে। ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله বা ইমাম শাফে'য়ীর رحمه الله রায় কেন মানবে?

তাছাড়া দ্বিধা–দ্বন্দের সমাধানও তো কুরআন ও হাদীসের আলোকে হবে। যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে না হয়ে বরং কেবল ব্যক্তি বিশেষের রায় মোতাবেক হয়– তবে সেটিও আমরা গ্রহণ করব না। কারো রায় দ্বারা দ্বীনি আহকামের ফায়সালা হতে পারে না।

https://www.facebook.com/178945132263517

আমরা কিভাবে মানব যে, ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله যে উসূল বলে গেছেন সেটাই সহীহ এবং ইমাম শাফে'য়ীর رحمه الله–টা সহীহ নয়? হতে তো পারে ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله–এরটাই সহীহ। মুসলিমদেরকে কোন একজন ইমামের আনুগত্যকারী বানানো – প্রকারান্তরে তাকে তাওহীদ থেকে দূরে রাখা এবং শিরকের সীমানাতে প্রবেশ করানোর নামান্তর।

ভুল ধারণা– ৭৩ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

"তাক্বলীদের উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি দলিলসমূহের মধ্যে প্রাধান্যদান বা সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে ফায়সালা করতে পারে না, সে যেন তাদের কোন একজনকে আঁকড়ে থাকবে।" (পৃ: ৯১)

সংশোধন: যেকোন একজনকে কেন আঁকড়ে থাকবে? যেভাবে একজন জাহেল হানাফী কোন মাসআলা আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে, এর দ্বারা তো কেবল নির্দিষ্ট একজন হানাফী আলেমকে আঁকড়ে থাকা হয় না। বরং সে তো যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পারে। এই পদ্ধতিকে কেন 'আম (উন্মুক্ত) করছেন না? অজ্ঞ ব্যক্তি কোন আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে। আপনি কোন কারণ ছাড়াই নির্দিষ্টভাবে একজন আলেমকে আঁকড়ে থাকাকে সুনির্দিষ্ট করে তাক্বলীদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং ফিরক্বাবন্দীর প্রতি উৎসাহিত করছেন।

ভুল ধারণা– ৭৪ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

"যে স্তরের মুক্বাল্লিদদের কথা আমরা বলছি, যেহেতু তার ভিতরে ঐ সমস্ত দলীলের পর্যালোচনা করা সম্ভব নয় যে– কোনটি শক্তিশালী ও কোনটি দুর্বল? সুতরাং তার কাজই হল কেবল তাক্বলীদ করা। (পৃ: ৯২)

সংশোধন: তাক্বী সাহেব! আপনারও কি ঐ যোগ্যতা আছে, নাকি নেই? যদি না থাকে তবে কেন আপনি নিজেকে আলেম বলেন। কেন আপনি কুরআন ও হাদীসের দারস দেন? সবকিছু ছেড়ে দিন, কেননা যদি আপনার নিজেরই কোথাও ভুল হয়ে যায়।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ভুল ধারণা– ৭৫ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ

"যদি সে কোন ব্যাপারে নিজের ইমামের মতের বিরোধী হাদীস দেখে, তবুও সে নিজের ইমামের মাযহাব ছাড়বে না। বরং এটাই ধারণা রাখবে, হাদীসের সহীহ বুঝ ও সহীহ সমাধান আমি বুঝি নাই।" (পৃঃ ৯২)

সংশোধনঃ ইমামের মত কেন ত্যাগ করবে না ? সেটা কি আল্লাহর নাযিলকৃত অহী ? সেটা গ্রহণ করার কোনই ভিত্তি নেই।

হাদীস (তথা নাযিলকৃত অহী গায়রে মাতলু) ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগই নেই। তাক্বী সাহেব ! এটা শয়তানী ওয়াসওয়াসা, এ থেকে তাওবা করুন। সর্বাবস্থায় হাদীসের উপরেই আমল করতে হবে। হাদীসতো দ্বীন। ইমামের উক্তি দ্বীন নয়। হাদীসের মোকাবেলায় সেটা মানা বেদ্বীনি কাজ তথা শিরক ফিদ দ্বীন। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির আমলটি বেশীর চেয়ে বেশী হলে তা ভুল বলে গণ্য হবে, কখনই তা শিরক হিসাবে গণ্য হবে না। আর ভুল হলে তো তাকে মা'যুর (নিরুপায়) হিসাবেও গণ্য করা যায়। তাকে তাহক্বীক্ব অব্যাহত রাখতে হবে, আর যখনই সে ভুল বুঝতে পারবে তখনই তাকে ফিরে আসতে হবে।

তাক্বী সাহেব ! আপনার পূর্বোক্ত বক্তব্যের জবাবে যদি আপনি বলতেন : 'হাদীসেরই উপর আমল করতে হবে এবং ইমামের সম্পর্কে এই আক্বীদা রাখতে হবে যে, তিনি হয়তো হাদীসটি পান নি। সুতরাং তিনি মা'যুর ছিলেন। কিন্তু আমি তো হাদীস ত্যাগের ক্ষেত্রে মা'যুর নই।' – বলুন তো, এমনটি বলা মু'মিনের জন্য শোভনীয় কি না ?

বাকী থাকলো ঐ উক্তির পর্যালোচনা যে, "ইমাম হাদীসের সহীহ উদ্দেশ্য বুঝেছেন এবং আমি ভুল বুঝেছি।" সেক্ষেত্রে যতক্ষণ তার মন–মানসিকতা মুক্বাল্লিদ থাকবে, ততক্ষণ তার ভিতরে এই বুঝই উদয় হতে থাকবে। আর যখনই সে তাক্বলীদের রশি নিজের গলা থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে, তখন সে বুঝবে অমুক ইমাম সাহেব এ ব্যাপারে হাদীসের মর্মটি সঠিকভাবে বুঝেন নি। ঐ হাদীসের সহীহ বুঝ সেটাই যা অমুক অমুক ইমাম বুঝেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ভুল ধারণা– ৭৬ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ

"এই বিষয়টি এভাবে বুঝানো যায় যে, কোন ব্যক্তি আইনের কোন বিষয় জানার জন্য সেক্ষেত্রে কোন আইন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়।" (পৃ : ৯২)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব তাঁর উদ্ধৃতিতে "কোন আইন বিশেষজ্ঞ" বাক্যটি তাঁর উপস্থাপনার দাবীকেই খণ্ডন করে। যদি তাক্বী সাহেব লিখতেন "নির্দিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ" তাহলে এক্ষেত্রে বাক্যটি হয়তো তাক্বলীদের পক্ষে মেনে নেয়া যেত।

তাক্বী সাহেব! আপনি যে আইন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন, তার প্রত্যুত্তরে আপনার কাছে প্রশ্ন– যদি আপনারও কোন আইন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হতে হয়, তখন কি আপনি কোন জীবিত আইনজ্ঞের কাছে যাবেন, না কোন মৃত আইনজ্ঞের কিতাব দেখে ফায়সালা দেবেন ? যদি আপনি জীবিত আইনজ্ঞের কাছে যান এবং মৃত আইনজ্ঞের কিতাব না দেখেন, সেক্ষেত্রে তো আপনি এ প্রক্রিয়াকে জীবিত আইনজ্ঞের তাক্বলীদ বলতে পারেন। একে কখনই মৃত আইনজ্ঞের তাক্বলীদ বলা যেতে পারে না। অথচ আপনি দ্বীনি বিষয়ে মৃত ইমামের তাক্বলীদ করেন। সুতরাং আপনার পেশকৃত উদাহরণ দ্বারা মৃত ইমামের তাক্বলীদ বাতিল হয়। তাক্বী সাহেব ! আপনি এমন দলিল উপস্থাপন করেছেন যা আপনারই বিরোধীতা করে। যদি আপনি তাক্বলীদ ছেড়ে দেন, তবে আপনার মধ্যেও ফক্বীহদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে। ফলাফল হিসাবে আপনিও এমন কথা থেকে বিরত হবেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বলীদ ও অনন্যপায় অবস্থা

ভুল ধারণা– ৭৭ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ

"যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি হাদীস পড়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার উপর আমল করে – তবে সে মা'যুর নয়।"

সংশোধনঃ সাধারণ ব্যক্তিকে কেবল আপনি এই জন্য মা'যুর ভাবতে পারেন না যে, তার জন্য তাক্বলীদ করা জরুরী। যদি আপনি তার জন্য তাক্বলীদ মা'যুরের বিধান হিসাবে স্বীকৃতি দেন, তবে তো তাক্বলীদ খতম হয়ে যায়।[১৭১]

আচ্ছা বলুন তো, ঐ সাহাবী ﷺ কি মা'যুর ছিলেন, নাকি ছিলেন না – যিনি সুবহে সাদিকের ফায়সালা সাদা ও কালো সুতা দ্বারা করেছিলেন এবং আয়াতের[১৭২] ভুল অর্থ করে আমল করেছিলেন?[১৭৩] তিনি যদি মা'যুর হন, তবে অন্যান্য লোকদেরকে এমন পরিস্থিতিতে কেন মা'যুর গণ্য করবেন না?

জঙ্গে বনূ কুরায়যার ঘটনাতে কিছু সাহাবী ﷺ 'আসরের সালাত রাস্তাতেই আদায় করলেন এবং কেউ কেউ বনী কুরায়যাতে পৌঁছার পর আদায় করলেন। এ ঘটনাটিতে কোন একটি পক্ষ অবশ্যই নবী ﷺ–এর নির্দেশটি বুঝতে ভুল করেছিল। এতদ্বসত্ত্বেও তাদের কাউকেই রসূলুল্লাহ ﷺ গুনাহগার সাব্যস্ত করেন নি।[১৭৪]

---

১৭১. কেননা মা'যুর বা উপায়হীন অবস্থাতে সাধারণ অবস্থার বিধান প্রযোজ্য নয়। (অনুবাদক)

১৭২. আল্লাহ ﷻ'র বাণী ঃ (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৭ আয়াত)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"খাও ও পান কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়।"

১৭৩. **সহীহঃ** সহীহ বুখারী– কিতাবুস সিয়াম باب قول الله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم

১৭৪. **সহীহঃ** সহীহ বুখারী– কিতাবুল মাগাযী – باب مرجع النبى صلى الله عليه و سلم من الاحزاب ; সহীহ মুসলিম– কিতাবুল জিহাদ باب جواز قتال من نقض العهد।

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রকৃতপক্ষে যদি কোন ব্যক্তি কুরআন বা হাদীস পড়ে তার দাবী বুঝতে ভুল করে এবং সে মোতাবেক আমল করে– তবে সে মা'যুর। অবশ্য যখন সে জানতে পারবে তার ভুল হয়েছিল– তবে নিজের ভুল থেকে অবশ্যই তাকে ফিরে আসতে হবে।

[সংযোজনঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব তাক্বলীদের প্রথম স্তর হিসাবে যা আলোচনা করেছেন তার জবাবের জন্য পূর্বোক্ত পর্যালোচনাগুলোই যথেষ্ট। এরপর তাক্বী সাহেব তাক্বলীদের দ্বিতীয় স্তর[১৭৫] ও তৃতীয় স্তর[১৭৬] সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যার মূল দাবী হল, এই স্তরগুলোর লোকেরা শর্ত সাপেক্ষে একক ইমামের তাক্বলীদ বর্জন করতে পারে। এটি আমাদের উপস্থাপনার পক্ষে পরোক্ষ দলিল বিধায় সেগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পর্যালোচনার জবাব প্রয়োজন দেখছি না। সম্ভবত মূল লেখক মাস'উদ আহমাদ ﷾–ও এ কারণে সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করেন নি। এরপর তাক্বী সাহেব 'তাক্বলীদের চতুর্থ স্তর'[১৭৭] হিসাবে যা কিছু বলেছেন তার কিছু জবাব লেখক দিয়েছেন। যা নিম্নরূপঃ **(অনুবাদক)**]

ভুল ধারণা– ৭৮ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব লিখেছেন 'উমার ﷺ–এর একটি চিঠির বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে তিনি কাযী শুরায়হকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৭৮] তাক্বী সাহেব ঐ উপদেশগুলোকে তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপন করেছেন। (পৃঃ ১১০)

সংশোধনঃ কাযীর ফায়সালার সাথে শরী'আত বিকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। কাযীর ফায়সালা সহীহ বা ভুল উভয়ই হতে পারে। তার ফায়সালা পারস্পরিক মামলা-মোক্বাদ্দমার সাথে জড়িত ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তমূলক। সেটা স্থায়ী শরী'আতের মর্যাদা পায় না। পক্ষান্তরে তাক্বী সাহেবদের ফক্বীহগণ শরী'আত বিকৃতকারী। শরী'আত বিকৃতির সাথে কাযীর ফায়সালার সম্পৃক্ততা নেই। কাযীর ফায়সালা কোন শরী'আতী আইনের মর্যাদা লাভ করে না।

---

১৭৫. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ৮৫।
১৭৬. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ৯৭।
১৭৭. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ৯৮।
১৭৮. মাযহাব কি ও কোন? পৃঃ ৯৮-৯৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

[সংযোজন: উমার ﷺ এর আলোচ্য চিঠিটি তাক্বলীদের বিরোধীতা করে। চিঠিটির আরবী ও তার সরল বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْضِ بِهِ وَلاَ يَلْفِتُكَ عَنْهُ الرِّجَالُ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاقْضِ بِهَا فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَاخْتَرْ أَىَّ الأَمْرَيْنِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ وَلاَ أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ

"শুরায়হ হতে বর্ণিত আছে, 'উমার ﷺ একবার তাঁকে পত্র লিখলেন : যখন তোমার কোন সমস্যার সমাধান কিতাবুল্লাহতে পাও – তখন তা দ্বারা ফায়সালা করবে, লোকদের জন্য তা ছেড় না। যখন এমন কোন সমস্যা আসে যার সমাধান কিতাবুল্লাহতে নেই, তবে রসূলের ﷺ সুন্নাহ মোতাবেক ফায়সালা কর। যদি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহতে সামধান না পাও তবে লোকদের (সাহাবীদের) ইজমা' (ঐকমত্য)–কে আঁকড়ে থাকে। যদি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহতে রসূলুল্লাহ ﷺ ও পূর্ববর্তীদের (ইজমা'র) সিদ্ধান্তে না পাও, তবে তুমি যে কোন একটি পন্থা আঁকড়ে থাক। ১) যদি ইচ্ছা কর তুমি ইজতিহাদ দ্বারা তোমার রায় প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নাও, আর ২) যদি ইচ্ছা কর সরে দাঁড়াতে পার। আমি অবশ্য সরে দাঁড়ানোটাই তোমার জন্য উত্তম মনে করি।"[১৭৯]

সুনির্দিষ্ট মৃত ইমামের মাযহাব ঐকমত্যের বিরোধীতা করে নানারকম ফিরক্বার জন্ম দেয়। সুতরাং পূর্বোক্ত রেখাঙ্কিত বাক্যগুলো সুনির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব মানার বিরোধীতা করে। উক্ত চিঠির শেষাংশ ব্যক্তিগত রায় থেকে দূরে থাকাকেই উমার ﷺ থেকে উত্তম হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। যদিও কাযীকে কখনও কখনও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে বাধ্য হতে হয়। পক্ষান্তরে মাযহাবী ফিক্বাহর কিতাবগুলো ব্যক্তিগত রায়ে সমৃদ্ধ, এমনকি কিতাবগুলোর ভুলগুলো থেকে ফিরে নিজেদেরকে সংশোধন করার সদিচ্ছা মুক্বাল্লিদদের থাকে না। সুতরাং 'উমার ﷺ–এর পক্ষ থেকে কাযী শুরায়হকে লেখা পত্রটি প্রচলিত মৃত ইমামের নামে প্রতিষ্ঠিত মাযহাব মানার পক্ষে কোন দলিলই হয় না। –অনুবাদক]

---

[১৭৯]. **জাইয়েদ ঃ** দারেমী– কিতাবুল মুক্বাদ্দামহ باب الفتيا وما فيه من الشدة ; হুসাইন সালিম আসাদ এর সনদটিকে জাইয়েদ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৬৭)

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৭৯ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ সম্পর্কে লিখেছেনঃ "ইবনে আব্বাস ﷺ-কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি কিতাবুল্লাহ থেকে ফায়সালা দিতেন। সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে সুন্নাহ থেকে ফায়সালা দিতেন। সেখানেও সমাধান খুঁজে না পেলে আবূ বকর কিংবা 'উমার ﷺ-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক্ব ফায়সালা দিতেন। সর্বশেষে ইজতিহাদ প্রয়োগ করতেন।" (পৃঃ ১১২)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব উক্ত উদ্ধৃতিটি তাক্বলীদের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ তাক্বলীদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রথমত, এই 'আমলটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত হুকুম মোতাবেক্বঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

"তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর থাক।"[১৮০]

সুতরাং উক্ত উদ্ধৃতির সাথে তাক্বলীদের কোনই সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়ত, যদি উদ্ধৃতিটির দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণ হয়– তবে এখানে তো দু'জন ব্যক্তির তাক্বলীদ প্রমাণিত হয়। যা তাক্বলীদে শাখসীর বিরোধী। আপনারা কি ঐ দু'জনের তাক্বলীদ করেন? যদি করে থাকেন, তবে তার পক্ষে দলিল পেশ করুন। প্রকৃতপক্ষে ইবনে 'আব্বাসের উদ্ধৃতিটি তাক্বলীদে শাখসী খণ্ডন করে।

ভুল ধারণা– ৮০ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব পৃঃ ১১২ ও ১১৩-তে[১৮১] কয়েকজন ব্যক্তির উক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

---

১৮০. **সহীহঃ** আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৩৭ নং)। মুহাম্মাদ তামিরও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (মিশরঃ দার ইবনে রজব) ১/৫৮ নং। (বাংলা অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ

১. ব্যক্তি বিশেষের উক্তি শরী'আতের দলিল নয়। সুতরাং আমরা সেগুলোর জবাব দেয়াটা জরুরী মনে করি না।

২. ইক্বতিদা ও তাক্বলীদে শাখসী পারিভাষিকভাবে এক অর্থবোধক নয়। সুতরাং ইক্বতিদা শব্দটি ব্যবহার করে তাক্বলীদের শাখসী প্রমাণিত হয় না।[১৮২]

৩. হালাল ও হারাম বিষয়ের ইক্বতিদার দাবী হল, যেভাবে আমাদের সালাফগণ হালাল কাজ করতেন এবং হারাম থেকে বিরত থাকতেন, আমরাও সেক্ষেত্রে (তাক্বওয়ার বিষয়ে) তাঁদেরই ইক্বতিদা করব। হালাল আমলগুলো করব এবং হারাম থেকে দূরে থাকব। এর অর্থ এটা নয় যে, যে জিনিস কোন মৃত বুযূর্গ বা আলেম হালাল করে গেছেন তাকে হালাল এবং যা হারাম করে গেছেন তাকে হারাম জানব। এ ধরণের আক্বীদা শিরক। এমন বিষয়গুলো মেনে নেয়ার ব্যাপারটি তাক্বী সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত উক্তিগুলো থেকে প্রমাণিত হয় না।

৪. যদি কোন তাবে'য়ী رحمه الله কোন সাহাবীর رضي الله عنه উক্তিকে নিজের উক্তির থেকে প্রাধান্য দেন, তবে এর দ্বারা সাহাবীর رضي الله عنه ব্যক্তিগত মতামত শরী'আতের হুজ্জাত (প্রমাণ) হয় না। বরং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যার উক্তি শরী'আতের দলিল– এই সাহাবীগণ رضي الله عنهم তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। এ কারণে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি رضي الله عنه তাঁর ﷺ কাছ থেকে কিছু শুনেই 'আমলটি করে থাকবেন।

---

১৮১. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ১০০-১০১।

১৮২. সম্ভবত 'চতুর্থ নযীর' হিসাবে সহীহ বুখারী ও ফতহুল বারীর সূত্রে তাক্বী সাহেব 'ইকতিদা' শব্দে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি আনার কারণে লেখক আলোচ্য উক্তি করেছেন। যা আমরা বাংলা "মাযহাব কি ও কেন" বইটির ১০১ পৃষ্ঠাতে পেয়েছি। –অনুবাদক।

https://www.facebook.com/178945132263517

৫. তাক্বী সাহেব! এই উদাহরণগুলো মধ্যে আপনার মতের স্বপক্ষে দলিল কোথায়? আপনারা তো নিজেদের ইমামের উক্তিকে সাহাবীদের ﷺ উক্তির উপর প্রাধান্য দেন। এ ধরণের উদাহরণ উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখছি না। কেননা এ সম্পর্কে আপনারা সবিশেষ অবহিত।

ভুল ধারণা– ৮১ ঃ তাক্বী সাহেব "তাক্বলীদবিরোধীদের অভিযোগ ও জবাব' অনুচ্ছেদে তাক্বলীদের বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এ পর্যায়ে কাফিরদের তাক্বলীদের জবাব দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

"এই তাক্বলীদগুলো দ্বীনের বুনিয়াদি আক্বীদার বিষয়ে ছিল। আর দ্বীনের মৌলিক আক্বীদার তাক্বলীদ আমাদের নিকটও জায়েয নয়।"

সংশোধন:

১. বুনিয়াদী ও গায়ের বুনিয়াদির প্রকারভেদের কোন দলিল তাক্বী সাহেব দেন নি। সুতরাং আমরা কিসের জবাব দেব ? আমাদের নিকট তাঁর অথবা অন্য ব্যক্তির নিজস্ব উক্তির জবাব দেবার প্রয়োজন নেই।

২. হালাল ও হারাম করার হক্ব কেবলমাত্র আল্লাহ ﷻ'র। এটা কি বুনিয়াদি আক্বীদা নয়? এটা কি সেই তাক্বলীদ নয়, যার নিষেধাজ্ঞা (সূরা তাওবা: ৩১ নং) আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে। তাক্বী সাহেব বলবেন, আমরা এই হক্বটি কোন ব্যক্তিকেই দিই নাই। জবাব হল, আপনাদের কাছে কি ক্বিয়াস শরী'আতি আইন প্রণয়নে হুজ্জাত নয়? নিশ্চয় তা–ই, আর চার ইমামের কারো থেকে ক্বিয়াস থেকে উদ্ভূত হালাল বা হারাম করাটা কি শরী'আতের বিকৃতি নয়? 'ক্বিয়াস' –যার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে –এটা না আল্লাহ ﷻ কর্তৃক ক্বিয়াস, আর না রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ক্বিয়াস। কেননা এগুলোকে ক্বিয়াস বলা সহীহ নয়। সুতরাং যেগুলো কেবল আলেমদের উক্তি থেকে এসেছে, সে সমস্ত ক্বিয়াসের মাধ্যমে হালাল ও হারাম গণ্য করাটা কি শিরক নয়?

https://www.facebook.com/178945132263517

[সংযোজনঃ ক্বিয়াসের মাধ্যমে সৃষ্ট বিধান কুরআন ও সুন্নাহ'র ন্যায় ইসলামী শরী'আতের স্থায়ী মর্যাদা পেতে পারে না। লেখক এ কারণেই মানব রচিত ক্বিয়াসী পদ্ধতির আইনকে ইসলামী আইন গণ্য করাকে শিরক বলেছেন। কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল না পাওয়া গেলে– বিশেষ প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে ক্বিয়াস অনুমোদিত। যেমন– উপায়হীন অবস্থার বিধান প্রভৃতি। (অনুবাদক)]

ভুল ধারণা– ৮২ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ "কোন মুজতাহিদের তাক্বলীদ বা ইত্তা'আত শরী'আত বা আইনের বিকৃতি নয়। বরং সেটা আইনের ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।" (পৃঃ ১১৭)

সংশোধনঃ পূর্বেই (ভুল ধারণা ৩ ও ১০ এ) এর জবাব দেয়া হয়েছে।

[সংযোজনঃ বাংলা ভাষায় তাক্বী সাহেব বইটির অনুবাদ "মাযহাব কি ও কেন?"–এর ১০২ পৃষ্ঠার পরবর্তী অনুচ্ছেদটি হল "তাক্বলীদবিরোধীদের অভিযোগ ও জবাব।" অতঃপর তিনি 'প্রথম অভিযোগ ঃ পূর্বপুরুষের তাক্বলীদ' শিরোনামে যা কিছু লিখেছেন তা পূর্বে 'ভুল ধারণা ২৭-২৯' নং এ আলোচিত হয়েছে। অতঃপর 'দ্বিতীয় অভিযোগঃ পোপ-পাদ্রীদের তাক্বলীদ" উল্লেখ করেছেন যার জবাব 'ভুল ধারণা : ৩০'–এ গত হয়েছে। অতঃপর আমাদের আলোচনা নিম্নরূপ **(অনুবাদক)**]

ভুল ধারণা– ৮৩ ঃ তাক্বী সাহেব তাক্বলীদের সমর্থনে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ–এর উক্তি এনেছেন।[১৮৩]

সংশোধনঃ

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ'র রহিমাহুল্লাহ উক্তি হুজ্জাত (দলিল) নয়। সুতরাং এর জবাব দেয়া জরুরী নয়।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ'র রহিমাহুল্লাহ উক্তিটি দ্বারা তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণিত হয় না। বরং সর্বোচ্চ তাক্বলীদে মুতলাক্ব বা উন্মুক্ত তাক্বলীদ সম্পর্কে তাক্বী সাহেব যাকিছু বলেছেন সেটা প্রমাণিত হয়। তাক্বলীদে মুতলাক্বের পারিভাষিক দাবীর ব্যাপারে আমাদের এই আলোচনাটি নয়। এজন্য আমরা তাক্বলীদে মুতলাক্বের উপর আলোচনা করছি না।

---

১৮৩. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ১০৪।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ভুল ধারণা– ৮৪ঃ এক পর্যায়ে তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ "কোন মুজতাহিদ ভুল ও বিচ্যুতির উর্ধ্বে নন। বরং তাদের প্রতিটি ইজতিহাদেই ভুলের সম্ভাবনা আছে।" (পৃঃ ১২১)[১৮৪]

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব কতইনা ভাল কথা বলেছেন। এই কথাই তাক্বলীদের জটগুলো খোলার জন্য যথেষ্ট। যখন মুজতাহিদ ভুল থেকে মুক্ত নন এবং তার প্রত্যেক ইজতিহাদ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে– তাহলে এমন সন্দেহজনক বিষয়ের উপর কেন আমল করা হবে? কেননা, কেবল ঐ সত্ত্বার কথাই পালনীয় যিনি মা'সুম এবং যাঁর ইজতিহাদ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাক্বী সাহেব বার বার তাক্বলীদে মুতলাক্ব বা উন্মুক্ত তাক্বলীদের বিষয় আলোচনা করেছেন। আর এটা পাঠ করে লোকেরা মনে করেছে, পারিভাষিকভাবে তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এমনটি হয় নি। তাক্বী সাহেব পারিভাষিকভাবে তাক্বলীদে শাখসীর প্রমাণ দিতে পারেন নি। তিনি তো কেবল বলেছেন, অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক আলেমকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারটি। সুতরাং সে তার মুক্বাল্লিদ। আমরা বলছি, ঐ অজ্ঞ ব্যক্তিটি ঐ 'আলেমের মুক্বল্লিদ নয়। অজ্ঞ ব্যক্তিটি আলেমকে তার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নি। বরং ইসলামের সিদ্ধান্ত তথা কুরআন ও হাদীস জানতে চেয়েছে। কুরআন মাজীদ ও হাদীস জেনে নেয়াটাও কি তাক্বলীদ? কক্ষনো নয়। কুরআন মাজীদ ও হাদীসতো নিজেই দলিল। আর তাক্বলীদ তো দলিলহীন বিষয়ের (তথা রায়ের অনুসরণের) সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তাক্বী সাহেব পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দ্বারা তাঁর মতটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

---

[১৮৪]. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ১০৬।

https://www.facebook.com/178945132263517

হাদীস যাচায়-বাছায় বনাম তাক্বলীদ

ভুল ধারণা– ৮৫ঃ কোন হাদীস সহীহ বা য'য়ীফ বিশ্লেষণে জারাহ ও তা'দীলের বিশেষজ্ঞগণের সহযোগীতা ছাড়া তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সর্বদা তাদের বক্তব্যের তাক্বলীদের সম্মুখীন হতে হবে। ..... প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন শাখাই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের তাক্বলীদ মুক্ত নয়।" (পৃঃ ১০৭)

সংশোধনঃ যখন কোন মুহাদ্দিস কোন হাদীসকে সহীহ বা য'য়ীফ হিসাবে গণ্য করেন, তখন এর মধ্যে কোন যন্নী বা ধারণামূলক রায় থাকে না। তিনি কোন শরী'আতের আইন নতুন ভাবে সৃষ্টি করেন না যে, কোন ব্যক্তি ঐ কৃত্রিম শরী'আত মেনে মুক্বাল্লিদে পরিণত হবে। বরং তিনি তো কেবল এই সাক্ষ্য দেন যে, অমুক রাবী য'য়ীফ, তিনি এমন এমন ছিলেন প্রভৃতি। আমরা তো তাদের উক্তিগুলোকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করি। যেভাবে একজন বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য ক্ববুল করেন। এ পর্যায়ে আমরা বিচারককে কি সাক্ষীর মুক্বাল্লিদ বলব? কক্ষনো না। তাক্বী সাহেবের ভুল ধারণার কারণে সমস্ত বিচারক, কাযীকে মুক্বাল্লিদ বলতে হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। তাছাড়া একজন বিচারক অনেক সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে থাকেন। তাহলে কি তিনি ঐ সমস্ত সাক্ষীর মুক্বাল্লিদ হয়ে থাকেন? কক্ষনো না। মুক্বাল্লিদ তো একজন আলেমের রায়ের একক তাক্বলীদ করে, অনেক আলেমের তাক্বলীদ করে না। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণ প্রকারান্তরে তাক্বলীদে শাখসী খণ্ডন করে।

এভাবে একজন বিশেষজ্ঞ যাকিছু গবেষণা–পর্যালোচনা করেন, সে মোতাবেক্ব সাক্ষ্য দেন। তিনি যাকিছু অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি তারই সাক্ষ্য দেন। এমতাবস্থায় আমরা কেবলই তাঁর সাক্ষ্য ক্ববুল করি। আমরা তাঁর ব্যক্তিগত রায় মানি না। যদি আমরা কোন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিমের মুক্বাল্লিদ হই, তবে কি তিনি প্রত্যেকটি রোগেরই চিকিৎসা করতে পারবেন? কক্ষনো না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে একটি রোগের ক্ষেত্রে কয়েকজন ডাক্তার বা হেকিমকে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে হয়। এ ধরণের সমস্ত উদাহরণতো তাক্বলীদকে খণ্ডন করে। তাক্বী সাহেব

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ভুলবশতঃ এমন উদাহরণ পেশ করেছেন যা নিজেই তাক্বলীদের বিরোধীতা করে।

[সংযোজনঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব আদী বিন হাতিমের হাদীসের বিশ্লেষণ করেছেন। যার জবাব 'ভুল ধারণা– ৩০' এ আংশিক দেয়া হয়েছে। তাক্বী সাহেব বলতে চেয়েছেন, মাযহাবের তাক্বলীদ পোপ–পুরোহিতদের তাক্বলীদের মত নয়, তারাতো নিরঙ্কুশ হালাল–হারামের অধিকারী ছিল। আমরা মাযহাবের নামে রচিত ফিক্বাহতে একই বিষয়ের অবতারণা দেখি। যার বিভিন্ন উদাহরণ পূর্বেই লেখক কর্তৃক পেশ করা হয়েছে। **(অনুবাদক)**]

ভুল ধারণা– ৮৬ ঃ কোন মুজতাহিদের উক্তি শরী'আতের হুজ্জাত না হওয়াটা তাক্বলীদের সঙ্গার মধ্যে গণ্য। (পৃঃ ১২৫)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেবের এই বক্তব্য সঠিক নয়। ক্বিয়াসকে হুজ্জাত গণ্য করা হয়। (অর্থাৎ ক্বিয়াস দ্বারা উদ্ভূত ফায়সালাকে সাময়িক নয়, বরং স্থায়ী শরী'আতের মর্যাদা দেয়া হয়। –অনুবাদক) সুতরাং মুজতাহিদের উক্তি শরী'আত নয় তো আর কি? মুক্বাল্লিদের নিকট মুজতাহিদের উক্তি শরী'আতের হুজ্জাত বলে গণ্য হয় (দ্রঃ 'তাক্বলীদ শব্দটি নিয়ে সংশয়' অনুচ্ছেদটি)। রসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পড়তেন।[১৮৫] কিন্তু তাক্বী সাহেবের হানাফী মাযহাবে সূরা ফাতিহা পড়াটা সুন্নাত নয়। বলুন, এক্ষেত্রে মুজতাহিদের উক্তিটি কি শরী'আতের হুজ্জাত হিসাবে মানা হয় নি? বরং হানাফী মুজতাহিদগণের দ্বারা হুজ্জাতে শরী'আতকে খণ্ডনও করা হয়েছে। এটা কুফর না ঈমান? এ থেকে প্রমাণিত হল, আপনারা মুজতাহিদগণকে শরী'আত প্রবর্তকের মর্যাদা দিয়েছেন।

---

১৮৫. তালহা رضي الله عنه বলেনঃ

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ

"আমি ইবনে 'আব্বাসের পিছনে জানাযার সালাত পড়েছি। তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন। অতঃপর বললেন, (আমি উচ্চৈঃস্বরে এ জন্যে পড়েছি) লোকেরা যেন বুঝতে পারে এটা সুন্নাত।" [সহীহ বুখারী– কিতাবুল জানায়িয باب قراءة فاتحة الكتاب على جنازة।]

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৮৭ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব সাহাবী ইবনে মাস'উদের ﷺ উক্তি তাক্বলীদের পক্ষে উপস্থাপন করেছেন। সেটি হল, ইবনে মাস'উদ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ কারো অনুসরণ করতে চায় তাহলে সে যেন যারা মারা গেছে তাদের অনুসরণ করে।"[১৮৬] (পৃ:১২৭)

সংশোধন: 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা)-এর পূর্বে যারা মারা গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাগণ ﷺ। ইবনে মাস'উদ ﷺ তাঁদের ইত্তিবা' করার হুকুম দিয়েছেন। তাঁরা কুরআন মাজীদ ও হাদীস ছাড়া অন্য কোন কিছুকে হুজ্জাত মনে করতেন না। সুতরাং তাঁদের অনুসরণ করলে অন্য কোন তৃতীয় জিনিসকে হুজ্জাত মনে করা যায় না।

তাক্বী সাহেব! আপনিও কি ইবনে মাস'উদের বর্ণনানুযায়ী কেবল ঐ দু'টি জিনিসকে হুজ্জাত মনে করেন? দ্বিতীয়ত, ইবনে মাস'উদ ﷺ তাদের ইত্তিবা'র হুকুম দিয়েছেন, তাক্বলীদের হুকুম দেন নি। সুতরাং তাক্বলীদ প্রমাণিত না হয়ে বরং খণ্ডিত হল। তৃতীয়ত, ইবনে মাস'উদ ﷺ অসংখ্য ব্যক্তির ইত্তিবা'র হুকুম দিয়েছেন। এটা তো তাক্বলীদে শাখসীকে খণ্ডন করে। তাক্বলীদে শাখসীতো এককভাবে একজনের তাক্বলীদ করা।

---

১৮৬. **য'য়ীফ:** রাযীন, মিশকাত (এমদা) ১/১৮৩ নং। আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত হা/১৯৩] শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই ﷺ লিখেছেন: হাদীসটি য'য়ীফ। রযীনের সূত্রটি সনদহীন হওয়ার কারণে মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত)। কিন্তু অনুরূপ একটি বর্ণনা ইবনে 'আব্দুল বার তাঁর "জামে'উ বয়ানুল 'ইলম" (২/৯৭)–এ য'য়ীফ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। সেখানে সাহাবী ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে ক্বাতাদাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ক্বাতাদাহ ﷺ থেকে ইবনে মাস'উদের বর্ণনাটি মুনক্বাতি' (বিচ্ছিন্ন)। ক্বাতাদাহ পর্যন্তও সনদটিতে আপত্তি আছে। এর একটি বর্ণনা অপর একজন সাহাবী ﷺ থেকে 'হিলওয়াতুল আওলিয়া'–তে (১/৩০৫) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সনদটিও য'য়ীফ। [আযওয়াউল মাসাবিহ ফী তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ ১/২৫৫ পৃ:, হা/১৯৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

তাক্বী সাহেব! আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে আপনি নিজেকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং অন্যদেরকে ধোঁকা দিচ্ছেন। আল্লাহ ﷻ'র শোকর, স্বয়ং আপনার কলম দ্বারাই তাক্বলীদের উপর আঘাত করা হয়েছে।

চতুর্থত, ইবনে মাস'উদ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাঁদের অনুসরণ করে যাঁরা মারা গেছেন।" অথচ তাক্বী সাহেব স্বয়ং এই বক্তব্যের উপর আমল করেন না। পক্ষান্তরে তিনি আমাদের উপর অপবাদ দিচ্ছেন যে, আমরা ইবনে মাস'উদের ﷺ উক্তির উপর আমল করছি না। আপনারা তাঁদের তাক্বলীদ করেন না, যাদের ইত্তিবা'র ব্যাপারে ইবনে মাস'উদ ﷺ ওসিয়ত করেছেন। বরং আপনারা তাদের তাক্বলীদ করেন, যারা তখন জন্মগ্রহণও করেন নি। এটাই কি আপনাদের ইবনে মাস'উদ ﷺ–এর আনুগত্যের নমুনা ?

[সংযোজন: অতঃপর তাক্বী সাহেব শাহ ওয়ালিউল্লাহর উদ্ধৃতি এনেছেন সেটিও তাক্বলীদের বিরোধীতা করে। তাক্বী সাহেবের বইটির বাংলা অনুবাদকের অনুবাদ নিম্নরূপ– (শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী ﷺ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন) ঃ

"এ ধরণের উক্তি তাদের জন্যই শুধু প্রযোজ্য যারা একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হলেও ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী। রসূলের আদেশ–নিষেধ সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত এবং এ সম্পর্কেও অবগত যে, রসূলের অমুক আদেশ বা নিষেধ রহিত হয়ে যায় নি। (এ অবগতি তারা অর্জন করেছেন) হয় সংশ্লিষ্ট হাদীস ও পক্ষ বিপক্ষের যাবতীয় বক্তব্য বিচার পর্যালোচনা করে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমকে উক্ত হাদীস মোতাবেক্ব আমল করতে দেখে। অন্যদিকে হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইমামের কাছে ক্বিয়াস ছাড়া কোন দলিল নেই। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ–এর হাদীস তরক করার অর্থ, গুপ্ত কপটতা কিংবা নিরেট মুর্খতা।"[১৮৭]

অথচ একজন আলেম হওয়া সত্ত্বেও মাযহাবের অনুসারী হওয়ার কারণে শাহ ওয়ালিউল্লাহর ﷺ উপরোক্ত উদ্ধৃতির প্রতি আমল করতে দেখা যায় না। আর এটাই তাক্বলীদের সবচে' ক্ষতিকর কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। –অনুবাদক]

ভুল ধারণা– ৮৮ ঃ যদি মুজতাহিদগণের উক্তির উদ্দেশ্য হয় তাক্বলীদ কারো জন্য জায়েয নয়, তাহলে তাদের জীবনে যে অসংখ্য জিজ্ঞাসার জবাব বিনা দলীলে দিয়েছেন সেগুলোর কি হবে?

---

[১৮৭]. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫৫ পৃ:, মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ১১১-১২।

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ মুর্খ ব্যক্তির পক্ষ থেকে আলেমকে জিজ্ঞাসা করাটা ভিন্ন বিষয়। পক্ষান্তরে একজন আলেমকে নির্দিষ্টভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণের কেন্দ্র বানানো, তার রায় (চূড়ান্ত শরী'আত গণ্য করা এবং তা) থেকে দূরে না সরা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

অতঃপর তাক্বী সাহেব কয়েকজন আলেমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এগুলো দলিল নয়। সুতরাং এর জবাব দেয়াটাও আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয় না। এর জবাবও সেটাই যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। নির্দিষ্ট একজন মৃত ইমামের তাক্বলীদ করার সাথে উদ্ধৃতিগুলোর কোনই সম্পর্ক নেই।

[সংযোজনঃ এরপর তাক্বী সাহেব হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ কিফায়ার উদ্ধৃতি দেয়ার পর ইমাম আবূ ইউসূফের رحمه الله উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।[১৮৮] যার জবাব 'ভুল ধারণা– ৩৩' এ উল্লিখিত হয়েছে। –অনুবাদক]

ভুল ধারণা– ৮৯ ঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ "ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمه الله সাধারণ লোকদেরকে ইমাম ইসহাক্ব رحمه الله, ইমাম 'আবূ উবায়েদ رحمه الله, ইমাম আবূ সাওর رحمه الله ও ইমাম আবূ মুস'আব رحمه الله থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার হুকুম দিতেন।" (পৃঃ ১৩০)

সংশোধনঃ

১. ইমাম আহমাদ رحمه الله চারজন ইমামের নাম উল্লেখ করে মাসআলা জিজ্ঞাসার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাক্বলীদ তো চারজনের হয় না, বরং একজনের (রায়ের দলিলহীন অনুসরণের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং ইমাম আহমাদ رحمه الله এর উক্তিটি তাক্বলীদে শাখসীর বিরোধীতা করে।

২. এখানেও ঐ বিষয়টি এসেছে যে, অজ্ঞ ব্যক্তি আলেমকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে, যা তাক্বলীদের শাখসীর অন্তর্ভূক্ত নয়। আপনারা কি কোন হানাফীকে কোন শাফে'য়ী আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করাটা অনুমোদন দেন? তাক্বলীদ ব্যতীত কোন আলেমকে মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাটা ভিন্ন বিষয়। .... তাক্বী সাহেব তাক্বলীদকে ভিন্ন একটি বিষয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন।

---

[১৮৮]. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ১১২-১৩।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা– ৯০ ঃ পূর্ববর্তী আলোচনার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা নিজেদের বুদ্ধি–বিবেচনার উপর আস্থা স্থাপনের পরিবর্তে বিভিন্ন জটিল বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সালাফদের মধ্যে কোন আলেম যেটা বুঝেছেন সেটাকে গ্রহণ করি– তখন এ প্রক্রিয়াকেই বলা হয়, আমরা অমুক আলেমের তাক্বলীদ করি। (ফারান, মে'১৯৬৫, পৃঃ ১৩)

সংশোধনঃ এর জবাবে লিখেছিলাম, মুক্বাল্লিদ এতটা 'ইলম কোথায় পাবে যে, অমুক সালাফের সিদ্ধান্তটি সঠিক। এটাতো কেবল আলেমের পক্ষেই বুঝা সম্ভব, কোন অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়..... (ভুল ধারণা– ৯ দ্রঃ)।

ভুল ধারণা– ৯১ ঃ তাক্বী সাহেব আমাদের উক্ত বক্তব্যের জবাব দেন নি। বরং তিনি নিজের নতুন প্রকাশিত বইটিতে বাক্য পরিবর্তন করে লিখেছেনঃ

"পূর্ববর্তী আলোচনার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা নিজেদের বুদ্ধি–বিবেচনার উপর আস্থা স্থাপনের পরিবর্তে কুরআন, সুন্নাহর বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ঐ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করব, যা আমাদের সালাফদের মধ্যে থেকে কোন আলেম বুঝেছেন। এ প্রক্রিয়াকেই বলা হয়, আমরা অমুক আলেমের তাক্বলীদ করি। (পৃ : ১০)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেবের পূর্বোক্ত রেখাঙ্কিত বক্তব্যগুলো গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। তাক্বী সাহেব বেশ কিছু বাক্যে নিজেই সংস্কার এনেছেন। এরপরও আমরা বিশেষ কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. মুক্বাল্লিদ কিভাবে বুঝবে, যে মাসআলা সে জানতে চায়, তা কুরআন মাজীদে ও সুন্নাতে রসূলে ﷺ সুস্পষ্ট নয়। এ পর্যায়ে কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রসূলে ﷺ বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। যদি মুক্বাল্লিদ কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রসূলের ﷺ বুঝতে পারে তবে সে 'আলেম না জাহেল?

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

২. আপনারা বলেছেনঃ 'কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই সেখানে আপনারা তাক্বলীদ করেন না।' অথচ আপনারা এমনটি–ই করেন না। যেমন কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতের মধ্যে ঘার মাসেহ করা সম্পর্কে এমন কোন্ জটিলতা আছে, যার ফলে আপনারা হাতের পাতার উল্টা দিক থেকে ঘার মাসেহ করেন। অথচ এতে একটি বিদ'আত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিয়্যাত নিয়ে এমন কোন জটিলতা আছে, যার কারণে মুখে নিয়্যাত করার বিধান এসেছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে ক্বিরাআত করার ব্যাপারে এমন কোন্ জটিলতা ছিল, যার ফলে আপনারা তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে কুরআন মাজীদ থেকে ক্বিরাআত পড়াটা জরুরী মনে করেন না। এমনকি না পড়ে কেবল চুপ দাঁড়িয়ে থাকাকেই সহীহ মনে করেন। এমন অসংখ্য মাসায়েল আছে– যা লিখে শেষ করা খুবই কঠিন।

তাক্বী সাহেব কুরআন মাজীদ ও হাদীসের ইস্তিম্বাত করার ক্ষেত্রে দু'টি পন্থা বলেছেন। একটি হল, আজকের যুগে কেউ বিধি–বিধান ফায়সালা করবে। অন্যটি হল, অন্য কোন ব্যক্তির ফায়সালা মেনে নেয়া। শেষোক্তটির পক্ষে তিনি লিখেছেনঃ

ভুল ধারণা– ৯২ ঃ দ্বিতীয় পন্থাটি হল, কোন বিষয়ে স্বয়ং নিজেই কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে এটা দেখা যে, কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে আমাদের মহান সালাফগণ কি বুঝেছিলেন? কেননা প্রথম যুগের বুযূর্গগণ কুরআন ও সুন্নাতের 'ইলমের ব্যাপারে আমাদের থেকে অনেক বেশী বুঝের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা যাকিছু বুঝেছিলেন সে মোতাবেক আমল করা। (পৃঃ১০)

সংশোধনঃ বুযূর্গদের বুঝ অনুযায়ী আমল করা –এর অর্থ হল, অনেক বুযূর্গের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত থাকা, সেটা কখনই একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং তাক্বী সাহেবের এই বাক্যগুলো নিজেই তাক্বলীদে শাখসী খণ্ডন করে। ফালিল্লাহিল হামদ।

https://www.facebook.com/178945132263517

নিঃসন্দেহে সালফেসালেহীনদের সিদ্ধান্ত জেনে আমল করার মাধ্যমে আমরা ব্যাপক ভুল-ত্রুটি থেকে বাঁচতে পারি। কিন্তু যদি সেটা কেবল একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে ব্যাপক ভুল স্থায়ী হয়। এই সীমাবদ্ধতা রসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া আর কারোর জন্যই প্রযোজ্য নয়।

তাক্বী সাহেব! আচ্ছা বলুন তো, সালফেসালেহীনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আসর সালাতের ওয়াক্ত তো এক ছায়া পরিমাণ হলে শুরু হয়। কিন্তু হানাফী মাযহাবে দুই ছায়া পরিমাণ শর্ত করা হয়েছে। তাহলে কি আপনার সালফে-সালেহীনের মাযহাব মানেন? সালফেসালেহীনের ফায়সালা সহীহ হাদীসের নীতিমালা মোতাবেক্ব। অথচ আপনারা কেবল তাক্বলীদের কারণেই সহীহ হাদীস এবং সালফে-সালেহীন ও তিনজন ইমামের ফায়সালার বিরোধীতা করছেন। বলুন, এই খারাপ বিষয়টির মূলে তাক্বলীদ ছাড়া আর কোন বিষয় রয়েছে কি? আল্লাহ ﷻ শরী'আতের মোকাবেলায় কোন ব্যক্তির ভুল সিদ্ধান্তকে কি শরী'আত হিসাবে মানা যেতে পারে? এটা শিরক ফিত-তাশরি'য়ী নয়তো আর কি? আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু কিতাবের আকার বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নয়। সংক্ষেপে এই বইয়ে উল্লিখিত উদাহরণগুলোই যথেষ্ট।

তাক্বী সাহেব লিখেছিলেন: "যে বুযূর্গদেরকে আমরা কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপারে বেশী দক্ষ মনে করি, তাঁর বুঝ ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে থাকি।" এই উদ্ধৃতির প্রতি একজন লেখক আপত্তি করে লিখেছেন:

"যদি সম্পূর্ণ মুর্খ ব্যক্তি হয়, তবে সে ইমাম বা প্রশ্নের জবাবদাতার যোগ্যতা কিভাবে বুঝবে? যদি সে যোগ্যতার বিশ্লেষণ করতেই পারে তবে কেন সে ঐ ফক্বীহর বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করবে।"[১৮৯] ইমাম গাযযালী رحمه الله-এর উক্তির আলোকে এই আপত্তির জবাব প্রসঙ্গে তাক্বী সাহেব লিখেছেন:

---

১৮৯. তাক্বী সাহেবের বইটির বাংলা অনুবাদটির আলোচ্য অংশের বাক্যগুলো হল: "কতিপয় বন্ধু জানতে চেয়েছেন যে, জাহিল ও সাধারণ লোকের পক্ষে কারো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার বিচার করা কিভাবে সম্ভব? আর এটা বিচার করার ক্ষমতা যার আছে সে অন্য কারো তাক্বলীদই বা করতে যাবে কোন দুঃখে।" (মাযহাব কি ও কেন? ১১৫-১৬)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ভুল ধারণা –৯৩ ঃ যে ব্যক্তির বাচ্চা অসুস্থ, সে যদি ডাক্তার না হয়েও নিজের বাচ্চার জন্য কোন মনগড়া ঔষধ দেয়, তবে সে নিশ্চয় যুলুম করল। আর এর ক্ষতিকর ফলাফলের জন্য সে–ই দায়ী। কিন্তু যদি সে কোন ডাক্তারের কাছে যায়, তবে সেক্ষেত্রে তাকে দায়ী করা হবে না। কিন্তু যদি শহরে দু'জন ডাক্তার থাকলে এবং তাদের দেয়া ব্যবস্থাপত্রে ইখতিলাফ (পার্থক্য) হলে, ঐ ব্যক্তিকে কেবল তখনই দায়ী করা যাবে – যখন সে ঐ দু'জন ডাক্তারের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনের বিরোধীতা করে। ডাক্তার না হয়েও একজন সাধারণ লোক যেভাবে শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে বেছে নেয়, ঠিক সেভাবেই আলেমদের অনুসরণের ক্ষেত্রেও এভাবেই সে অগ্রাধিকার দেবে। (পৃঃ ১৩৪)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ "যদি সে কোন ডাক্তারের কাছে যায়" – এটাই আমরা বলছি যে, অজ্ঞ ব্যক্তি কোন আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। 'কোন ডাক্তারের কাছে' বাক্যটিতে 'কোন' শব্দটি নির্দিষ্ট কোন ডাক্তারকে বুঝায় না। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তিও জানার জন্য কোন আলেমকে নির্দিষ্ট করবে না। সুতরাং 'কোন' শব্দটি তাক্বলীদে শাখসীর বিরোধীতা করে।

অতঃপর তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ "যদি শহরে দু'জন ডাক্তার" –এখানে দু'জন শব্দটি বর্ণনা করেছেন। যা তাক্বলীদে শাখসীকে মিটিয়ে দেয়।

অতঃপর তাক্বী সাহেব লিখেছেনঃ "ডাক্তারদের দক্ষতা মুতওয়াতির (ব্যাপক) খবরের ভিত্তিতে পাওয়া যায়। মুতওয়াতির খবরের ভিত্তিতে অনেক ডাক্তারের দক্ষতা সম্পর্কে জানা যায়। এমতাবস্থায় সে যা করতে পারে তাহল, সে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারে। এভাবে মাসায়েলের ক্ষেত্রে সে যেকোন আলেমের কাছে যেতে পারে, হোক ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله দিকে কিংবা ইমাম শাফে'য়ীর رحمه الله দিকে। রোগী ও অজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই।"

তাক্বী সাহেব! আপনার এই উদাহরণটি তাক্বলীদে শাখসীকে সমর্থন করে না। যদি আপনি একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়াকে নির্দিষ্ট করতে পারতেন, সেক্ষেত্রে একজন আলেমের তাক্বলীদের উদাহরণটি পরিপূরক

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

হত। সুতরাং পূর্বোক্ত উদাহরণের মধ্যে আপনার ফায়দাটি কোথায়? আপনি পরিষ্কারভাবে কেন বলছেন না: 'আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম দিয়েছেন, চার ইমামের কোন একজনের তাক্বলীদ করার জন্য। এমনকি যদি তাতে আমাদের (আল্লাহ ও রসূলের) হুকুমের বিরোধীতা থাকে, তবুও তা মেনে চলবে। فان لَم تفعلوا ولن تفعلوا —।

.... তাক্বী সাহেব আলোচ্য উদাহরণের আলোকে আমাদেরকে বলুন, ঐ চারজন ইমামের কোন তিনজন চতুর্থ ইমামের কথার অনুসরণ করেছেন? কেউ-ই না। তবে আমাদেরকে কেন মানতে হবে যে, অমুক ইমামই বেশী বিশেষজ্ঞ। ঐ চারজনকে না হয় ছেড়েই দিন। ঐ যামানার যারা মুহাদ্দিস ছিলেন (যারা মুক্বাল্লিদ নন), তারা ঐ চারজনের মধ্যে কোন একজন ইমামকে নিজের অনুসরণের জন্য পৃথক করে নিয়েছিলেন কি? তাঁর প্রত্যেক কথাকেই কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন? আপনার কাছে এরও কোন সদুত্তর নেই। এমনকি তাঁদের অনেক শিষ্যও নিজের উস্তাদের অনুসরণ করেন নি। ইমাম গাযযালীর رحمه الله যেই কিতাবের সূত্রে আপনি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, সেখানে এই সাক্ষ্যও রয়েছে যে – ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله-এর শিষ্যরা নিজেদের উস্তাদের দুই তৃতীয়াংশ মাসায়েলের বিরোধীতা করেছেন। ফিক্বাহর কিতাব যেমন – হিদায়াহ প্রভৃতিতেও তাঁদের মধ্যকার মতপার্থক্যের সাক্ষ্য রয়েছে। সর্বোপরি তাক্বী সাহেবের দেয়া উদাহরণটি থেকে তাক্বলীদে শাখসী প্রমাণিত হয় না।

ভুল ধারণা –৯৪ ঃ অতঃপর তাক্বী সাহেব ইমাম গাযযালীর رحمه الله সূত্রে লিখেছেনঃ

"সুতরাং কারো ইলম ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা লাভের পর প্রবৃত্তিবশতঃ তার তাক্বলীদ বর্জন করা কিছুতেই বৈধ নয়।" (পৃঃ ১৩৫)[১৯০]

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব ! নিঃসন্দেহে এটা সহীহ যে, প্রবৃত্তিবশতঃ বিরোধীতা নিকৃষ্ট কাজ। কিন্তু আমরা যখন কুরআন ও হাদীসের মূল ভিত্তিরই বিরোধীতা করি, তার পাপের পরিণাম কি?

---

১৯০. মাযহাব কি ও কেন? পৃঃ ১১৭।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

<u>ভুল ধারণা -৯৫ ঃ</u> বস্তুত ফক্বীহ মুজতাহিদ হওয়া যেমন দোষের নয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদার জন্য ফক্বীহ বা মুজতাহিদ হওয়াও জরুরী নয়। (পৃ:১৩৫)[১৯১]

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব ! আপনিতো একটা তাজ্জব কথা বলেছেন। ফক্বীহ না হওয়াটা কোন দোষের নয়। বহুত খুব ! এটাও খুব অদ্ভুত কথা যে, শ্রেষ্ঠ মর্যাদার জন্য ফক্বীহ হওয়াটা জরুরী নয়। এখন আপনি যা ইচ্ছা বলুন। কিন্তু নবী ﷺ বলেছেন: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خيرا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ফক্বীহ করে দেন।"[১৯২] তাহেলে উপর আলেমের মর্যাদা কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত। কিন্তু তাক্বী সাহেব বলেছেন এটা উত্তম বিষয়।

<u>ভুল ধারণা -৯৬ ঃ</u> কুরআনুল কারীমে "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের মধ্যে তাক্বওয়াবান।"[১৯৩] কিন্তু কখনই اعلمكم او افقهكم ("তোমাদের মধ্যে যারা 'আলেম" বা "তোমাদের মধ্যে যারা ফক্বীহ") বলা হয় নি।

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল তাক্বওয়া। আল্লাহ ﷻ বলেছেন: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে ভয় করে।"[১৯৪] সুতরাং তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতির মূলই হল 'ইলম। অথচ তাক্বী সাহেব বলতে চেয়েছেন 'ইলম শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়।

<u>ভুল ধারণা -৯৭ ঃ</u> সুতরাং সাহাবীযুগের তাক্বলীদের যে উদাহরণ ইতোপূর্বে পেশ করা হয়েছে, সেগুলো না মানার ক্ষেত্রে অজুহাত তোলা সঠিক 'আমল নয়। সেগুলো অস্বীকার প্রকারান্তরে সাহাবীদের ﵃ প্রতি অপবাদ আরোপের নামান্তর। (পৃ: ১৩৮)

---

১৯১. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ১১৮।
১৯২. **সহীহ:** সহীহ বুখারী -কিতাবুল 'ইলম।
১৯৩. সূরা হুজুরাত ঃ ১৩ আয়াত।
১৯৪. সূরা ফাতির ঃ ২৮ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

সংশোধনঃ সাহাবীদের যুগে তাক্বলীদে শাখসী ছিল না। যদি থাকে তবে বলুন সাহাবীগণ ﷺ কোন ইমামের তাক্বলীদ করতেন? আপনারা কি সেই ইমামের ﷺ তাক্বলীদ করেন ? সেই ইমামতকে কে বাতিল করল? তাছাড়া অপর একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি তাঁদের সুনির্দিষ্ট মাযহাব না থেকে থাকে, বা সেটা নিশ্চিহ্ন করা হয়ে থাকে, তবে উম্মাতের মধ্যে কি নতুনভাবে মাযহাবকে সংযোজন করা হয়েছে ? কমপক্ষে এটা বলা যায় যে, ঐ যামানার মুসলিমরা এগুলো দেখেও যেতে পারেন নি।

ভুল ধারণা –৯৮ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আহকামের সরাসরি বিরোধীতা করতে কোমর বেঁধেছে এবং গোনাহকে গোনাহ হিসাবে বুঝার পরও তাতে নিমজ্জিত রয়েছে– তার এই প্রবৃত্তিপূজার চিকিৎসা না তাক্বলীদের মধ্যে রয়েছে, আর না তাক্বলীদ ত্যাগের মধ্যে রয়েছে।

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব খুব সহীহ কথা বলেছেন। প্রবৃত্তিপূজার চিকিৎসা কোথাও নেই। অবশ্য যদি ব্যক্তির নেক–নিয়্যাত থাকে তবে কুরআন ও সহীহ হাদীসে তার প্রবৃত্তিপূজার সমাধান রয়েছে, কিন্তু তাক্বলীদের মধ্যে কখনই তা নেই। তাক্বলীদতো দারুল হরবে সূদ নেয়াকে এবং এ ধরনের অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়কে জায়েয করে থাকে। যদি তাক্বী সাহেব চান তবে আমরা কুতূবে ফিক্বাহর ঐ সব নির্দেশগুলো বর্ণনা করতে পারি। যা প্রবৃত্তিপূজারীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রশংসিত...

ভুল ধারণা –৯৯ ঃ যতক্ষণ বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে তাক্বলীদের রেওয়াজ ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে পর্যন্ত এই স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ে খেল-তামাশার সুযোগ নেই।

সংযোজনঃ স্বেচ্ছাচারিতাভিত্তিক ধর্মদ্রোহীতা তো ইদানিং জন্ম নিয়েছে। কিন্তু ফিক্বাহর কিতাবগুলো শত শত বছর পূর্বেই এই রাস্তা উন্মুক্ত করেছেন। তাছাড়া এ বিষয়টি ধর্মদ্রোহীদের নয়, বরং মু'মিনদেরই। মু'মিন হওয়ার পরেও কি কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজার রাস্তা খুঁজতে পারে ? যদি কেউ এমনটি করে তবে ফিক্বাহর কিতাবগুলোর দ্বারাই সে সেই ছায়ার তলে নিরাপত্তা পায়।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা –১০০ ঃ হানাফী আলেমগণও বিভিন্ন দিক লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম আবূ হানিফার ﵀ উক্তিকে ত্যাগ করেছেন। যেমন – কুরআন শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ইমাম আবূ হানিফার ﵀ মতে নাজায়েয। কিন্তু যামানার পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী হানাফী ফক্বীহগণ জায়েয গণ্য করেছেন।

সংশোধনঃ

ইলাহী শরী'আতের মধ্যেও কি এ ধরণের পরিবর্তন হতে পারে?

এই কাজটি কি রসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের ﷺ যামানাতেও নাজায়েয ছিল?

অতঃপর কি জরুরী অবস্থাতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে?

একটু চিন্তা করুন, যে তাক্বলীদি মাসায়েল পরিবর্তনশীল তাকে কিভাবে ইসলামী শরী'আত বলা যেতে পারে? তাক্বী সাহেবের উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল, ফক্বীহর ফতোয়া ঠিক হোক বা ভুল– সেটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মর্যাদা পায়, স্থায়ী শরী'আতের মর্যাদা পায় না। আফসোস! মুক্বাল্লিদ এগুলোকেই ইসলামী আইনের মর্যাদা দেয়। যামানার পরিবর্তনের কারণে যে মাসআলা পরিবর্তিত হয়, তাতো চিরন্তন আইন হতে পারে না। সুতরাং সেটা কোন সময়ে আঁকড়ে থাকাটা সুস্পষ্ট শির্ক।

ভুল ধারণা –১০১ ঃ মোটকথা, যুগের সকল বৈধদাবী এবং মুসলিম উম্মাহর সকল সামাজিক প্রয়োজন পূরণে তাক্বলীদে শাখসী কোন অন্তরায় নয়। বরং তাক্বলীদের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে থেকেও উপরোক্ত পন্থায় স্বাচ্ছন্দ্যে যে কোন সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধান খুঁজে বের করা যেতে পারে।

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব! যামানার দাবীর ভিত্তিতে এভাবে নিজেদের মাযহাব ছেড়ে দেয়াটাই প্রকারান্তরে তাক্বলীদের শাখসীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া। এভাবে যদি আপনি তাক্বলীদে শাখসীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন– তবে আমাদের বক্তব্য হলঃ "আমাদের আকাঙ্ক্ষাও সেটাই।"

https://www.facebook.com/178945132263517

ভুল ধারণা –১০২ ঃ হানাফীদের প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হল, হানাফীগণ যে সমস্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন তার অধিকাংশই য'য়ীফ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগটিই ভিত্তিহীন। (পৃ: ১৪৬)[১৯৫]

সংশোধন: এই দাবী কক্ষনো সহীহ নয় যে, হানাফী মাযহাবের সমস্ত মাসায়েল সহীহ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাক্বী সাহেব যে সমস্ত কিতাব পড়ে সত্যতা জানতে বলেছেন আমরা এখানে সেখানকার একটি কিতাবের সূত্রে একটি বিষয়কে সূত্র হিসাবে উল্লেখ করছি। হানাফী মাযহাবে এক দিরহাম পরিমাণ নাজাসাতে গলীযাহ[১৯৬] মাফযোগ্য। যায়লা'য়ী হানাফী 'নাসবুর রায়াহ'–তে লিখেছেন:

حديث لأصحابنا في تقدير النجاسة الْمغلظة بالدرهم، أخرجه الدارقطني في سننه[১৯৭] عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" ، وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة، انتهى. قال البخاري: حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث، وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه، لَم يقله رسول اللّه ﷺ، ولكن اخترعه أهل الكوفة [نصب الراية ١/٢١٢صـ]

তাক্বী সাহেব! আপনি যে সমস্ত কিতাবের সূত্র উল্লেখ করেছেন, আমি তার থেকে একটি কিতাবের বর্ণনা উল্লেখ করেছি। ইমাম যায়লা'য়ী رحمه الله হাদীসটিকে মিথ্যা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা কোথাও বলেন নি যে, এ মর্মে সহীহ হাদীসও আছে। বরং বলেছেন, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছুই বর্ণিত হয় নি। তাক্বী সাহেব! আপনি য'য়ীফ খণ্ডনে উপরোক্ত কিতাবের সূত্র উল্লেখ করেছেন। আমরা য'য়ীফ নয়, বরং মাওযু' হাদীস

---

১৯৫. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ১২২।

১৯৬. নাজাসাহে গলীযাহ ঃ বড় নাপাকী।

১৯৭. ص ٤٨، والطحاوي: ص ٨، وقال الدارقطني: سِمعان مجهول

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

বর্ণনা করলাম– যা দ্বারা আপনারা নিজেদের মাসআলার ভীত রচনা করেছেন। আপনি এই মাসআলাটি খণ্ডন করতে পারবেন? আমি তো কেবল একটি উদাহরণ পেশ করেছি। এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যে সমস্ত কিতাবের সূত্র আপনি উল্লেখ করেছেন– তাতেই এসবের প্রমাণ রয়েছে।

ভুল ধারণা –১০৩ ঃ ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله সাধারণভাবে হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করতেন এবং যথাসম্ভব প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল করারও চেষ্টা করতেন। (পৃঃ ১৪৪)

সংশোধনঃ রুকু'র সময় রফ'উল ইয়াদাঈন করার হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী এবং খুবই শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। হানাফী মাযহাব কি সেগুলো মানে? হানাফীগণ কি সমন্বয়ের মাধ্যমে উভয় হাদীসগুলোর উপর আমল করেন? কক্ষনো না। তাক্বী সাহেব আপনার লেখার দ্বারা অনেক বড় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। লোকেরা মনে করবে প্রকৃতপক্ষে হানাফী মাযহাবটি এমনই। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হানাফী মাযহাবে সহীহ হাদীসকে ত্যাগ করা হয়েছে, এবং য'য়ীফ বরং মাওযু' হাদীসকে গ্রহণ করা হয়েছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে কেবল ক্বিয়াসের ভিত্তিতেই সহীহ হাদীসকে মানা হয় নি। তাক্বী সাহেব ! সংক্ষিপ্ত করার জন্যে আমরা সূত্রগুলো উল্লেখ করছি না। যদিও এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে লেখা সম্ভব। আপনি 'ই'লামুল মুয়াক্কে'য়ীন'–এর সূত্রটি ব্যবহার করেছেন, এর মধ্যেও এ ধরণের ব্যাপক উদাহরণ রয়েছে।

ভুল ধারণা –১০৪ ঃ হাদীসের সহীহ ও য'য়ীফ নির্ণয় পদ্ধতি একটি ইজতিহাদী মাসআলা। (পৃঃ ১৫৪)

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব নিজেই ধোঁকার মধ্যে রয়েছেন এবং অন্যদেরকেও ধোঁকা দিচ্ছেন। হাদীসের সহীহ ও য'য়ীফ নির্ণয় পদ্ধতি ইজতিহাদ নয়। বরং এর মূলে রয়েছে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রমাণাদি। তাক্বী সাহেব! উলূমুল হাদীসের কিতাবগুলো পড়ুন। তাছাড়া সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য কবুল করা নিছক কোন ইজতিহাদ নয়।

ভুল ধারণা –১০৫ ঃ এমন হতে পারে যে, সহীহ সূত্রে একটি হাদীস পেয়ে ইমাম আবূ হানিফা ﵀ সে মোতাবেক্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার কারণে পরবর্তী ইমামগণ সেটা গ্রহণ করেন নি। এমতাবস্থায় পরবর্তী বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার দায়দায়িত্ব কোন অবস্থাতেই ইমাম আবূ হানিফার উপর বর্তায় না। (পৃঃ ১৪৪)[১৯৮]

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব ! কোন হাদীস ইমাম আবূ হানিফার ﵀ কাছ থেকে বর্ণিত হবার পর কিভাবে কেবল য'য়ীফ বর্ণনাকারীদের কাছে পৌঁছাল? আপনাদের ইমামগণ তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ﵀, ইমাম মুহাম্মাদ ﵀ ও ইমাম যাফার ﵀ কেন সেটা সংরক্ষণ করলেন না? কিংবা স্বয়ং ইমাম আবূ হানিফা ﵀–ইবা কেন সেটা সংরক্ষণ করলেন না? মাসআলা সংরক্ষিত থাকল, কিন্তু এর দলিল সংরক্ষিত হল না, বরং গায়েব হয়ে গেল; কিংবা অবহেলাকারীদের অবহেলার জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল!!! আফসোস! যদি তারা ক্বিয়াসগুলো সঙ্কলিত করার পরিবর্তে হাদীসগুলো সঙ্কলিত করত। তবে তো সেগুলো য'য়ীফ বর্ণনাকারীদের দ্বারা বিনষ্ট হত না। উম্মাতের কথাগুলো সংরক্ষিত হলো, আর সাইয়েদুল মুরসালিন ﷺ-এর কথা ও কাজ নষ্ট হয়ে গেল!!

ভুল ধারণা –১০৬ ঃ (নবী কন্যা যয়নবের ঘটনায় দেখুন, তাঁর স্বামী আবূল 'আস প্রথমে অমুসলিম ছিলেন। পরে মুসলিম হয়েছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমারের[১৯৯] মতে রসূলুল্লাহ ﷺ নতুন মোহরানা নির্ধারণ করে তাঁদের

---

১৯৮. মাযহাব কি ও কেন? পৃ: ১২৪।

১৯৯. বর্ণনাটি ইবনে 'উমারের ﵄ নয়, বরং আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবিহি 'আন জাদ্দিহী। আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। [তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/১১৪২]

https://www.facebook.com/178945132263517

বিয়ে নবায়ন করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইবনে 'আব্বাসের ﷺ মতে, সাবেক বিয়ে বহাল ছিল।) প্রথম বর্ণনাটি সনদের বিচারে য'য়ীফ এবং দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ। অথচ ইমাম তিরমিযীর মত শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসও সাহাবা–তাবে'য়ীগণের অব্যাহত আমলের যুক্তিতে প্রথম হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (পৃঃ ১৪৫)

সংশোধনঃ সুনানে তিরমিযী দেখুন, তিনি رحمه الله য'য়ীফ বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেন নি। বরং তিনি ইয়াযীদ বিন হারুনের رحمه الله একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। যা আপনি ইমাম তিরমিযীর رحمه الله সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তাছাড়া যয়নব ﷺ বিয়ের নবায়ন ছাড়া (ইবনে 'আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত) আবূল 'আসকে ﷺ দেয়া সম্পর্কীত হাদীসটির প্রতি তিনি অভিযোগ করেছেন। তাক্বী সাহেব বলেছেন, তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় বর্ণনার প্রতিই ইমাম তিরমিযী আপত্তি করেছেন। ইয়াযীদ বিন হারুনের একটি সিদ্ধান্তের প্রতি গুরুত্বারোপ করার দ্বারা[২০০] তিনি য'য়ীফ হাদীসকে সহীহ হিসাবে প্রাধান্য দেন নি।

ভুল ধারণা– ১০৭ ঃ এই সমস্ত উসূলী বিষয়গুলো স্মরণ রেখে হানাফী মাযহাবের দলিলগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া হলে যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝি নিরসণ হবে, ইনশাআল্লাহ। কেননা তাদের প্রতি অভিযোগ রয়েছে : হানাফীদের দলিলগুলো য'য়ীফ বা তারা হাদীসের উপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেয়। (পৃঃ ১২৭)

সংশোধনঃ দু' একটি উদাহরণ দিয়ে পারভেজী[২০১] ও কাদিয়ানিরাও নিজেদের স্বপক্ষে দলিল উপস্থাপন করতে পারবে। কিন্তু নীতিগতভাবে

---

২০০. ইয়াযীদ বিন হারুনের সিদ্ধান্তটি হচ্ছেঃ "ইবনে 'আব্বাস ﷺ বর্ণিত হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধতর। কিন্তু 'আমল হলো 'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহি হাদীসটির উপর। [তিরমিযী– কিতাবুন নিকাহ باب ماجاء فى الزوجين الْمشركين يسلم أحدهُما] শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাঁই উভয় বর্ণনাটিকেই য'য়ীফ বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত উর্দূ ইবনে মাজাহ (দারুস সালাম) হা/ ২০০৮-১০] সুতরাং আলোচনাটিই নিরর্থক। (অনুঃ)

২০১. পারভেজী – একটি পাকিস্তানভিত্তিক হাদীস অস্বীকারকারী ফিরক্বা। (অনুবাদক)

https://www.facebook.com/178945132263517

সবক্ষেত্রে তা কার্যকরী করা– না পারভেজদের পক্ষ থেকে সম্ভব, আর না কাদিয়ানিদের পক্ষে।

ভুল ধারণা– ১০৮ ঃ শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী শাফে'য়ী ﵀ নিজে হানাফী না হয়েও, ঐ সমস্ত লোকদেরকে কঠিনভাবে খণ্ডন করেছেন যারা ইমাম আবূ হানিফা ﵀ বা তাঁর ফিক্বহী মাযহাবের উপর আপত্তি করেন। বরং "আল–মীযানুল কুবরা"–তে কয়েকটি পরিচ্ছেদ ইমাম আবূ হানিফার ﵀ পক্ষ সমর্থনেই ব্যয় করেছেন।

সংশোধনঃ ইমাম আবূ হানিফার ﵀ সমর্থন আমরাও করি। তাঁকে সম্মানও করি। কিন্তু তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মাযহাবকে দ্বীন ইসলাম মনে করি না। আমাদের অভিযোগ কোন ইমামের ব্যাপারে নয়, বরং তাক্বলীদ ও মুক্বাল্লিদদের ব্যাপারে।

ভুল ধারণা– ১০৯ ঃ আল–হামদুলিল্লাহ! ইমাম আবূ হানিফার মাযহাব অনুসৃত হচ্ছে এবং তাঁর সাবধানতা ও তাক্বওয়া খুবই উঁচুস্তরের। (পৃঃ ১৫১)

সংশোধনঃ হতে পারে ইমাম আবূ হানিফার ﵀ মর্যাদা তেমনটাই, যেমনটা 'আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী ﵀ লিখেছে। কিন্তু বর্তমান হানাফী মাযহাব এমনটি নয়। যেমন– নাবালিগা নারী বা পশুর সাথে সহবাস দ্বারা গোসল ফরয হয় না, যতক্ষণ না বীর্য বের হয়। (নাবালিকার সাথে) কেবলমাত্র সহবাস দ্বারা গোসল ফরয হয় না। এরমধ্যে কোন্ সাবধানতা ও তাক্বওয়ার বিষয় রয়েছে !? অথচ স্ত্রীর সাথে কেবল সহবাসের দ্বারাই গোসল ফরয হয়ে থাকে। সুতরাং নাজায়েয ও নিকৃষ্ট কাজ দ্বারা তো গোসল ফরয হওয়ার দাবী আরো বেশী জরুরী হয়।

ভুল ধারণা– ১১০ ঃ ইমাম আবূ হানিফা ﵀ 'ইলমে হাদীসে "কিতাবুল আসার" এমন সময় লিখেছিলেন, যখন হাদীসের সর্বাধিক

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

পুরাতন কিতাব যেমন– 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক رحمه الله', মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাক্ব رحمه الله, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ رحمه الله প্রভৃতির অস্তিত্বও ছিল না।

সংশোধনঃ ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله কিতাবখানা কোথায় গেল ? আফসোস ! হাদীসে রসূল ﷺ সংরক্ষণ করা হলো না, কিন্তু ইমাম আবূ হানিফার رحمه الله উক্তি সংরক্ষিত হল। এটা ব্যক্তিপূজা নয়তো আর কি ?....

ভুল ধারণা– ১১১ ঃ এমন বহু মাসায়েল আছে, যেগুলোর ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে উত্তম বা অধিক উত্তম হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। জায়েয-নাজায়েয বা হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইখতিলাফ নেই। যেমন– সালাতে রুকুর সময় হাত তোলা হবে কি না, আমীন আস্তে না জোরে বলতে হবে? হাত বুকের উপর না নাভীর বরাবর ? এ সমস্ত মাসআলাতে ইমাম ও মুজতাহিদদের ইখতিলাফ কেবলমাত্র উত্তম ও ফযীলতের ব্যাপারে। অন্যথা এই সবগুলো তরীক্বাই জায়েয ?

সংশোধনঃ আমি কোন (হানাফী) ফেক্বাহর কিতাবে পায় নি যে, "রফ'উল করা বা না করা উভয়টিই জায়েয।" –"তবে না করা উত্তম।" যদি পরবর্তী সময়ে আপনি এমনটি লেখেন, তবে তা গণীমতে পরিণত হবে। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলতে হবে, সেই ফিক্বাহটি হিদায়াহ, শরহে বেক্বায়াহ, কুদূরী প্রভৃতির ন্যায় মূল্যায়িত হতে হবে।

ভুল ধারণা– ১১২ ঃ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের উপর শরী'আত বিকৃতি বা তাঁদের মুক্বাল্লিদদের উপর শিরক ও কুফরীর অপবাদ নিতান্তই বাড়াবাড়ি। (পৃঃ১৫৯)

সংশোধনঃ আমরা তো আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের নিয়ে কথা বলছি না। কিন্তু মুক্বাল্লিদদের অন্তরে শরী'আতের বিকৃতি রয়েছে। ফতোয়ার কিতাব যেমন– 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি, এটা কী? ফিক্বাহর কিতাবগুলোতেও স্থানে স্থানে বিকৃত শরী'আতের দেখা মেলে। আবূ

https://www.facebook.com/178945132263517

যুহরাহ ﵀ লিখেছেন ঃ "কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর পর এমন সমস্ত ফক্বীহ ও আলেমের উদ্ভব হয়, যারা ফুরু'য়ী মাসায়েলে তালগোল পাঁকিয়ে ফেলে। তাদের মন-মানসিকতাতে এমনসব অবাস্তব ও অসম্ভব বিষয় ভরপুর ছিল, যে ঘটনা কখনো ঘটার সম্ভাবনাও নেই। এমনকি বিবেকও সেগুলো অসম্ভব মনে করে।"[২০২]

ভুল ধারণা- ১১৩ ঃ এসমস্ত ব্যক্তিদের জন্য মাশহুর আহলে হাদীস আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন সাহেবের একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি, যা তাদের জন্য পথ নির্দেশিকা হবে। (পৃঃ ১৫৯)

সংশোধনঃ নবাব সাহেবের উদ্ধৃতি আর আপনার উদ্ধৃতি আমাদের কাছে সমান। আমরা তো ঐ দ্বীনের উপর ঈমান এনেছি যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিন্দেগীতেই পরিপূর্ণ হয়েছিল। এই দ্বীন ঐ সময়ও কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ ছিল এবং আজও এই দু'টির দ্বারাই পরিপূর্ণ। যদি কুরআন ও হাদীস থেকে আপনি কোন বিষয় উপস্থাপন করতে পারেন, তবে আমরা তা মানতে বাধ্য। এছাড়া অন্য কোন কিছু উপস্থাপন করলে তা আমাদের জন্য মানাটা হুজ্জাত (দলিল) হয় না। সেটা যাঁরই উক্তি হোক না কেন। আমরা মুসলিম। কোন ফিরক্বার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা আমাদের মুসলিম জামা'আতের আলেমদের উক্তি ও 'আমলকেও হুজ্জাত গণ্য করি না। সুতরাং কোন ফিরক্বার আলেমের উক্তিও আমাদের কাছে কিভাবে হুজ্জাত হতে পারে ?[২০৩]

ভুল ধারণা- ১১৪ ঃ তাছাড়া এই বিপদ-সঙ্কুল যামানাতে যখন ইসলাম ও মুসলিমগণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফিতনা ও সঙ্কটাবস্থা অতিবাহিত করছে, তখন শাখাগত মাসাআলা নিয়ে আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ কেবলই ধ্বংসের নামান্তর।

---

২০২. আবূ যুহরাহ, হায়াতে আবূ হানিফা পৃঃ ৪০৬।

২০৩. নবাব সাহেবের উদ্ধৃতির জন্য দেখুন 'পরিশিষ্টাংশ -১ এর পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলো।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সংশোধনঃ তাক্বী সাহেব! শরী'আত সমস্ত হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়। ইসলামের বিরুদ্ধে আজ যাকিছু হচ্ছে তা মুসলিমদের মধ্যকার অনৈক্যের কারণেই হচ্ছে। আপনারা অনৈক্যের দরজাকে কেন বন্ধ করতে চাইছেন না ? যদি অনৈক্যের দরজা বন্ধ করতে পারেন তবে এ সমস্ত জটিল অবস্থার নিরসণ হবে। অথচ আপনি চাচ্ছেন অনৈক্য থাকুক কিন্তু দ্বন্দগুলো নিরসণ হোক। এটা কখনই সম্ভব না। যতক্ষণ দ্বন্দের কারণগুলো অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ দ্বন্দ চলতে থাকবে। আসুন! ফিরক্বাবন্দীর মূলোৎপাটন করি। না থাকবে কোন দেওবন্দী-ব্রেলভীর দ্বন্দ; আর না থাকবে হানাফী, শাফে'য়ী, মালেক্বী ও আহলে হাদীসের দ্বন্দ। সবাই মিলে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলা শুরু করলে আল্লাহ ﷻ-এর তরফ থেকে হিদায়েতের নূর নাযিল হবে। যদি কখনোবা মতপার্থক্য দেখা দেয়– তবে সেটা যেন ফিরক্বাবন্দীর রূপে পরিণত না হয়। বরং মতপার্থক্য নিরসণের উদ্যোগ নিয়ে তাক্বলীদ সৃষ্টি হওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করার চেষ্টা করি।

https://www.facebook.com/178945132263517

উপসংহার

তাক্বী সাহেবের বইটির জবাব শেষ হল। আমরা তাঁর ভুলগুলো দূর করার জন্য সাধ্যমত সংক্ষেপে জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা বিরোধগুলো নিরসণ ও তার বিস্তৃতি রোধেরই উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আমাদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিষয়গুলো কথার চাইতে তাবলীগি কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করার বেশী পক্ষপাতী।.....

তাক্বী সাহেব আমাদের প্রথম প্রকাশিত বইটি দেখলেও তা থেকে একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব ছাড়া আর কোন উত্তর দেয়ার চেষ্টাটুকুও করেন নি। তাঁর দেয়া জবাবটিরও প্রকৃত জবাব আমরা উল্লেখ করেছি। এরপূর্বেও আমরা যেসব প্রশ্ন করেছিলাম তার জবাবও 'মাসিক ফারানের' মাধ্যমে তাক্বী সাহেব নিজের লেখা 'তাক্বলীদ কিয়া হে' প্রবন্ধটিতে দেন নি। বরং আমাদের প্রশ্নটি পরিবর্তন করে জবাব দিয়েছেন। এরপরও সেগুলোর জবাব আমাদের বইটিতে দিয়েছি।

তাক্বী সাহেব! আপনি নিজেই অনেক মাসায়েল সুস্পষ্ট হাদীসের বিরোধী হওয়ায় প্রচলিত তাক্বলীদকে খারাপ জানার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ পর্যায়ে নিচের মাসআলাগুলোকেও মেনে নিনঃ

১) পুরুষ ও নারীর সালাত আদায়ের পদ্ধতিগত পার্থক্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং এখন থেকে উভয়ের সালাতে পদ্ধতি একই হিসাবে ঘোষণা করুন।

২) অযুতে হাতের পাতার পিঠ দ্বারা গর্দান মাসেহ করা ছেড়ে দিন। কেননা মাসেহ করার এ পদ্ধতিটি কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৩) জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করে দিন।

৪) রুকু'তে যেতে ও রুকু' থেকে উঠতে রফ'উল ইয়াদাঈন করুন। কেননা, এটা সহীহ মুতওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

https://www.facebook.com/178945132263517

৫) ফরয সালাতের চার রাক'আতেই ক্বিরাআত পড়া ফরয গণ্য করুন।

৬) ইমামকে সাক্তা করার হুকুম দিন।

৭) সাক্তার মধ্যে মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পাঠ করার হুকুম দিন। সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে না কুরআনের বিরোধীতা হয়, আর না হাদীসের বিরোধীতা হয়।

৮) হালালাহ (হিল্লা) প্রথা বন্ধ করুন। এটা খুবই নিকৃষ্ট কাজ।

https://www.facebook.com/178945132263517

পরিশিষ্টাংশ–২

অনুবাদকের সংযোজন

বাংলা ভাষায় তাক্বী উসমানী সাহেবের বইটির অনুবাদ 'মাযহাব কি ও কেন?"–এর দ্বিতীয় ভাগ (পৃঃ ১৩৯–২৩৭) "ফিকাহ শাস্ত্রে মতানৈক্যের স্বরূপ– লেখকঃ মাওলানা সাঈদ আল-মিসবাহ" সংযুক্ত রয়েছে। এই অংশটির কয়েকটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরার মাধ্যমেই সংক্ষেপে বইটির দাবী সম্মানিত পাঠকগণের কাছে সুস্পষ্ট হবে। তা নিম্নরূপঃ

ক) ভূমিকা;

খ) ফিক্বাহ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের স্বরূপ;

গ) ফক্বীহদের এ মতপার্থক্য কি নিন্দনীয় বা অকল্যাণকর?

ঘ) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের কতিপয় দৃষ্টান্ত;

ঙ) পারস্পরিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা;

চ) ফিক্বহী মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়ম;

ছ) ফিক্বাহ শাস্ত্রের উৎস ... ।

জ) মতপার্থক্যের কারণসমূহঃ

১. ক্বিরাতের বিভিন্নতা;

২. কোন হাদীস মুজতাহিদ ইমামের সংগ্রহে না থাকা;

৩. কোন হাদীস আমলের যোগ্য বলে প্রমাণিত না হওয়া....;

৪. 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য;

৫. হাদীস বিস্তৃত হয়ে যাওয়া;

৬. হাদীসের সঠিক অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে মতপার্থক্য;

৭. রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন আমলের সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে মতপার্থক্য;

https://www.facebook.com/178945132263517

৮. পরস্পর বিরোধী একাধিক বর্ণনা বর্তমান থাকা;

৯. কোন বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ কোন সমাধানের অনুপস্থিতি... প্রভৃতি।

উক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির ভ্রান্তিনিরসন ও জবাব দেয়া সময়সাপেক্ষ। যা স্বতন্ত্র একটি বড় বইয়ের আকার ধারণ করে। তবে তিনি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করে শরী'য়াতের মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন– সেটা ইসলামের মৌলিক নীতিমালা বিরোধী। এমনকি তিনি নিজের চিন্তার সমর্থনের (পৃঃ ১৪৪) একটি জাল হাদীসও বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলঃ

اختلاف امتى رحمة.

"আমার উম্মাতের ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) রহমত।"[২০৪] আমরা এখন সংক্ষেপে জানব কেন তার উপস্থাপিত বক্তব্য ইসলামের মূলনীতি–মালার বিরোধী তথা কুফর।

---

[২০৪]. দ্রঃ আস-সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ১/৫৭ নং।

https://www.facebook.com/178945132263517

কিতাব তথা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে মতপার্থক্য জিইয়ে রাখা কুফর

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পরও ফিরক্বা (দল/উপদল) সৃষ্টি করেছে ও ইখতিলাফ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" **[সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৫ আয়াত]**

নবী ﷺ বলেছেনঃ

لَا تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا

"ইখতিলাফ করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ইখতিলাফ করত। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।"[২০৫]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ

"তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা (আল্লাহর) কিতাবে ইখতিলাফ করেছিল। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল।"[২০৬]

আল্লাহ ﷻ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বলেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"আজকের দিনে আমি দ্বীন (ইসলাম)কে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"[২০৭] অন্যত্র বলেন ঃ

---

[২০৫]. **সহীহঃ** সহীহ বুখারী– কিতাবুল আহাদিসুল আম্বিয়া।

[২০৬]. **সহীহঃ** সহীহ মুসলিম– কিতাবুল ইলম ; মিশকাত [এমদা] ১/১৪৩ নং।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْه اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হত, তাহলে অবশ্যই এতে বৈপরীত্য (ইখতিলাফ) দেখতে পেত।" [সূরা নিসা ঃ ৮২ আয়াত]

অন্যত্র বলেন:

وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْه

"আর তাদের (নবীদের) সাথে হক্বসহ কিতাব নাযিল করেছি, যেন মানুষের মধ্যকার ইখতিলাফ (মতপার্থক্য)গুলো নিরসন হয়।" [সূরা বাক্বারাহ ঃ ২১৩ আয়াত]

---

২০৭. সূরা মায়িদাহ্ : ৩ আয়াত।

https://www.facebook.com/178945132263517

মতপার্থক্য নিরসরনের পদ্ধতি

নবী ﷺ তাঁর উম্মাতকে কিতাবের মধ্যকার ইখতিলাফ নিরসনের পদ্ধতি বলে গেছেন। 'আমর ইবনে শু'আয়িব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন:

سَمِعَ النَّبِيُّ قَوْمًا يَتَدَارَؤُنَ فِي الْقُرْانِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَّ اَنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلاَ تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِّنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلِي عَالِمِه

"নবী ﷺ একদল লোককে কুরআনের বিষয়ে বিতর্ক করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই হালাক (ধ্বংস) হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে এর এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসাবে। সুতরাং তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না। বরং যা তোমরা জান কেবল তা–ই বলবে। আর যা জান না তা যে জানে তার কাছে সপর্দ করবে।"[২০৮]

---

[২০৮]. **হাসান:** আহমাদ, মিশকাত [ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী] ২য় খণ্ড- হা/২২১। নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন– আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/২৩৮ পৃ:।

শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই আহমাদের বর্ণনাটিকে যুহরীর তাদলীসের কারণে য'য়ীফ বলেছেন। তবে তাক্বদীর নিয়ে সাহাবীদের বিতর্ক শুনে নবী ﷺ বলেছিলেন:

بِهذا أمرتُم أو لِهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بِهذا هلكت الأمم قبلكم.

"তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা তো কুরআনের কতক আয়াতকে কতক আয়াতের মোকাবেলায় উপস্থাপন করছে। এ জন্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাত ধ্বংস হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ হা/৮৫) শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের

https://www.facebook.com/178945132263517

হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ক নিষিদ্ধ। শরী'আতে বর্ণিত বিষয়গুলো কখনই স্ববিরোধী হতে পারে না। তেমনি সহীহ হাদীসও পরস্পরের বিরোধী নয়। কখনো এমনটি পরিদৃষ্ট হলে যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার সমাধান নিতে হবে।

সহীহ হাদীস পরস্পরের বিরোধী নয়?

ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله বলেছেন:

لا تُخالف سنة رسول ﷺ كتاب الله بحال

"কোন ভাবেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আল্লাহর কিতাবের খেলাফ হতে পারে না।" [আর-রিসালাহ ১/৫৪৬ পৃ: (তাহক্বীক্ব: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মিশরঃ মাকতাবুল হালাভী, ১৩৫৮ হি:/১৯৪০ ঈসা'য়ী]

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ رحمه الله বলেছেন:

لا أعرفُ حديثين صحيحين متضادَّين ، فَمَنْ كانَ عندَهُ فليأتني به لأُؤَلِّفَ بينهُمَا

"আমি এমন কোন সহীহ হাদীস জানি না যা পরস্পরের বিরোধী। যদি কোন ব্যক্তি (সহীহ হাদীসে) বিরোধ মনে করে, সে যেন আমার কাছে সেটা নিয়ে আসে। তাহলে তাদের পারস্পরিক (সমাধানের) অবস্থাগুলো দেখব।" (সিদ্দীক হাসান খান, মিনহাজুল উসূল ইলা ইসলাহী আহাদীসির রসূল; হাফেয ইরাক্বী, শরহে তাবসিরাহ ও তাযকিরাহ) [২০৯]

পর এই হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন: "এই হাদীসটি হাসান। আর বুসীরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [আযওয়াহউল মাসাবীহ ফী তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৩০০ পৃ: হা/২৩৭] সর্বোপরি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আহমাদের বর্ণনাটি হাসান। আল্লাহ ﷻ-ই তাওফিক্বদাতা।

২০৯. মুহাম্মাদ আবূল হাসান শিয়ালকোটি, আয-যাফরুল মুবীন ফী রদ্দে মুগালিতাতুল মুক্বাল্লিদীন (পাকিস্তান, মাকতাবাহ মুহাম্মাদিয়া, এপ্রিল ২০০২) পৃ:৬৩।

https://www.facebook.com/178945132263517

সুতরাং যদি হাদীসের মধ্যকার বিতর্ক নিজ সীমাবদ্ধতা ও 'ইলমের কমতির কারণে বুঝা না যায়, তবে যেন তারা হাদীস বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হয়। এ মর্মে রিসালাহ ইবনে কুতায়বাহ, ইমাম শাফে'য়ীর কিতাবুল 'উম, ইমাম শওকানীর 'ইরশাদুল ফুহুল; কিংবা সিদ্দিক হাসান খান -এর তিনটি কিতাব 'মিনহাজুল উসূল ইলা ইসলাহী আহাদীসির রসূল', 'হুসূলুল মামূল মিন 'ইলমিল উসূল' ও 'হিদায়াতুস সাইল ইলা আদিল্লাতিহিল মাসায়িল' দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ্য একজন বিশেষজ্ঞের কাছে সমাধান নাও থাকতে পারে। তাছাড়া বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে কুরআন ও হাদীসের বিষয়ে সমাধানের জন্য। তার রায় জানার জন্য নয়। এজন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে কুরআন ও হাদীসের বিষয়ে সমাধান জানাটা তাক্বলীদ নয়। তাক্বলীদ হল, কুরআন ও সহীহ হাদীসের সমাধান উপস্থাপনের পরেও কারো ভুল সিদ্ধান্তকে এই চিন্তায় আঁকড়ে থাকা যে, তিনিই তো আমার ইমাম। সুতরাং তিনি যা বলবেন– সেটাই আমার কাছে ইসলামী শরী'য়াহ তথা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান। অথচ আল্লাহ সেটা নাযিল করেন নি। আর এটাই শিরক ফিল হুকুম। যা ইয়াহুদীগণ করত। [বিস্তারিত দেখুনঃ তাফসীর– হুকুম বিগয়রি মাআনঝালাল্লাহ]

https://www.facebook.com/178945132263517

যে সমস্ত বিষয়ে শরী'আত নিরব সে সমস্ত ক্ষেত্রে করণীয়

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের জন্য যেগুলো হারাম তা তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।"[২১০]

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَا اَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَتَهُ فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلاَ هذه الْاٰيَةَ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তাই হালাল এবং যা হারাম করেছেন তাই হারাম এবং যা থেকে নীরব থেকেছেন তা মাফযোগ্য। সুতরাং যা মাফযোগ্য তা তোমরা আল্লাহ ﷻ'র পক্ষ থেকে গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আলাহ ﷻ কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিলাওয়াত করলেনঃ "তোমাদের রব ভুলেন না। [সূরা মারইয়াম ঃ ৬৪ আয়াত]"[২১১]

অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেনঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ رَّأْيِيْ اَنَا بَشَرٌ

---

২১০. সূরা আনয়াম ঃ ১১৯ আয়াত।

২১১. **সহীহঃ** হাকিম– কিতাবুত তাফসীর باب سورة مريم। হাকিম এর সনদকে সহীহ বলেছেন। উক্ত মর্মে বাযযার সলেহ সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [ফতহুল বারী (মাকতাবা মিশর, ১৪২১/২০০১) ১৩/৩৭৮ পৃঃ; নায়লুল আওতার (মিশরঃ দারুল হাদীস ১৪২১/২০০০) ৮/৪২৮ পৃঃ।

https://www.facebook.com/178945132263517

"আমি একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নির্দেশ (امر) দিই, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে, আর আমি যখন আমার রায় অনুসারে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ (امر) দিই, তখন আমিও একজন মানুষ।"[২১২]

অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেন:

دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ

"আমি যেসব বিষয় বর্ণনা না করে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, সেসব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও।"[২১৩]

সুস্পষ্ট হল, যেসব ক্ষেত্রে শরী'য়াত নিরব সেসব ক্ষেত্রে উন্মুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং ঐ সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের বাধ্য-বাধকতা ইসলামে নেই। এ পর্যায়ে যা কুরআন ও নবী ﷺ-এর সুন্নাহর বিরোধী নয় সেসব ক্ষেত্রে খলীফ-আমীর (মাজলিশে শুরা), পিতামাতা, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ, উর্ধ্বতনের নিয়ম-নীতি মেনে নেয়াটা অনুমোদিত।

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

"নাফরমানীর ব্যাপারে ইতা'আত নেই। ইতা'আত কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজে।"[২১৪] অন্যত্র তিনি ﷺ বলেন:

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে কোন সৃষ্টির ইতা'আত নেই।"[২১৫] তেমনি আল্লাহ ﷻ-ও কুরআন মাজীদে বলেছেন:

---

২১২. সহীহ: সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/১৪০ নং।

২১৩. সহীহ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন [ঢাকা ঃ ইসলামিক সেন্টার] ১/১৫৬ নং।

২১৪. সহীহ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৪৯৬ নং।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহর ইতা'আত করো এবং রসূলের ইতা'আত করো। আর তোমাদের মধ্যে যার 'উলূল আমর' তাদেরও। যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরে আস। যদি তোমরা ঈমান আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এটিই হল ভাল এবং পরিণামে খুবই উত্তম।" [সূরা নিসাঃ ৫৯ আয়াত]

আশা করি পাঠকের কাছে এখন সুস্পষ্ট যে, ইসলামে মতপার্থক্য ভাল, উৎকৃষ্ট, রহমত এবং এর যৌক্তিকতার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে বা শুনে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। কেননা ঐ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ইসলামী আক্বীদার বিরোধী।

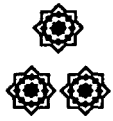

---

২১৫. সহীহঃ শরহে সুন্নাহ, মিশকাত [এমদা] ৭/৩৫২৭ নং। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ২/১০৬২ পৃঃ]।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আমাদের প্রকাশিত শাইখ কামাল আহমাদ অনূদীত
আরো একটি সাড়া জাগানো বই–

ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ

[অভিযোগের জবাবসহ]

ও

ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ

মূলঃ 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله
['সুনানে তিরমিযী'র বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র লেখক]

প্রকাশনায়
সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, দোকান নং ২০১ (দ্বিতীয় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা, মোঃ ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

https://www.facebook.com/178945132263517

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

কুরআন ও সহীহ্ হাদীস নির্ভর বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার
জগতে এক উজ্জ্বল দিশারী

আতিফা পাবলিকেশন্স

কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

০১. জান্নাতের বর্ণনা –মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
০২. জাহান্নামের বর্ণনা –মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
০৩. কবরের বর্ণনা –মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
০৪. কুরআন ও বর্তমান মুসলমান –এ.কে.এম. ওয়াহিদুজ্জামান
০৫. হিসনুল মুসলিম –মূল: সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী (র)
০৬. কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে তুচ্ছ মনে করে তা থেকে সতর্কতা অপরিহার্য
০৭. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা –সংকলক: ঐ
০৮. কবীরা গুনাহগার কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী? –সংকলক: কামাল আহমাদ
০৯. তাফসীর ॥ হুকুম বি-গয়রি মা- আন্‌ঝালাল্লাহ –সংকলক: ঐ
১০. যঈফ রিয়াদুস সালিহীন –তাহক্বীক্ব: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)
১১. রাসূল (স)-এর নামায বনাম নামাযে প্রচলিত ভুল –হা. মুফতি মোবারক সালমান
১২. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ –মূল: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র); বঙ্গানুবাদ: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান।

প্রকাশের অপেক্ষায়:

১৩. আক্বীদাতুত্ ত্বহাবী– [মূল: ইমাম আবূ জা'ফর ত্বহাবী (র); –তাহক্বীক্ব: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)] বঙ্গানুবাদ: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান।
১৪. সহীহ্ পূর্ণাঙ্গ অযীফা ও যিক্‌র –সম্পাদনা: ঐ
১৫. সহীহ্ পূর্ণাঙ্গ মাকসুদুল মুমিনীন [তাহক্বীক্ব কৃত] –সম্পাদনা: ঐ
১৬. মুহাম্মাদায়ন (ﷺ) [শিশু-কিশোরদের জন্য] –সংকলক: ঐ

আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
(জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পার্শ্বে) ☎ ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

المذهب والتقليد

المؤلف

مسعود احمد

الترجمة

كمال احمد

ناشر
سلفي پبليكيشنس، داكا

https://www.facebook.com/178945132263517